বর্ত্তী হোটেলে যাইতে অনুরোধ করিতে হইয়াছে। এই সকল হতভাগিনী রমণী নানাবিধ কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া আমার শুশ্রূষায় অনেক শান্তি লাভ করিয়াছেন, কেহ বা আমার কোলে শয়ন করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বদাই এই সকল রমণীকে আমার ছোট বোনের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছি। যখন আমার বাটীস্থ ছোট ঘরটীতে আর স্থান হয় না, তখন আর একটী ছোট বাড়ী করিয়া তথায় পরে যাহারা আসিতে লাগিল তাহাদিগের জন্য স্থান করিলাম। নিতান্ত নীচ বংশীয়া ও গরিব রমণীগণই আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। যে সকল হতভাগিনী ইন্দ্রিয়াসক্ত বিলাসপরায়ণ লোকদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া কুপথগামিনী হইয়াছে, তাহারা নিরুপায় হইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, যে সকল নারী দুরাচার জন্মদাতাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সন্তানগণকে লইয়া অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহারাও আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। আমি যে কেবল হতভাগিনী রমণীগণকেই খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি তাহা নয়, বিবিধ দুষ্ক্রিয়ান্বিত, নানা কদর্য্য রোগে আক্রান্ত গরিব নাবিকগণকেও আপনাদের গৃহে আশ্রয় দিয়াছি। লিভারপুলের ঘাটে যখন জাহাজ লাগিত, তখন তথায় উপস্থিত হইয়া গ্রীস, স্পেন ও নরওয়ে প্রভৃতি দেশবাসী দুরাচার নাবিকগণকে যে কোন ভাষা তাহারা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় উপদেশ দিয়াছি এবং তাহাদের যে নবজীবনের আশা আছে, উন্নত জীবনের বিমল আনন্দ ও সুখ ভোগের সম্ভাবনা আছে, বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমাকে যে আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হইল, ইহা যারপরনাই লজ্জার বিষয়; কিন্তু একজন ইংরেজ পুরুষ যে একজন ইংরেজ মহিলাকে এরূপ আত্মরক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া আমি অধিকতর লজ্জিত হইতেছি। নিজের কার্য্য সম্বন্ধে এই সকল কথা বলা বড়ই লজ্জার বিষয় এবং আমি কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিতাম না, কারণ দুঃখী এবং পতিত নরনারীগণের জন্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই করিয়াছি, সুতরাং সে বেশী কিছুই নয় এবং বলিবার কথাও নয়।”

শ্রীমতী বাটলার ইংলণ্ডীয় জনহিতৈষণী রমণীগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। “সাংক্রামিক ব্যাধি নিবারক আইন” তুলিয়া দিবার জন্য যখন তিনি ও অন্যান্য রমণী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন শ্রীমতী বাটলারের উদ্যোগ ও চরিত্রের প্রভাবেই “রমণীগণের জাতীয় সভা” নামক একটী সমিতি সংস্থাপিত হয় এবং মেরী

কার্পেণ্টার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, হারিয়েট মার্টিনো প্রভৃতি সুবিখ্যাত রমণীগণের ন্যায় ষোল জন মহিলা এই সমিতির সভ্য হন এবং শ্রীমতী যোসেফাইন বাট্‌লার এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মনোনীত হন। পুরুষ পুরুষের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যতদূর প্রস্তুত, রমণীগণ রমণীগণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ততদূর ব্যগ্র হন না। পুরুষের প্রতি যে অত্যাচারের জন্য পুরুষ খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়ান, রমণী রমণীর অত্যাচার দেখিয়া তাদৃশ ক্লেশ পান না। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর সুসভ্য অসভ্য সকল দেশের অবস্থাই অল্পাধিক পরিমাণে একরূপ। এ অবস্থায় যে সহৃদয়া রমণী রমণীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে যাইয়া আপনার সুখ সুবিধা মান মর্য্যাদা অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্রী না হন তবে আর কে হইবেন? এই সকল সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া শ্রীমতী বাট্‌লারকে যার পর নাই অপমান ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে নানা লোকে নানা দিক্ হইতে গালিবর্ষণ করিয়াছে—সংবাদ পত্রের স্তম্ভে উপহাস ছলে অনেক কটূক্তি করিয়াছে, বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন—তাঁহার সহিত কথা কহিতে অপমান বোধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধীরভাবে অকাতরে সমস্তই সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর ব্যবহার আরও চমৎকার। তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বামীর প্রেম ও অনুরাগ কোন ঘটনাতেই কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার স্বামী আহ্লাদিত চিত্তে সমস্ত সহ্য করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই সহধর্ম্মিণীর সাধু-উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এইরূপ দেবীর এইরূপ দেবতার ন্যায় স্বামী না হইলে পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি দেখা যাইত না।

কায়স্থজাতি।

(প্রাপ্ত)

পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে মানবগণ প্রথমতঃ চারিটী জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল যথা—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি জাতির জীবিকাও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই চারি জাতির উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণগণ বিদ্যার, ধর্ম্মের, সমাজ গঠনের, আইন প্রচারের এবং রাজাদিগের যজ্ঞ, বিবাহ ও অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তার অধিকারী; ক্ষত্রিয়গণ শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবেন এবং লোকনাথ হইয়া লোকদিগের ধন, মান, প্রাণ ও চরিত্র রক্ষা করিবেন; বৈশ্য বাণিজ্য ব্যবসায়

করিবেন; আর শূদ্র দাসত্ব করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু এখন অনেক মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, যেমন বৈদ্য প্রভৃতি। কিন্তু কায়স্থ ইহার মধ্যে কে? অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলেন, কেহ কেহ কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর বলিতে চাহেন। আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নতম পুরাণাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার কায়া হইতে যে যমের দেওয়ান চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি হয়, কায়স্থ সেই দেওয়ানজির বংশ। কোন ইংরেজ ইতিহাস লেখক বলেন যে সিন্ধুর পরপার হইতে যে সকল আর্য্যগণ অভিযান উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ শেষতম। উক্ত ইতিহাস-লেখক বলেন যে অডিন ও তক্ষক নামক দুই ভ্রাতা এক সময়ে কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া অডিন পশ্চিম দেশ ও তক্ষক পূর্ব্ব দেশ প্রাপ্ত হয়েন। আদিম জর্ম্মণ, ব্রিটন, অষ্ট্রিয়, ফরাসী ও নেদারল্যাণ্ডবাসী অডিন বংশ বলিয়া অভিহিত, তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অডিনকে পূজা করিতেন এবং আপনাদিগকে আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া থাকেন। তক্ষক পূর্ব্ব দেশ জয় করিয়া ভারতে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন, তদ্বংশীয়েরা বহুকাল মগধ দেশে প্রধানতম সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উক্ত বংশের নন্দ বংশীয়েরা ভুবনবিখ্যাত এবং কায়স্থ এই বংশেরই অন্তর্গত। পুরাণ বলেন যখন পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিতেছিলেন, সেই সময় সূর্য্যবংশীয় ককুৎস্থ নামক কোন রাজার কুলরমণী গর্ভিণী ছিলেন; নিষ্ঠুর পরশুরাম গর্ভিণী ক্ষত্রিয় রমণীগণের গর্ভের ভ্রূণ পর্য্যন্ত নষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। উক্ত রমণী সেই ভীষণস্বভাব জামদগ্ন্যের ভয়ে নিজের ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য যোগপরায়ণ তেজস্বী কোন মহাত্মা ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম তাহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মুনিবরের নিকট ঐ লুক্কায়িত রমণীকে প্রার্থনা করিলেন এবং নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয়ও জানাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভয়ে বিপন্না অবলা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আমার জীবন থাকিতে আমি তাঁহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিব না।" এই দ্বিজের প্রতি বল প্রকাশ করা কিম্বা তাহার প্রাণবধ করা অথবা ঐ দ্বিজের সহিত অধিক তর্ক বিতর্ক করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া পরশুরাম বলিলেন, "ঐ রমণীর গর্ভে যে সন্তান হইবে সে শূদ্রাচারী হইবে আজ্ঞা করুন।" মুনিশ্রেষ্ঠ "তাহাই হইবে" বলিয়া জামদগ্ন্যকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন। পরে ঐ রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহারই বংশাবলী কাকুৎস্থের অপভ্রংশ কায়স্থ নামে অভিহিত

হইলেন। এই কাকুৎস্থ বা কায়স্থ বংশে লালন সিংহ নামে একটী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশাবলী লালা বলিয়া অভিহিত। সুতরাং লালাও এই কায়স্থ বংশের একটী শাখা।

কায়স্থ সম্বন্ধে প্রথমোক্ত তিনটী মত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ উহাতে কোন যুক্তি দেখা যায় না, উহা "মুখে এলেই বলে ফেলা"র মত। তথাচ প্রথমটী ব্যতীত অপর দুটী মত কায়স্থকে শূদ্র বলেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত দুইটী মতেই সম্ভাবিত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঐ দুইটী মত কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিতেছেন, সুতরাং কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব, তাহাতে সন্দেহ অতি অল্প। আবার অন্য পক্ষে দেখুন, পুরাণ জাতি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যবসায় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অস্ত্রব্যবসায়ী। কায়স্থ এখন মসীজীবী হইয়াছেন বলিয়া যদি কেহ কায়স্থকে দেওয়ান চিত্রগুপ্তের বংশ বলিতে চাহেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন, কারণ আজ কাল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য সকল জাতিই মসীজীবী হইয়াছেন,—সকলেই এক খুরে মাথা মুড়াইয়াছেন। কিন্তু কায়স্থও অস্ত্র ব্যবসায়ী। বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কায়স্থ ও তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অস্ত্র ব্যবসায়েই যশোহরে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপাদিত্যের জামাতা জয়ন্তীর রাজকুমার এবং চাঁচড়ার রাজার পূর্ব্ব পুরুষগণ অস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। অতএব কায়স্থ যে প্রকারই হউক, শূদ্র কখনই নহেন। প্রত্যুত কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারেন।

বৌমার জয়।

রাজনগরের ধনেশবাবু বড় ধনী লোক; টাকা কড়ি, জমিদারী, বাড়ী, গাড়ী, বাগান, পুকুর, কোম্পানীর কাগজ, লোক জন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর হইল, এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই, এই জন্য তাঁহার বড় ভাবনা হইয়াছে, আর কিছুতেই সুখ নাই। লোকটী বড় ভাল, ধার্ম্মিক, শান্ত ও সরল, ফেরঘোর বড় বুঝেন না, ধূর্ত্তামী জানেন না। এইরূপে আর ২। ১ বৎসর গেল, ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে ধনেশবাবুর একটী পুত্র হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রসবের পরেই তাঁহার স্ত্রী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি যদিও স্ত্রীর শোকে কাতর হইলেন, তথাচ ধৈর্য্য ধরিয়া পুত্রের লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্রটী বড় হইল। বৃদ্ধ তাহার নাম

শশিশেখর রাখিলেন। একে বড় লোকের একমাত্র পুত্র, তাহার পর বৃদ্ধ বয়সে কত করিয়া সন্তান লাভ হইয়াছে, ধনেশবাবু পুত্রটীকে যারপরনাই আদরে গোপাল করিয়া তুলিলেন। ক্রমে তাহার শিক্ষার সময় উপস্থিত হইল, বৃদ্ধ তাহাকে স্কুলে দিলেন। সে নামে স্কুলে যাইত, কার্য্যে কিছুই করিত না। যাহাহউক বৃদ্ধ বাবুটী ওদিকে আর তত মন দিতেন না; কিসে ছেলের শরীর ভাল থাকে, কিসে ছেলের মন ভাল থাকে, তাহাই করিতেন। শশিশেখর যাহা যখন চাহিত, নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলেও বৃদ্ধ তাহাই আনিয়া দিতেন। ক্রমে তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন একগুঁয়ে বখাটে দুষ্ট ছেলে হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে ইয়ার বন্ধু একে একে জুটিতে লাগিল, সুতরাং বাবু স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া বাড়ীতে আসিলেন। ছোট বাবুর আলাহিদা বৈঠকখানা হইল, সেখানে বাদ্যবিশারদ বাদকগণ ও নৃত্য গীতে সুপণ্ডিতা গায়কী নর্ত্তকীগণ একে একে আনীত হইলেন। ঐ সকলের প্রিয় ভগিনী সুরাদেবীও আসিলেন। ক্রমে আমোদ আহ্লাদের তরঙ্গে শশিশেখর ভাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুত্রের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে বিবাহ দিলে চরিত্র শোধরাইতে পারে। তদনুসারে বৃদ্ধ পুত্রের বিবাহ দিলেন। পরমাসুন্দরী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটী বালিকার সহিত বিবাহ হইল, বধূর নাম কঙ্কণকুমারী। কঙ্কণের নামে মাত্র বিবাহ হইল, বিবাহের রাত্রি বই কঙ্কণ স্বামীকে আর দেখিতে পাইল না। শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ী নাই, কাজেই কঙ্কণ শ্বশুর বাড়ী আসিলে আর তাঁহাকে পাঠান হইল না। কঙ্কণ স্বামীর প্রেম কি, তাহা জানিল না সত্য, কিন্তু শ্বশুর তাহাকে তনয়াধিক স্নেহ করিতেন, তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে বৃদ্ধ মায়ের গুণে এত বশীভূত হইলেন যে, তাঁহার আর মা নহিলে নাওয়া খাওয়া হইত না; "মা কোথা, মা কোথা" বই মুখে আর কথা ছিল না:

আহা গুরুজনের মুখে মা কথাটী কি মিষ্ট লাগে! অভাগিনী কঙ্কণ পিতার অধিক শ্বশুরকে পাইয়া অনেক সান্ত্বনা পাইল। হতভাগিনী আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিত, নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিত, তজ্জন্য একদিনও কাহাকেও কিছু বলে নাই। সর্ব্বদা শ্বশুরের শুশ্রূষা করিত, সময়ক্রমে শ্বশুরের নিকট বসিয়া নানাবিধ গল্প শুনিত। বৃদ্ধকে কখনও অন্তরের কথা জানিতে দিত না—পাছে তিনি কষ্ট পান। ধনেশবাবু কত যত্ন করিলেন, কোন মতে শশিশেখরের মন ফিরিল না, তাহার চরিত্র ভাল হইল না। বৃদ্ধের ক্রমে ৭৮ বৎসর বয়স হইল, কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে

অন্তিমকাল উপস্থিত। একবার পুত্রের সহিত দেখা করিব, ইহাই তখন তাঁহার একমাত্র বাসনা। কিন্তু পুত্রের সহিত দেখা ত হইবার যো নাই, তিনি যে নেশার ঘোরে অচেতন। শশিশেখরকে ডাকিয়া আনিতে লোকের উপর লোক গেল। তিনি যখন শুনিলেন যে, পিতার অন্তিম সময় উপস্থিত, তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইয়ারগণ উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। লোকটী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল। যখন কোন মতে পুত্রের সহিত দেখা হইল না, তখন অশ্রুজলে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে তনয়াধিক কঙ্কণকে বলিলেন, "মা! পাপিষ্ঠকে দেখিও, উহাকে তোমার হাতে দিয়া চলিলাম।" ক্রমে বৃদ্ধের শেষ নিশ্বাস বায়ুতে মিশাইয়া গেল। হতভাগিনী কঙ্কণ আজ চারিদিক আঁধার দেখিল। এতদিন পরে এ সংসারে কঙ্কণ আপনাকে একলা মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। পুত্রের অভাবে কঙ্কণই বৃদ্ধের পুত্রের কার্য্য করিল। এইরূপে ২।১ দিন করিয়া সপ্তাহ অতীত হইল, শশিশেখর খাজাঞ্চির নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। খাজাঞ্চি তাঁহার মাসহারা এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এক সপ্তাহ শেষ না হইতে হইতে আর টাকা নাই, আবার টাকা চাহিতে পাঠান হইল। খাজাঞ্চি কহিল, "উহাঁর যাহা মাসহারা তাহা দিয়াছি, আবার টাকা কোথায় পাইব?" শশিশেখর সব শুনিলেন, বলিলেন "উহাকে জবাব দিলাম।" খাজাঞ্চি বলিল, "আমি যাহার চাকর, তিনিই আমাকে জবাব দিবেন, উনি জবাব দিবার কে?" বৃদ্ধ মৃত্যুকালে কঙ্কণের নামে সমস্ত উইল করিয়া শশিশেখরকে হাজার টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। শশিশেখর ভাবিয়া অস্থির। কঙ্কণের সহিত একবার দেখা করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

(ক্রমশঃ)

দেশাচার।

২ সংখ্যা।

রুষিয়া দেশের বিবাহ পদ্ধতি— ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ প্রচলিত থাকাতে উপযুক্ত বয়সে কন্যা স্বামী মনোনীত করিয়া লন। কিন্তু রুসিয়াতে সে নিয়ম নাই, এখানে পিতাই কন্যার বর পছন্দ করেন। যদি কন্যা পাত্রের মনোনীত হয়, তবে তাঁহার পিতা ও কন্যার পিতা উভয়ে সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা সমস্ত ঠিক্ করেন। তার-পর বরপক্ষীয় কতকগুলি স্ত্রীলোক কন্যা

দেখিয়া যান। বিবাহের দিন বর কন্যার আলয়ে গমন করেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরোহিতও ঘোটকারোহণে গমন করেন। কন্যার আলয়ে পৌছিয়াই বর বরযাত্রী, কন্যা ও কন্যাযাত্রী আহার করেন, কিন্তু পাত্রের সহিত কন্যার "চখো চোখী" না হয়, তজ্জন্য মধ্যে একটা পরদা থাকে। ভোজের সময় রমণীরা সঙ্গীত করেন, এবং যব, ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা, সাটিন টুকুরা ও হর্ণ নামক বৃক্ষশাখা মিশ্রিত করিয়া একরূপ পদার্থ বরযাত্রীদিগের মস্তোকোপরি বর্ষণ করেন। আহারান্তে বরের পিতা ও কন্যার পিতা অঙ্গুরী বিনিময় করেন। তৎপরে বর কন্যা গির্জ্জায় যান, অগ্রে কন্যা ও পশ্চাৎ পাত্র গমন করেন। গির্জ্জায় গিয়া বর কন্যা রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া পুরোহিতকে মৎস্য, রুটী, মিষ্টান্ন উপহার দিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদের উপাস্য সাধুদের মূর্ত্তি তাহাদের মস্তকোপরি ধারণ করেন। পরে কন্যার বামহস্ত ও বরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে কি না, পরস্পরকে ভাল বাসিতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে উহারা "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলে, পুরোহিত সঙ্গীত করেন ও অন্যান্য সকলে নৃত্য গীত করেন। পরে পুরোহিত ওয়ারমূডে নামক বৃক্ষ পত্রের মালা বর কন্যাকে পরাইয়া দেন। পাত্রের কি কন্যার যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়, তবে মালা মস্তকে না দিয়া স্কন্ধে দিয়া থাকেন। ঐ বৃক্ষের ত্বক্ তিক্ত, উহার মালা পরাইয়া দিবার অর্থ এই যে, নব দম্পতি বৈবাহিক জীবনকে সম্পূর্ণ মধুময় যেন মনে না করেন, উহার কিয়দংশ তিক্ত ইহা যেন মনে রাখেন। তৎপরে নব দম্পতীর স্বাস্থ্য কামনা করিয়া পুরোহিত তিনবার মদ্য পান করেন, আর ঐ উচ্ছিষ্ট পাত্রে দম্পতীও তিনবার মদ্যপান করিয়া পাত্রটী সজোরে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ইহার অর্থ, যাহারা ঈর্ষা পরবশ হইয়া দম্পতীর মনোমালিন্য জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা যেন ঐ পাত্রটীর ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়। সমবেত সকলে এক একটী প্রজ্বলিত মোমবাতী হস্তে ধারণ করিলে রমণীরা দম্পতীর মস্তকে তিসি বর্ষণ করেন ও একজন হর্ণ বৃক্ষের ন্যায় ফলবতী হউক বলিয়া এক মুষ্টি ঐ পাতা ছড়াইয়া দেন। তারপর একজন মেষ চর্ম্মের একটী কোট পরিয়া কন্যার সহিত গমন করেন, ইহার অর্থ যে কন্যার মেষের ন্যায় শান্ত ও নির্দ্দোষ সন্তান হউক। বিবাহাদি শেষ হইলে বর একস্থানে দাঁড়ান, কন্যা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া থাকেন, আর সঙ্গিনীরা তাহাকে টানিতে থাকে। তদনন্তর স্ত্রী অবগুণ্ঠনাবৃত ও আলোকমালা পরিবৃত হইয়া "স্লেজ" নামক যানে এবং স্বামী অশ্বারোহণে কন্যার আলয়ে আসিয়া থাকেন। তাহাদের

আহারের জন্য রুটী ও লবণ দেওয়া হয়, তাহারা উহা স্পর্শ করেন না। ইতিমধ্যে বালিকাগণ আসিয়া বিবাহ সঙ্গীত গান করে। পরে কতকগুলি যুবতী স্ত্রীলোক আসিয়া কন্যাকে শয়নাগারে লইয়া শুইতে অনুরোধ করিয়া সদুপদেশ প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে যুবকগণের সহিত বর আসিয়া কন্যাকে পাদুকা খুলিতে বলেন। তাহাতে কন্যা উঠিয়া বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া জুতা খুলিয়া দেন। বরের এক পদের নীচে একটী ক্ষুদ্র যষ্টি ও অপর পদের নীচে একটী ক্ষুদ্র অলঙ্কার লুক্কায়িত থাকে, যদি কন্যা প্রথমে অলঙ্কারের পাদুকাটী খুলিয়া দেন, তবে উহা বড় শুভ নতুবা অশুভ হয়। এই গৃহে বর কন্যা দুই ঘন্টা থাকিলে পর একজন বৃদ্ধা আসিয়া কন্যার কুন্তল বাঁধিয়া দিয়া কন্যার পিতা মাতার নিকট যৌতুক যাচ্ঞা করিতে যান। তৎপরে দম্পতী সিদ্ধ কুক্কুট মাংস আহার করিলে বিবাহ শেষ হয়।

প্রাচীন গ্রীসের বিবাহ প্রথা। অতি পুরাকালে গ্রীসে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিবাহ প্রথা ছিল না। কথিত আছে এথেন্স নগরের স্থাপয়িতা "সিক্রপস" সর্ব্ব প্রথম গ্রীস দেশে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করেন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে প্রত্যেক প্রজার সুস্থ বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য, তজ্জন্য যে কেহ অধিক সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত, স্পার্টান গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পুরস্কার দিতেন ও অন্য নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন। তদনুসারে গ্রীসে যে তিনটী সন্তান জন্মাইতে পারিত, রাজা তাহার নিকট অল্পহারে কর লইতেন, এবং যে চারিটী পুত্র উৎপাদন করিতে পারিত তাঁহার নিকট কিছুই কর লওয়া হইত না। কথিত আছে এক সময়ে গ্রীস দেশে যদি কেহ বিবাহ না করিত, রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিতেন। প্রাচীন গ্রীসে কন্যার পিতা মাতাই পাত্র মনোনীত করিতেন, তজ্জন্য কন্যাকে কখনও জিজ্ঞাসা করা হইত না। এরূপ বিবাহ দ্বারা দম্পতীর জীবন যে সর্ব্বদা অসুখকর হইত তাহা নহে। পাত্রের পিতা মাতা সব ঠিক্ করিতেন। কিন্তু একবার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হইত। স্ত্রীলোকেরা উনিশ ও পুরুষেরা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিতেন। বহুবিবাহ গ্রীসে কখনও প্রচলিত ছিল না। বিক্রয় রীতিও এক সময় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল ইহার উচ্ছেদ করেন।

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দান হইত, ইহাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই বাগ্‌দানের সময় কন্যার পিতা কন্যার ও বরের আত্মীয়েরা উপস্থিত থাকিতেন, এই সময় বরকে কিছু যৌতুক দিতে হইত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা "হিরা ও আর্টিমিস" দেবীদ্বয়ের পূজা করিয়া মেষ বলি দিতেন।

শীত ঋতুর পৌষ ও মাঘ মাসেই বিবাহের প্রশস্ত সময় ছিল। শীত ঋতুর পূর্ণিমা রজনীই উৎকৃষ্ট দিন। বিবাহের দিন বর কন্যার আলয়ে গিয়া উভয়ে কেলিরো নামক প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া বন্ধু, পরিজন ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে গমন করিতেন। বন্ধু ও পরিজনেরা কন্যার স্তুতিগান করিতে করিতে যাইতেন। মন্দিরে পুরোহিত বর কন্যাকে বিবাহের দুশ্ছেদ্য বন্ধনের চিহ্ন-স্বরূপ আইভি-লতার শাখা উপহার দিতেন। পরে পাত্র ও কন্যা পক্ষীয়েরা দেবীর সম্মুখে বহুসংখ্যক পশু উৎসর্গ করিতেন সন্ধ্যার সময় এক পার্শ্বে বর ও এক পার্শ্বে বরের কোন আত্মীয় আর মধ্যে কন্যা শকটারোহণে বরের বাটীতে যাইতেন। আত্মীয় পরিজনেরা কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ বীণা বাদন, কেহ বা হস্তে আলোক লইয়া দম্পতীর সহিত গমন করিতেন। বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কন্যার মাতা বা তাঁহার শ্বশ্রূ এক হস্তে একটি মশাল লইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহে লইয়া যাইতেন। গৃহপ্রবেশ কালে তাহার মস্তকে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন স্বরূপ প্রচুর মিষ্টান্ন বর্ষণ হইত। তদনন্তর বর সকলের সাক্ষাতে তাহাকে চুম্বন করিলে বিবাহ শেষ হইত। বিবাহান্তে বরের গৃহে ভোজ হইত। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পূর্ণ ছিল না, তথাচ বিবাহের ভোজের সময় স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করিতেন; স্ত্রীলোকেরা এক টেবিলে, পুরুষেরা আর এক টেবিলে বসিতেন। স্ত্রীলোকদের সহিত কন্যা ও পুরুষদের সহিত পাত্র আহারে বসিতেন। ভোজের পর বর কন্যা বাসর ঘরে যাইতেন। সেখানে দুই জনে মিলিয়া "কুইন্স" নামক এক প্রকার ফল ভক্ষণ করিতেন। দুই জনে একটা ফল খাইবার অর্থ এই যে, ঐ ফল যেমন সুমিষ্ট, তাঁহাদের উভয়ের বৈবাহিক জীবন যেন ঐরূপ সুমিষ্ট হয়। বাসর গৃহে যুবতী কুমারীরা নৃত্য গীত করিত। পরদিন প্রাতে বালিকাগণ আসিয়া নৃত্য গীত করিয়া দম্পতীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতেন। ঐ দিন কন্যার ও পাত্রের বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে উপহার দিতেন। তাহার পর কন্যা বরকে পরিচ্ছদ উপহার দিলে, বর কিছু দিন শ্বশুরালয়ে গিয়া থাকিতেন।

বিবাহের দিন বর কন্যা সুন্দর ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন ও মস্তকে শুভ্র ফুলের মালা পরিতেন। যে পুষ্পে ঐ মালা তৈয়ারি হইত, কন্যা তাহা স্বহস্তে চয়ন করিতেন। বিবাহের দিন কন্যা সমস্ত দিন অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতেন, পর দিন ঐ অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইত। প্রাচীন গ্রীসে বর কন্যার অঙ্গুরীয় বিনিময় রীতি ছিল না।

(ক্রমশঃ)

প্রাণি-তত্ত্ব।

৮ সংখ্যা।

মহিষ পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সর্ব্বদা বন্য মহিষের সহিত থাকে, তজ্জন্য তাহাদের নাম মহিষ পক্ষী হইয়াছে। আফ্রিকায় মহিষের গাত্রে এক রূপ কীট হয়, ইহারা চঞ্চু দ্বারা উহা তুলিয়া ভক্ষণ করে। মহিষেরা ইহাদিগকে তাহাদের পরিচালক স্বরূপ মনে করে। মহিষ পক্ষীর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যখন মহিষের কোন বিপদের সম্ভাবনা হয়, তখন মহিষ পক্ষী অগ্রে তাহা জানিতে পারে আর চীৎকার করিতে করিতে যে দিকে বিপদের কোনও কারণ নাই, সেই দিকে যায়; ঐ সময় মহিষেরা তাহাদের অনুসরণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিষ পক্ষিশূন্য মহিষের দল বা মহিষ একটীও দেখা যায় না। যেখানে এক দল মহিষ থাকে, সেখানেই বহু সংখ্যক ঐ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

গণ্ডার পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিষ পক্ষীর ন্যায় আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা গণ্ডারের সহিত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে গণ্ডার পক্ষী বলে। মহিষ পক্ষীরা যখন মহিষের গাত্রের কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে, তখন অনেকটা পেটের দায়ে উহাদিগকে মহিষদের সহিত থাকিতে হয় বলিতে হইবে। কিন্তু গণ্ডার পক্ষীকে এ অপবাদ দেওয়া যায় না, কারণ গণ্ডারদিগের গাত্রে কীট হইতে প্রায় দেখা যায় না। গণ্ডারদিগের প্রতি ইহাদের ভালবাসা অনেকটা নিঃস্বার্থ। মহিষ পক্ষীরা যেমন মহিষদের বিপদের কারণ অগ্রে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, গণ্ডার পক্ষীরাও সেইরূপ গণ্ডারদিগের বিপদের কারণ অবগত হইলে চীৎকার করিয়া উহাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়।

মধুচক্র-প্রদর্শক পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহাদের ঘ্রাণশক্তি মধুর গন্ধ আঘ্রাণে বড় তীক্ষ্ণ। কোথায় মধু আছে ইহারা ঘ্রাণ দ্বারা তাহা জানিতে পারে; আর কোন মনুষ্য যদি তাহার অনুসরণ করে, তবে তাহাকে মধুচক্র দেখাইয়া দেয়। এই জন্য ইহার ঐ নাম হইয়াছে। অনেকে বলে যে এই পক্ষীরা মধুচক্রের নিকট না লইয়া গিয়া জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর নিকট লইয়া যায়, কিন্তু এ অপবাদ মিথ্যা। কারণ, ১১৪ জন কাফ্রিকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের মধ্যে ১১৩ জন এই অপবাদ মিথ্যা বলিয়াছিল, কেবল ১ জন মাত্র ইহা সত্য বলিয়াছে।

বৃষ্টিজ্ঞাপক পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, ইহারা বৃষ্টির পূর্ব্বে ডাকিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহাদিগকে বৃষ্টিজ্ঞাপক পক্ষী বলে। ইহারা যখন ডাকিতে থাকে, তখন আকাশে কিছু মাত্র বৃষ্টি হইবার চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু পরক্ষণেই বৃষ্টি হয়। ইহারা কোন অজ্ঞাত উপায়ে বৃষ্টি হইবে জানিতে পারে। এই পক্ষীকে কাফ্রিরা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া শ্রদ্ধা করে, এবং "মকুওয়া রোজা" বা ঈশ্বরের জামাই বলিয়া থাকে।

আখ্যান মালা।

৭ম সংখ্যা।

(শিশুশিক্ষা বিষয়ক)

১। ধর্ম্ম প্রচারক রবার্ট হল্ এক সময় তাঁহার একটী বন্ধুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আর একটী মহিলা কন্যাসহ তথায় বাস করিতেছিলেন। এক দিবস মহিলা হলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্তানটীকে ঘুম পাড়াইতে গেলেন। দুই দণ্ডের মধ্যে আসিয়া বলিলেন "শয়নের ছল করিয়া মেয়ের কাছে শুইলাম, তাই সে শীঘ্র ঘুমাইল।" হল বলিলেন,—"মহাশয়া, আমার বেয়াদবি মার্জ্জনা করুন। আপনি কি ছেলেটীকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহেন?"

মহিলা,—"ওমা! তা কেন চাহিব?"

হল,—"তবে স্বীকার করুন যে উহার নিকট কথনও মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার কার্য্য করিবেন না। শিশুরা যা দেখে, তাই শিখে। মুখে বলুন বা কাজে করুন, যাহা দেখান যায়, উহা সত্য সত্য না হইলেই মিথ্যা হইল।" এই বিনীত উপদেশে মহিলা বড়ই সম্প্রীত হইলেন এবং উহা জীবনে কথনও ভুলিলেন না। আমরাও যেন না ভুলি।

২। একটী বালক কোন কার্য্যে প্রেরিত হইয়া ভ্রমবশতঃ পথে দেরি করিয়াছে স্মরণ হওয়াতে দৌড়িয়া খুল্লতাতের কারখানায় যাইতেছে। এক জন কর্ম্মচারী তাহার মুখে তাহার দ্রুত গমনের কারণ শুনিয়া বলিল "ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছ কেন? তোমার কাকাকে বলিও যে তোমাকে রাস্তার লোকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তোমাকে আসিতে দেয় নাই, তাহা হইলেই ত হইবে।"

বালক,—"এঁ্যা! সে যে মিথ্যা কথা হবে!"

কর্ম্মচারী,—"হলই বা, তাতে কি?"

বালক,—"আমি মিথ্যাবাদী হব! আমি মিথ্যা কথা বলব?" না, যদি

রোজ্ মার্ খাই, তবুও মিথ্যা বলুব না। মা আমাকে সর্ব্বদাই বলেন মিথ্যা কথা বলা উচ্ছন্ন যাবার গোড়া।"

৩। ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা জন্‌সন্ তাঁহার জনৈক বন্ধুকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "সর্ব্বাপেক্ষা শিশুদিগকে সত্যবাদী হইতে শিখাইবে।" একজন মহিলা বলিয়া উঠিলেন "এ যে দেখ্‌ছি বেশি বাড়া বাড়ি; কথা বলিতে গেলেই ত দিনের মধ্যে হাজারটা মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, সর্ব্বদা সত্যের জন্য ব্যস্ত না রহিলে ত আর ঠিক্ সত্য বলা হয় না।" ডাক্তার জন্‌সন,—"হাঁ, মহাশয়া, সর্ব্বদাই আপনাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। পৃথিবীতে যে এত অসত্য রহিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ সত্যাসত্যের বিষয়ে অসতর্কতা। ইচ্ছা করিয়াই যে সকলে মিথ্যা কথা বলে তাহা নহে।"

৪। যুক্তরাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা ওয়াসিংটন্ ছয় বৎসর বয়সে কাহারও নিকট হইতে একটী কুঠার উপহার পাইয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই একটী সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলেন। উহা নষ্ট করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কুঠারের ধার পরীক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার পিতা বাগানে আসিয়া দেখেন "চেরি" গাছটী নাই। তিনি রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন "এ গাছটী ৫০ টাকা পাইলেও দিতাম না।" কিন্তু কে উহা কাটিয়াছে কেহ সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। পরে জর্জ কুঠারস্কন্ধে পিতার নিকট উপস্থিত। তাঁহার পিতা দেখিলেন, যে উহা জর্জেরই কর্ম্ম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "জর্জ, ঐ সুন্দর চেরি গাছটী কে নষ্ট করিয়াছে জান?" জর্জ কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিলেন "বাবা, আমি ত মিথ্যা বলিতে পারি না; তুমি ত জান আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না; উহা আমিই কুঠার দ্বারা নষ্ট করিয়াছি।"

"আমার কোলে এস, বাবা, আমার বুকে এস," বলিয়া তাঁহার পিতা দৌড়িয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন "জর্জ, তুমি গাছটী নষ্ট করিয়াছ বলিয়া বড়ই সুখী হইলাম, কারণ আজ আমি তোমার নিকট উহার সহস্রগুণ মূল্য পাইলাম। রজত পুষ্প ও সুবর্ণ ফলবিশিষ্ট সহস্র চেরি গাছের অপেক্ষা, তোমার ধর্ম্মবীরত্ব অধিক আদরের ধন।" কয়জন নিজ সন্তানদিগকে এইরূপ বলিতে পারেন?

৫। একদা জন্ ওয়েশ্‌লি শ্রীমতী বুশের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর বিদ্যালয়ের দুইটী বালক কলহ করিতে করিতে মারামারি আরম্ভ করিল। শ্রীমতী বুশ তাহাদিগকে ওয়েশলির নিকট আনিলেন। মহাত্মা স্নেহভরে দুই হস্তে দুই জনকে ধরিয়া বলিলেন, "পাখীরাও ক্ষুদ্র কুলায়ে মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা বড় লজ্জার বিষয় যে তোমরা এক পরি-

বারের হইয়াও গালিমন্দ এবং মারামারি করিতেছ। এস তোমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন কর।” তাহারা তাহাই করিল।

ওয়েশলি,—“এই বার পরস্পরের গলা ধরিয়া পরস্পরকে চুম্বন কর।” তাহারা তাহাই করিল। এইরূপে ওয়েশ্‌লি শিশুদের বিবাদ মিটাইতেন।

৬। লুথারের শিক্ষক জন্‌ ট্রেবনিয়াস্‌ শিষ্যগণের নিকট অনাবৃত মস্তকে যাইতেন এবং বলিতেন “কে জানে ইহাদের মধ্যে কে আছেন? হয়ত ইহাঁদের মধ্যেই কেহ জ্ঞানী, মহৎ, এবং দেশের রাজা হইবেন। যে শিশুদের কোন মহত্ত্ব থাকে, তাহারা কখনই অবমাননা সহ্য করে না। অপমান করিলে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করা হয় এবং তাহারাও অপমানকারীকে ঘৃণা ও অগ্রাহ্য করে।” ট্রেবনিয়াসের কথা সত্য হইয়াছিল। যাঁহার বীরদর্পে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সেই লুথার তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

মা ও ছেলে।

মুখের হাসিটী বড়ই মধুর!
আধ আধ কথা—সুধামাথা তায়,
ননীর পুতুল—কি সুন্দর তনু
আয়রে বাছনি—আয় কোলে আয়? ১

ছড়াইয়ে হাসি ছুটি কার পানে
হামাগুড়ি দিয়ে যায় কুতুহলে?
অস্ফুট ভাষায়—(বুঝা নাহি যায়)
মাঝে মাঝে শিশু কি জানি কি বলে! ২

আঁচল ধরিয়া কেঁদে কি কহিছে—
সে কান্নার ভাব অন্যে কি তা জানে?
আদরে সোহাগে বাহু পসারিয়া
কোলে নিছে মায়—মমতার টানে। ৩

পিয়াইছে স্তন কতই যতনে!
(সতৃষ্ণ নয়নে কেবলি তাকায়!)
অপত্য-স্নেহেতে বিগলিত হয়ে
চিবুক ধরিয়া মুখে চুম খায়। ৪

‘মাই’ খেতে খেতে ঘুমাইল যাই,
স্নেহের অঞ্চল পাতিয়ে তায়
শোয়াইয়া কাছে আপনি শুইলা,
মশাটি মাছিটি না পড়ে গায়। ৫

কেঁদে ওঠে শিশু ঘুমের মাঝারে,
(জননীর চোখে ঘুম নাহি হায়!)
অতর্কিত ভাবে—নয়ন মুদিলে,
শিহরিয়া ওঠে যাই সাড়া পায়। ৬

দেখে চারু শোভা চাহিয়া চাহিয়া
(সে মুখ কমল অতুল ধরায়!)
মল মূত্রে তিতি—স্নেহের অঞ্চলে
শোয়াইয়া রাখে,—পাছে ক্লেশ পায়। ৭

জননীর স্নেহ—সন্তানের তরে
ঝরে অবিরল—যেন নির্ঝরিণী,
স্নেহময়ী মাতা—অতুলিত স্নেহে—
তোষেন সন্তানে দিবস যামিনী। ৮

কি দিব তোমার প্রেমের তুলনা ?
অতুল সে প্রেম—অসীম-অপার !
দয়াময়ি—মাগো ধন্য তব দয়া,
দয়াঘন হেন কেবা আছে আর ? ৯

উদাসীনের চিন্তা।

রজনী প্রভাত হইলে যখন কুসুমরাজী উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিতে থাকে, তখন দেখিতে পাই, মধুমক্ষিকা সকল ফুল-মধু লোভে স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সেই উদ্যানের দিকে ধাবমান হয়। মধুপ গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইয়া গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়ায় এবং যে পুষ্পে মধু পায়, সেই পুষ্পেই বসিয়া মধু আহরণ করে। যে পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও মধু পুষ্পে থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা পরিত্যাগ করে না। মধুপ কোথাও মধুশূন্য পুষ্পে উপবেশন করে না। কিন্তু মক্ষিকার স্বভাব ইহার বিপরীত। মক্ষিকা সর্ব্বদাই পঙ্কিল ও কুৎসিত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। নরদেহের গলিত ভাগ মক্ষিকার বড়ই প্রিয়, মল মূত্র তাহার অতি উপাদেয় খাদ্য। সংসারের যে স্থান আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ, যেখানে প্রীতিকর কিংবা হৃদয়ানন্দদায়ক কিছুই নাই, সেখানে দেখিবে মক্ষিকাগণ দলে দলে উল্লাসে উড়িয়া বেড়াইতেছে, দলে দলে সেখানে উপবেশন করিয়া দূষিত বিষাক্ত পদার্থ আহরণ করিতেছে। পতঙ্গকুলের মধ্যে যেরূপ এই বিভিন্ন প্রকৃতির জীব দেখিতে পাই, মানব সৃষ্টিতেও সেইরূপ দেখা যায়। এক শ্রেণীর পুরুষ রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রকৃতির সহিত মধুমক্ষিকার প্রকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহারা রজনী প্রভাত হইলে কেবল উদ্যান অন্বেষণ করিয়াই বেড়ান, যেখানে সুন্দর সুন্দর কুসুম দাম বিকশিত হইয়া সংসার কাননের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহারা ছুটিয়া যাইয়া তাহাতেই উপবেশন করেন। তাঁহারা এই চরিত্র মাধুর্য্য বিশেষ বিশেষ পাত্রে অন্বেষণ করেন না। পুরুষ ও রমণীমাত্রই তাঁহাদের আদরের জিনিশ। তাঁহারা মধুপ, মধুই তাহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা নরচরিত্রের বিষাক্ত ভাগে অবতরণ করেন না। নরনারীর চরিত্রকুসুমের যে ভাগে মধু সঞ্চিত রহিয়াছে, তাঁহারা সেই ভাগই অন্বেষণ পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া থাকেন। যে পুষ্পে অণুপরিমাণ মধুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারা সে পুষ্পকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। সংসারে এ প্রকৃতির লোক অতি বিরল। যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম সোপান লাভ

করিয়াছেন, যাঁহারা বিশ্বব্যাপী প্রেমের দিব্য ভূষণে হৃদয় রাজ্যকে সুশোভিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এইরূপ প্রকৃতি সম্ভবে। কিন্তু মানব জগতে মক্ষিকা-প্রকৃতির লোকেরও অভাব নাই। মক্ষিকা-প্রকৃতির নরনারীগণ নরচরিত্রের গলিত কুষ্ঠ স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা সর্ব্বদা সাধুজনের অস্পৃশ্য খাদ্যের জন্যই ব্যাকুল হয়। জগতের লোক এই শ্রেণীর নরনারীকে নিন্দুক আখ্যা প্রদান করিয়া ধর্ম্মজগতের বাহিরে রাখিয়াছে। নিন্দুক মক্ষিকা-প্রকৃতির পুরুষ রমণীগণ কল্পনার বলে, অনেক সময় অতি মনোরম শোভন চরিত্রেও কলঙ্কের কালিমা ফেলিয়া তাহাতে সুখে উপবেশন করে। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া স্খলিতপদ হয়, তাহারত নিস্তারই নাই, অনেক সময় নির্দ্দোষী নিরপরাধী ব্যক্তিও এই নিন্দুকদিগের হস্তে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। পরম যোগী বুদ্ধদেব মক্ষিকা-প্রকৃতির তীর্থঙ্করদিগের হস্তে অতিবড় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। পরম ভক্ত চৈতন্য তান্ত্রিক শাক্তদিগের উৎপীড়নে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। পরম প্রেমিক খৃষ্ট দুষ্ট য়িহুদীদিগের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। নিন্দুকগণ অতীতকালে সর্ব্বজনাদৃত ব্যক্তিদিগের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, এমত নহে। অতি নগণ্য লোকও নিন্দুকের বিষাক্ত দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃখ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। অনন্ত অতীত এবং উপস্থিত বর্ত্তমান সময়রে এই নিন্দুকের জঘন্য চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নিন্দুকের জন্মস্থানের কোন নিশ্চয়তা নাই। ইউরোপ, আশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সর্ব্বস্থলেই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। নিন্দুক জনসমাজে রাক্ষসবিশেষ, তবুও পবিত্র শোভমান মানবজগতে ইহার স্থান হইল কেন? অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে? আমরা যতদূর সাধ্য ইহার সদুত্তর প্রদানে প্রয়াস পাইব।

পরম দয়ালু পরমেশ্বর চরিত্র সমালোচনের প্রবৃত্তি এবং শক্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এই শক্তি প্রধানতঃ আমাদিগের আত্মচরিত্র সমালোচন জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা অন্তর্দৃষ্টিবিহীন হইয়া, শক্তির দুর্ব্যবহার করিয়া থাকি। আত্মচরিত্রের কোন্ স্থলে কোন্ কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য বড় থাকে না, কিন্তু আমার সমশ্রেণীয় লোকের চরিত্রের অতি সামান্য কেশবৎ সূক্ষ্ম রেখাটীও আমার সমালোচনা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়! প্রকৃতির এইরূপ বৈপরিত্যের অস্তিত্ব কোথায়? কেনই বা ঈশ্বরদত্ত শক্তির এই রূপ অপব্যবহার ঘটিল? পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকই সমাদর লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত। যাহাদিগের

সহিত একত্রে এক সমাজে থাকা যায়, তাহাদের সকলের নিকট হইতে ভাল বাসা পাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক নর নারীর মনেই এক দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিতেছে। পুরুষই হউন কিংবা রমণীই হউন, মানব কখনও অপর কর্ত্তৃক ঘৃণিত হইতে ইচ্ছা করে না। এই প্রবৃত্তি হইতেই নিন্দুকের উৎপত্তি। নিন্দুক আত্ম নীচতা অবগত হইয়া, আপনাকে পার্শ্ববর্ত্তী লোক অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করে। সুতরাং আপনার মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অপরের মূল্য হ্রাস করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। ভুবনমোহিনী এক অতীব পূজ্যা, সুশীলা, গুণবতী রমণী জন সমাজে অতি সমাদৃতা। দুঃশীলা, দুর্মুখী কামিনী দেখিল তাহাকে কেহই প্রশংসা করিতেছে না। ভুবনমোহিনীর পবিত্র জ্যোতির সমীপে তাহার নিষ্প্রভ প্রদীপটী আর জ্বলিতেছে না। তাই ভুবনমোহিনীর উপর লোকের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া তাহার আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কোথায় কামিনী ভুবনমোহিনীর অনুকরণ করিয়া তাহাকে গুণে পরাস্ত করিবে, তাহা না করিয়া ভুবনমোহিনীকে তাহার আপনার অধঃস্থলে নামাইবার প্রয়াস পাইল। এই রূপে কামিনীর নিন্দা প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইল। ভুবনমোহিনীর চরিত্রের ছবি সম্মুখে রাখিয়া কামিনীর আত্ম পরীক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভীরু কামিনী লোক নিন্দার ভয়ে আপনি আপনাকে নিন্দা করিতে নিরস্ত হইল, এই জন্য সমালোচনা শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিল। স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া গেল, রোগের সৃষ্টি হইল।

যে সমাজে এই কামিনী প্রকৃতির পুরুষ রমণী অধিক, সে সমাজের বড়ই দুর্গতি। তাহারা সাধুতা ও সদ্‌গুণ লাভের জন্য তত প্রয়াসী নয়। কিন্তু নরনারীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহারও মূল্য হ্রাস করিয়া সমাজকে তাহাদের অনুরূপ করিবার জন্য প্রয়াস পায়। যাহারা সমাজের উন্নত চরিত্রকে অনুকরণীয় মনে না করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে যত্নবান, তাহারা সমাজকে শৈল শিখরের সহিত বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। সেই সমাজের উন্নতি অসম্ভব। পাঠক পাঠিকাগণ! এখন বঙ্গদেশ আপনাদের হস্তে ন্যস্ত, আপনাদের চরিত্রের উপর এদেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এখন সকলের সমবেত হইয়া মক্ষিকা-প্রকৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মধুমক্ষিকার ন্যায় সকল পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করা উচিত। অতি নিকৃষ্ট চরিত্রেও মধু আছে। আমরা বিষাক্ত ভাগ পরিত্যাগ করিয়া যেন কেবল মধুই আহরণ করিতে সচেষ্ট হই তাহাতে আমাদের ও সমাজের মঙ্গল হইবে।

পুত্রশোকে।

এত সাধিলাম "যেওনা যেওনা,
তুমি গেলে রব কেমনে ঘরে?
একটু দাঁড়াও দেখি মুখখানি
দাঁড়ালে না হায় দু দণ্ডের তরে!"

জানেনাক শিশু মায়ার ছলন,
জানেনা জীবন কিই বা মরণ।
হাসিতে হাসিতে এসেছিল হেথা,
হাসিতে হাসিতে করিল গমন॥

বুঝিল না অগ্নি জ্বালিল হৃদয়ে,
জানিল না কি যে বন্ধন মায়ার,
চাহিল না ফিরে যাইবার কালে,
বলিল না যায় নিকটে কাহার!

গদ গদ নিজ হাসিতে আপনি,
কেন সে তাকাবে দুখীদের পানে?
তাই দুঃখপূর্ণ ত্যজিয়া এস্থান
হাসিয়া চলিল সুখময় স্থানে।

রোদনের রোল উঠিল চৌদিকে,
কত অশ্রু হায় ঝরিল তখন।
কিছু না শুনিয়া—কিছু না দেখিয়া
হাসিতে হাসিতে মুদিল নয়ন॥

টল টল আঁখি টলিল না আর
শুষ্ক ফুল হাসি অধরে লাগিয়া,
কচি কচি হাত উঠিল না আর
খেলিতে আমার দাড়িটী লইয়া।

সোণার বরণ তখনো রয়েছে,
নিঃশ্বাস-পবন গিয়াছে ফুরায়ে।
কি জানি কোথায় লয়ে গেল তাকে,
পাগলের মত আমাকে কাঁদায়ে॥

সে অবধি আমি রয়েছি বসিয়া
কিছু না দেখিতে পাইনু আর,
বলে সবে সে যে গিয়েছে স্বরগে,
আমি কি পাবনা যেতে কাছে তার?

ইতিহাস অধ্যয়ন।

ভারতের স্বাধীনতা লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সৌভাগ্য সূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছে। প্রায় সহস্র বর্ষের বিজাতীয় শাসনে ভারতভূমির প্রাচীন কলেবর অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়াছে। বহুকালের পরে, নিসর্গের নিয়ম অনুসারে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিদেশীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে, ভারতের পুরুষ সমাজ ক্রমে ক্রমে উন্নতি মার্গে আরোহণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনীয় অংশ এবং অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা নারী জাতির সম্যক্ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। আজি কালি ইউরোপীয় প্রথানুযায়ী বিদ্যালয়াদিতে স্ত্রীলোকদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে নারীজাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, আমরা এরূপ শিক্ষার সর্ব্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষণ করিতে পারি না। যে শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ভারতের

নারীজাতি শৌর্য্য, বীর্য্য, দেশহিতৈষিতা, পতিসেবা, ধর্ম্মভীরুতা, ব্রহ্মজ্ঞান, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে হিন্দু-সমাজকে অলঙ্কৃত ও আলোকিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্ত্রী-সমাজে সে শিক্ষার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। কেবল লিখিতে ও পড়িতে সক্ষমা হইবার জন্য যদি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়, তাহা হইলে এরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই না। আমাদের স্ত্রী-সমাজের নেতা ও শিক্ষক মহাশয়দিগের সতত স্মরণ রাখা উচিত যে, সমাজ শাসনকারিণী অর্থে "স্ত্রী" শব্দের উৎপত্তি, শাস্ত্র, শস্ত্র এবং স্ত্রী এই শব্দত্রয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং প্রায়ই একই মৌলিক অর্থে প্রয়োজিত হয়। যাহাহউক, স্ত্রীলোক বৃন্দের পাঠ্য পুস্তকের উপরে স্ত্রীজাতির চরিত্র, স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক ভাব এবং জীবনের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এক্ষণে দেখা উচিত, কোন্ প্রকারের পাঠ্য পুস্তক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, বর্ত্তমান সময়ে, ইতিহাসের আলোচনা আমাদের সমাজের পক্ষে বিশেষ সুফলপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "ইতিহাস পাঠের শুভফল অসীম। ইতিহাস পাঠে দুর্ব্বল সমাজ সবল হয়, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্যজাতি স্বদেশানুরাগে উৎসাহিত হয়, অবনত নর ও নারী-সমাজ স্বদেশীয় পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব মহিমায় অনুপ্রাণিত হয় এবং অতীতের আলোচনায় ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা করে। ইতিহাস পাঠে মনুষ্যের যে জ্ঞান ও বহুদর্শন জন্মে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের শরীর মন ও আত্মার বল ও সংস্কার হয় এবং মানব সমাজের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও শ্রমপরায়ণতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নর ও নারীর সম্যক্ প্রকার উন্নতি ঘটিয়া থাকে।" বাস্তবিক, ঐতিহাসিক পাঠের ফল এইরূপই বটে।

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাসের চর্চ্চা অধিক হয় নাই; কিন্তু কয়েকজনের সাধু চেষ্টায় যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ সুফলের সম্ভাবনা আছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ডাক্তার রামদাস সেন, ফকির রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ঘোষাল, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাশয়দিগের ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও গ্রন্থসমূহ নিতান্ত সারগর্ভ ও সমীচীন। রজনীকান্ত বাবুর প্রবন্ধ সমূহ যেরূপ সংখ্যায় বহুল, সেইরূপ অনুসন্ধান, বহুদর্শনি এবং বিশাল তত্ত্বসমূহে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালা সমাচার পত্র ও সাময়িক পত্রও এ বিষয়ে উপকার সাধন করিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি-

গ্রন্থের অন্তর্গত নীতিগর্ভ উপাখ্যান সমূহ ঐতিহাসিক পাঠের যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতে করিতে ধর্ম্ম জীবন ও জ্ঞানী মহাত্মাদিগের সাধু-চরিত্রের ছায়া পাঠক ও পাঠিকার হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ভরতের ভ্রাতৃবৎসলতা, সীতা ও সাবিত্রীর পাতিব্রত্য, রামের পিতৃভক্তি, অর্জ্জুনের শৌর্য্য, ভীমের বীর্য্য, বিভীষণের মিত্রতা, হনুমানের প্রভুভক্তি, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভীরুতা, কর্ণের বদান্যতা, হরিশ্চন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠগুণ সমূহ পাঠক পাঠিকাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিলে, দেশের কিরূপ উন্নতি সম্ভবে, সহজেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। নতুবা কেবল শুষ্ক প্রাণিতত্ত্ব, নীরস বিজ্ঞান বা গণিত অথবা মেঘগর্জ্জন, সিংহনাদ, সমরডঙ্কার ভীষণধ্বনি, সমুদ্রের কল্লোল, পার্লেমেণ্টের কোলাহল ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে, শুনিতে শুনিতে, হৃদয়ের সুক্ষ্ম মধুর ভাব সমূহ রসবিহীন হইয়া পড়ে। প্রোক্ত গুণসমূহের অভাবেই এখন পূর্ব্বকার মত স্ত্রীলোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার রমণীগণ বিলাতে যাইতেছেন,বক্তৃতা করিতেছেন, সংবাদ পত্র লিখিতেছেন, গাড়ী হাঁকাইতেছেন, কিন্তু যে সকল গুণে মানুষ "মানুষ" হয়, সেই সকল গুণের স্ত্রীলোক কয়টী দেখাইতে পার?

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বকল্ বলিয়াছেন "যাহাকে বিদ্যা শিক্ষা বলা যায়, যাহাকে জ্ঞানোপার্জ্জন বলা যায়, তাহা কেবল একমাত্র ইতিহাসের অভ্যন্তরে প্রচুর রূপে নিহিত আছে।" হিউমের মতে "যে কখনও স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করে নাই, তাহার ভূতলে এখনও জন্ম হয় নাই।" হালাম বলিতেন ("Constitutional History of England")"স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধিরও উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।" বিলাতের এক জন খ্যাতনামা লেখক (টর্ণার) ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রয়ো[illegible] জনীয়। ইহা অনন্ত জ্ঞান ও গু[illegible] বিশাল ভাণ্ডার; এই ভাণ্ডার অক্ষয় এবং ধন ধান্যে পূর্ণ। তুমি যাহা কিছু চাও, তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবে। এই ইতিহাসের আলোচনায় জগতের সভ্যতার অনেক প্রাচীন তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পুরাতত্ত্ব ভারতে ইতিহাস-পিপাসিতের পক্ষে যেন সুশীতল পেয়। ভারতের লোকেরা তাহাদের পূর্ব্বগৌরব ও পূর্ব্ব মহিমা তাহাদের ইতিহাসের দর্পণে দেখিতে পায়। যদি তাহারা তাহাদের ইতিহাসের আলোচনায় আবার কখনও উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতের নরনারীর অবস্থা সম্যক্ উন্নত হইয়া উঠিবে; একমাত্র ভারতের ইতিহাস

ভারতের তমসাচ্ছন্ন সৌভাগ্য সূর্য্যকে পুনরুদিত করিতে পারে। ভারতের নরনারী একথা কি বুঝিতে পারিবে?"

যাঁহারা এক্ষণে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। স্ত্রীলোকেরা ও বালিকারা যাহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সমূহ এবং ভারতের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস সকল পাঠ করিতে পারেন, তজ্জন্য এখন বিহিত বিধান হওয়া উচিত।

সরল গৃহ চিকিৎসা।

ক্রিমি। (WORMS.)

অন্ত্রে অনেক প্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে তিন প্রকার ক্রিমি সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্রিমি (Thread Worms.)

(২) লম্বা ক্রিমি (Lumbricoides.)

(৩) ফিতার ন্যায় ক্রিমি (Tape-Worm.)

সূত্রবৎ ক্রিমিগুলি বালকদিগের উদরে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা মলদ্বারের নিকটে থাকে। ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ½ হইতে ১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। ইহাতে মলদ্বার অতিশয় চুলকায়, বিশেষ রাত্রে বৃদ্ধি, দাস্তের সর্ব্বদা বেগ, ক্ষুধামান্দ্য, কণ্ডূয়ন, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে খেঁচুনী (কনভল্‌সন), মৃগী (এপিলেপ্সি) প্রভৃতি বায়ু রোগ জন্মাইতে পারে।

লম্বা ক্রিমি—ইহারা প্রায় ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে, এবং কখন কখন পাকাশয়, গলনালী, বৃহদন্ত্র পর্য্যন্ত গমন করে। ইহারা ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। বর্ণ ঈষৎ পীত। ইহাতে অনিদ্রা, দন্তঘর্ষণ, পেটফাঁপা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, আমযুক্ত মলত্যাগ, নাসিকা কণ্ডূয়ন, বিবমিষা ও বমন, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে আক্ষেপ, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমি,—এই ক্রিমি ফিতার ন্যায় চেপ্টা, দৈর্ঘ্য ৫ হইতে ১৫ ফিট লম্বা হইতে পারে, ইহাদিগের বাসস্থান ক্ষুদ্রান্ত্র, কখন কখন বৃহদন্ত্রেও দেখা যায়, ইহারা অল্প হরিদ্রাবর্ণ। ইহাতে পেট কামড়ানি, বিবমিষা, অধিক ক্ষুধা, মুখ ফেঁকাসে, নাসিকা ও মলদ্বার চুলকান, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা, মাথা ধরা, দেহের ক্ষীণতা ইত্যাদি লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

মুখে জল উঠিলে লাইকো ও সিলি দিবে। ক্ষুদ্র সূত্রবৎ কৃমির পক্ষে সলফ, মার্ক্, সিনা ভাল ঔষধ; মার্ক্ ও সল্‌ফার ব্যবহারে কৃমি মলের সহিত নির্গত হয়। লম্বা কৃমির পক্ষে সিনা ও একোনাইট ভাল, শিরঃ পীড়া ও উদর স্ফীত হইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা। অতিশয় ক্ষুধা, প্রাতে বমন, উদরে বেদনা থাকিলে স্পিজি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফিতার ন্যায় কৃমিতে ফিলিকস—মাস, ক্যাল, গ্রাফাইট, প্লাট, সিলি ভাল ঔষধ। শরীরের কোন অঙ্গের আক্ষেপ থাকিলে সিকিউটা দ্বারা উপকার হয়। কৃমিজনিত দড়কা ও আক্ষেপ থাকিলে বেল, মার্ক্ ইগে, হায়স, ষ্ট্রেম ব্যবস্থা। অনবরত মল ...গের ইচ্ছা থাকিলে মার্ক দিবে. ...দ্বার কণ্ডূয়ন থাকিলে ইগে, মার্ক্,

...)—অশান্তিকর নিদ্রা, ...র্শ্ব কাল চক্র, কনিনিকা ...নবরত নাসিকা চুলকান, ...শীতল অথবা লাল ও উষ্ণ, ...বা অথবা ক্ষুধার অভাব, ...ও বমন, নাভিদেশে বেদনা, ...ক্ত ও স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ, রাত্রে ...জ্বর বোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির ...রি কণ্ডূয়ন। ৬।৩০।২০০ ক্রম

...ক্রিয়াম (Teucrium)—ক্ষুদ্র ...জন্য মলদ্বার (anus)

অতিশয় চুলকান, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, যুবক যুবতীদিগের ক্ষুদ্র কৃমিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, ৩।৬।

নক্স-ভমিকা (Nox V.)—কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময়, স্নায়বীয় উত্তেজনা, বমনোদ্রেক, পেট কাঁপা, লম্বা কৃমির পক্ষে এই ঔষধ ব্যবস্থা; ৬।৩০।

চায়না (China)—পেট পূর্ণ বোধ, পাকস্থলীতে ভার বোধ, উদরে বেদনা রাত্রে ও আহারান্তে বৃদ্ধি, অতিশয় দুর্ব্বলতা; ৬।৩০।

মার্কুরিয়স-কর (Marc-cor,)—গুহ্যদ্বারে কৃমি বেড়াইতেছে অনুভব, সবুজ, সাদা ও রক্ত মিশ্রিত ... মলত্যাগ কালে কোঁত পাড়ে... শীর্ণ, ৩।৬।

সেবাডিলা ... কণ্ঠনালীতে ...

নাভিদেশে জ্বালা ও বেদনা, ... উঠা, কৃমিজনিত স্নায়ু রোগ। ৩...

ফিলিক্স মাস (Filix mas)... কামড়ানি—মিষ্ট সামগ্রী আহার... বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বন্দ, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা... মুখ মলিন, চক্ষুর চতুঃপার্শে কৃষ্ণ... চক্র, নাসিকা চুলকায়; ৬।৩০।

কুসো (Kousso)—অজীর্ণ ... থাকিলে, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, অনি... মোহ, অধিক শীতল ঘর্ম্ম, দেহ শী... অঙ্গে মৃদু বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ, ৬।৩০।

আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা।—যাহাতে কৃ... গুলি বাহির হয়, তাহার চেষ্টা প্রথ...

করিবে, পরে যাহাতে আর কৃমি না হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগুলি মলদ্বারের নিকটে থাকে, সেইজন্য ঔষধ সেবনে ইহারা প্রায় বাহির হয় না। এমত স্থলে গরমজলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। জলে রসুন সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পিচকারী দিলে কৃমি বাহির হইতে পারে। সিনা, হিপার, স্যাবাডিলা ঔষধের পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা।—"স্যাণ্টো-নাইন" ২ হইতে ৪ গ্রেন পরি-মাণে ... ন করিতে দিয়া, পর- ... ার আইলের সহিত পিপারমেণ্ট জল অথবা টার্পিন তৈলের সহিত সেবন করিতে দিলে কৃমি নির্গত হইয়া যায়।

শিশুদিগের পক্ষে "স্যাণ্টোনাইনের লজেঞ্জই ভাল। "বনবন"ও উপকারী ;—মিষ্টস্বাদ প্রযুক্ত শিশুরা ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক খাইতে চাহে। স্যাণ্টোনাইন সংযোগে "বনবন" প্রস্তুত হয়, সেইজন্য ইহা দ্বারা আরও উত্তম ফল পাওয়া যায়।

রোগীর আহার পুষ্টিকর ও বলকারক হওয়া আবশ্যক। যাহাতে সহজে পরিপাক হয় এরূপ ব্যবস্থা করিবে। অধিক পরিমাণে ঘৃত ও তৈলাদি বিশিষ্ট দ্রব্যাদি খাইতে দিবে না, মাংস ও মিষ্ট দ্রব্য পরিত্যাজ্য।

...বাহনগর মহিলাশ্রম।

... একটী নূতন ... । দিন দিন ইহার উন্নতি ... আমরা যারপরনাই আনন্দিত ... ছি। পুনানগরে পণ্ডিতা রমাবাই ... অর্থব্যয়, আন্দোলন ও পরিশ্রম ... টনে, যাহা করিয়া উঠিতে পারি-... ছন না, বরাহনগরে বাবু শশিপদ ... ্যাপাধ্যায় আপনার ক্ষুদ্র চেষ্টায় ... ভাবে কার্য্য করিয়া অতি সুন্দররূপে ... াহা সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি আপ-... ার গৃহের এক অংশ এই আশ্রমের ... জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে সংকুলান ... না হওয়াতে নূতন অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ... করিয়া দিতেছেন এবং সস্ত্রীক প্রাণপণে ইহার সুব্যবস্থা ও উন্নতির জন্য ... করিতেছেন। ... সংখ্যা ২৩টী, তন্মধ্যে ... বিধবাদিগের মধ্যে ৪ জ... কায়স্থ এবং ২ জন ... ১১টী রমণী শিক্ষয়িত্রী ... প্রস্তুত হইতেছেন। ... বৃত্তি পাইয়া আশ্রমে ... শিক্ষালাভ করিতে পারে ... কিছুই ব্যয় হয় না। ... অল্পব্যয়ে সেই উপকার ... পারেন।

বিধবাদিগের জন্য বৃত্তি ... আছে, প্রার্থীরা পাইতে ...

এই আশ্রম সম্বন্ধে কয়েক জন বড় বড় লোক ও শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;—

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট-গবর্ণর সার ষ্টিউয়ার্ট বেলি :—"I do not think we have expressed too strongly our thanks to Mr. and Mrs. Banerjee not only for the trouble they have taken, but also for the exceedingly charitable work that they are doing —estimated whether at a money value or a moral value.—*Statesman —4-1-90.*

আমার বিবেচনায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং আর্থিক বা নৈতিক মূল্য ধরিলে যেরূপ অসাধারণ দয়ার কার্য্য করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রতি তদুপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাই।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফট:—

He referred to the case of a young widow who was taken from the school and re-married to a Brahmin—a professional man, a doctor. The Association had nothing to do with the marriage, but the fact that her husband chose her because he wanted an educated wife spoke in favour of the institution. He thought it desirable in presenting the report to lay particular attention to the great services rendered by Mr. and Mrs. Bannerjee. The work they did was of a very high character, and they would see from the report the great service it was to the pupils to be in such excellent hands.—*Indian Daily News*—4-1-90.

একজন ব্রাহ্মণ জাতীয় ডাক্তার একটী অল্পবয়স্কা বিধবাকে এই বিদ্যালয় হইতে মনোনীত করিয়া বিবাহ করেন। বরাহনগর সভার সহিত এই বিবাহের কোন সংস্রব নাই, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামী একটী সুশিক্ষিতা ভার্য্যা লাভের যে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ইহা বিদ্যালয়ের পক্ষে শ্লাঘাজনক। তিনি রিপোর্ট প্রদান কালে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চদরের, এরূপ সুযোগ্য লোকদিগের তত্ত্বাবধানে বালিকারা শিক্ষিত হইয়া মহোপকার লাভ করিতেছে।

আমি কাল্‌কে শশিবাবুর বোর্ডিং স্কুল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় এইরূপ ধরণের একটা স্কু[ল] অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শশিবাবু এতদিন কষ্ট ক[রিয়া] এইরূপ একটী স্কুল সংস্থাপনের জন্য এত[...] করিতেছেন, আমাদের সকলেরই ইহাতে স[হানু]ভূতি দেখান কর্ত্তব্য। ঠিক স্কুল না ব[লিয়া] ইহাকে ইংরাজিতে যাহাকে "Home" ব[লে] সেই নাম দিলেই ভাল হয়, কারণ স্কুলের কঠো[র] নিয়ম ইত্যাদির সহিত, শশি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী[র] যত্নে ছাত্রীরা গৃহের স্নেহ মমতা এবং নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়া থাকেন। যে সকল বালিকাদিগের ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনাকে ভরণপোষণ করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষেও এই স্কুলটি বেশ উপযুক্ত।

৯ই মে, ১৮৯০ শ্রীসরলা রায়।

সে দিন শশি বাবুর প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মহিলাশ্রম দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। শশি বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী স্কুলের বালিকাগণকে যেরূপ কন্যাবৎ যত্নে প্রতিপালন এবং বিদ্যা নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দান করেন, তাহা এই আশ্রমের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত পথ।

উক্ত রূপ সাধারণ শিক্ষার সহিত স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য রন্ধন প্রভৃতি গৃহস্থালী কার্য্যও এখানে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া এই আশ্রমের আরো একটি এই প্রধান গুণ দেখিলাম ইহা কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় নহে, কএকটি হিন্দু বিধবা হিন্দু আচার রক্ষা করিয়া এখানে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। এতদিন আমাদের দেশে অনাথাদিগের এরূপ আশ্রয় স্থানের অভাব ছিল, শশি বাবুর উদারতায় এবং অবিশ্রাম যত্নে সে অভাব দূর হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত এই বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করি।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৪ঠা আষাঢ় (১৭ই জুন) মঙ্গলবার যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছে, তাহা অঙ্গুরীয়াকৃতি অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থল ঢাকিয়া চারি দিকে অঙ্গুরীয়ের মত একটী আলোকময় বৃত্ত ফাঁক রাখিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অপরূপ দৃশ্য অল্প স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর য়।

২। এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় যেমন একটী লো প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, ক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন াহিত্য পরীক্ষায় একটী স্ত্রীলোকও সেই রূপ সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

৩। কুমারী বিধুমুখী বসু ও বার্জিনিয়া মেরী নাম্নী দুইটী বঙ্গ খৃষ্টীয় মহিলা ২য় এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁরা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের সর্ব্বপ্রথম গ্রাজুয়েট।

৪। কাশীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বাপুদেব শাস্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

৫। হাইদ্রাবাদের নবাব মনোয়ার খাঁর পত্নী শ্রীমতি বেগম মক্কার দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। লামার্টিনিয়ার কলেজের এমিলিয়া ওয়াটসন এবং ডবটন কলেজের এডেন ডি মণ্টি যথাক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ২৫৲ ও ২০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আভাষ—শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ৸০ মাত্র। কয়েক বৎসর হইল যে স্ত্রী-কবি তাঁহার "অশ্রুকণা" দ্বারা পাঠকদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, তিনি এই বলিয়া তাঁহার 'আভাষ' গীতি সাহিত্য সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন;—

"হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু উচ্ছ্বাস
'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাস।"

সার্দ্ধ শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা এই পুস্তক খানি গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই সুললিত, সুমধুর, সুভাব পূর্ণ কবিত্বের পরিচায়ক, আমরা পাঠ করিতে করিতে বিমুগ্ধ হইয়াছি। গিরীন্দ্র মোহিনীর প্রতিভা অধিকতর বিকসিত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় যথার্থই অমৃত-সিন্ধু, নতুবা তাহার এক এক বিন্দু এত তৃপ্তি বিধান করিবে কেন? বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন্ ইহাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে এবং হৃদয়ের অমৃতোচ্ছ্বাসে বঙ্গসাহিত্য অমৃতভাণ্ডার হউক।

২। আদর্শ নর নারী, শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। বালক বালিকাদিগের নিকটে এরূপ আদর্শ ধারণ করিলে তাহাদের উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে।

৩। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম তিথি মহোৎসব—স্বর্গীয় কেশব বাবুর কতকগুলি সদ্‌গুণ ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধু চরিত্র পাঠের ফল ইহাদ্বারা লাভ হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৭ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৯৭—আগষ্ট ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

টোকিও দেশালাই—বাজারে পয়সায় ২টা করিয়া যে দেশালাই বাক্স বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশ জাপানের টোকিও নগরে প্রস্তুত হয়। ১৫ বৎসর মাত্র হইল, সেখানে দেশালাইয়ের কারখানা হইয়াছে, ইতিমধ্যে ইহার উন্নতির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত বৎসর এক কলিকাতা সহরে ২৫ হাজার টাকার এই দেশালাই বিক্রীত হইয়াছে। ইংরাজী দেশালাই বাক্সের অধিকাংশ সুইডেন ও নরওয়ে হইতে আইসে।

হেলিগোলাণ্ড পরিত্যাগ—হেলিগোলাণ্ড এতদিন ইংরাজাধিকৃত ছিল, আফ্রিকার সন্ধিসূত্রে ইংলণ্ড ইহা জর্ম্মণিকে দিয়াছেন।

নূতন পুস্তক—রাজকুমার কনটের ডিউক ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের ভারতবর্ষ দর্শন বিষয়ে যে সকল বিবরণ মহারাণীর নিকট সময় সময় প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা একত্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজবধূর স্বহস্ত চিত্রিত ছবি অঙ্কিত থাকিবে।

সুরেন্দ্র বাবুর প্রত্যাগমন—কনগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের নানা স্থানে ভারত সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া একজন উচ্চদরের বাগ্মী বলিয়া ইংরাজ সমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায় গত ১০ই জুলাই তিনি নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। পথে বোম্বাই ও এলাহাবাদের

লোকেরা মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

পরিব্রাজকের বিবাহ—আফ্রিকা পরিব্রাজক হেনরী এ ষ্টান্‌লী সাহেব অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া আফ্রিকার দুর্গম স্থান সকল ভ্রমণ পূর্ব্বক অনেক ভূগোলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এখন লণ্ডনে এবং এক চিত্রবিদ্যা নিপুণা রমণী তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাণিপ্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ইহাঁর গুণের পুরস্কারার্থ আপনার হীরক মণ্ডিত একখানি ক্ষুদ্র ছবি ইহাঁকে উপহার দিয়াছেন এবং ইহাঁর বৈবাহিক জীবনের সুখ প্রার্থনা করিয়াছেন।

ছাত্রীবৃত্তি—মেডিকাল কলেজের উত্তীর্ণা রমণীদিগকে উৎসাহ দানার্থ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এক ছাত্রীবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

লোক সংখ্যা গণনা—গত ১৮৮০ সালে একবার ভারতের লোক সংখ্যা গণনা হয়। গত ১০ বৎসরে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্ত আগামী ২৬এ ফেব্রুয়ারি পুনরায় লোক সংখ্যা গণনা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষা—প্রবেশিকা ১৮৯১ সালের ২রা ও এফ,এ, বি,এ ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং বি,এল পরীক্ষা ২রা মার্চ্চ আরম্ভ হইবে।

নূতন বাঙ্গালী সিবিলিয়ান—অনেক বৎসরের পর ভারতবর্ষ হইতে এবার এককালে ৫ জন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী—বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র, বাবু মনোমোহন ঘোষের পুত্র মোহিনীমোহন এবং ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র অরবিন্দ।

কুমারী ফসেট।

ভারতে লীলাবতীর নাম গণিত বিদ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্র যদিও অতি দুরূহ, কিন্তু ইহা যে কোমলাঙ্গী রমনীগণের মস্তিষ্কের অনধিগম্য নয়, উহাই তাহার প্রমাণ। এ বৎসর বিলাতে এক লীলাবতীর উদয় দেখিয়া সভ্যজগৎ চমকিত হইয়াছেন। ইনি আর কেহ নন, ভারতের পরম হিতৈষী স্বর্গীয় অধ্যাপক ফসেটের কন্যা। ইহাঁর মাতা বিবী ফসেটও ইংরাজ বিদুষী, দেশহিতৈষিণী ও গ্রন্থকর্ত্রী রমণীগণের মধ্যে এক জন অগ্রগণ্যা। এরূপ পিতা মাতার কন্যা যে সুশিক্ষিতা হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু কুমারী ফসেট কেবল যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম গণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা "রাঙ্গলার" নামে খ্যাত হন। কুমারী ফসেট এবার 'রাঙ্গলার' দলের সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। একটী পুরুষ তাঁহার নিম্নে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে কোন ছাত্র তাঁহার মত অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী দেখা যায় নাই। কিন্তু কুমারীতে ও তাঁহাতে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এ প্রভেদ দুই এক নম্বরের নয়, কুমারী তাঁহার অপেক্ষা ৪০০ নম্বর অধিক পাইয়াছেন। 'রাঙ্গলার' পরীক্ষায় পুরুষ কি রমণী কেহ এ পর্য্যন্ত এত অধিক সংখ্যা লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ ঘটনা যার পর নাই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

কুমারী ফসেটের বয়ঃক্রম ২২ বৎসর মাত্র। তিনি বিলাতের আদর্শ ছাত্রীর ন্যায় নন। এই ছাত্রী এরূপ কোমলাঙ্গী যে সূচীকার্য্য করিতে লজ্জিত হন। তাঁহার আমোদ প্রিয়তাও বেশ আছে। তিনি বড় স্থির এবং পরীক্ষাস্থলে বেশ সাহসী ও সপ্রতিভ। তাঁহার পিতার প্রকৃতি না কি ইহার বিপরীত ছিল। পেলমেল গেজেটে তাঁহার এক বন্ধু লিখিয়াছেন তিনি পাঠ কালে ১১টার সময় শয্যায় যাইতেন ও প্রাতে ৮টার সময় উঠিতেন। তাঁহার নিদ্রা গভীর, পরীক্ষার পর কিছু মাত্র ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহার কাজ অতি পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল, লেখাতে একটু কাটাকুটি নাই।

তিনি ক্লাফামের উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হন, কিন্তু তিনি তাঁহার উন্নতির জন্য কেম্বিজের কুমারী মাক্‌ক্লিয়ড খিথের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। তিন বৎসর হইল ইউনিবার্সিটী কলেজ হইতে ছাত্রবৃত্তি লইয়া নিউহাম কলেজে যান। গণিত বিদ্যায় সুপণ্ডিত ডাক্তার রুথ, ট্রিনিটী হলের আটকিন্‌সন এবং ডবলিউ হবসনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ছাত্রী পিতামাতার ন্যায় শিক্ষকদিগের এবং সমগ্র স্ত্রীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

উচ্চ শাস্ত্র সকল পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা শিখিতে পারেন না এ কথা এখন আর কে বলিতে সাহসী হইবে? স্বদেশে বিদেশে পরীক্ষা দ্বা[illegible] এ কুসংস্কার নিঃসংশয়িতরূপে খণ্ডিত হইতেছে। এখন উল্টা প্রশ্ন উঠিতেছে, পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার ফল এত উৎকৃষ্ট হইতেছে কেন? এখনও কি ভারতে কি বিলাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ সুবিধা পাইতেছেন না, তথাপি তাঁহারা সম কক্ষতা এবং স্থলবিশেষ শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন। সে সুবিধা পাইলে তাঁহাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা আরও প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষ কি যথার্থই নির্ধন হইতেছে?

"ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ অর্থশূন্য এবং ভারতবাসীরা দিন দিন দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছে, ইংরাজেরা ভারতের সমস্ত স্বত্ব শোষণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেছে" এই অভিযোগ প্রতিদিন অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীরও মুখে শুনা যায়, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতেরা বলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একথা কত দূর সত্য তাহার বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের পুর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের অধিকার কালের সহিত ইংরাজ রাজত্বের আর্থিক .বস্থার উৎকর্ষাপকর্ষের তুলনা নিরক্ষ ভাবে করিতে হয়, কিন্তু আর্য্য সন সনয়ের ইতিবৃত্তের অভাবে প্রকৃত সাদৃশ্য প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহে। তবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে স্বদেশীয় সমধর্ম্মী রাজার অধীনে প্রজার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে এ অনুমান সিদ্ধান্তের ব্যভিচার প্রমাণও পাওয়া যায়। ব্যক্তিবিশেষের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে অনেক সময়েই অধীন বর্গের প্রতি অবিচার অত্যাচার উপস্থিত হয়। ইহা মানব চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সীমারহিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র শাসনের কথা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে সীমাবদ্ধ সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালীতেও ব্যক্তি বিশেষের হস্তে সমস্ত শক্তি অর্পিত হইয়া প্রজাকুলের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। হিন্দু রাজারা সকলেই যে এই স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত আচরণ করিতেন এ বিশ্বাসকে মনে স্থান দেওয়া যায় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যের দৃষ্টান্তস্থলে "রামরাজ্য" এ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইত না। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আর্য্য রাজগণের শাসন তুলনায়, রামচন্দ্রের শাসন সময়ে প্রজাগণ অপেক্ষাকৃত সুখী ছিল, এ জন্যই এ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাহউক হিন্দু রাজত্ব সময়ে প্রজা সাধারণের অর্থগত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে বিষয়ের নিশ্চয় প্রমাণ নাই, তাহার আলোচনা বৃথা।

হিন্দু সাম্রাজ্যের পর ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধীন হয়। মুসলমান অধিকারের অবস্থা যাহা জন-পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায়, এবং ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের পুস্তকে দৃষ্ট হয়, তাহাতে উভয়ের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধি-

কারে হিন্দু প্রজাদের উপর যে সকল অত্যাচার হইত, তাহার সবিস্তর আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সমধর্ম্মী ও স্বজাতীয় রাজার অধীনেই যখন প্রজাগণ উপদ্রুত হয়, তখন বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার অধীনে তদপেক্ষা অধিক অত্যাচার হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরঞ্চ সম্ভবপর। অর্থ সম্বন্ধে মুসলমান রাজ্যের প্রথমাবধি ভারতবাসীদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য।

সহস্র সহস্র বর্ষের আর্য্য সাম্রাজ্যসময়ের সঞ্চিত ধন রত্নাদি যাহা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ দেবালয় সমূহে সঞ্চিত ছিল, মহম্মদ গিজনী ও ঘোরী প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠন করিয়া সে সমস্ত সিন্ধু পারে লইয়া যায়। সে সময়ে ভারতবর্ষ এক প্রকার ধনশূন্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী মুসলমান জেতৃগণ ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে আবার দেশে ধন সঞ্চিত হয়; কিন্তু সেই ধন অত্যল্প উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। মুসলমান সম্রাট ও তাঁহার প্রতিনিধি নবাবেরা যে যে স্থানে বাস করিতেন, সেই সকল স্থানেই অর্থের অপ্রতিম বিকাশ দৃষ্ট হইত। দিল্লী আগরা প্রভৃতি মুসলমান সময়ের প্রাচীন রাজধানী সমূহের যে ভগ্নাবশেষ এখনও পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, মুসলমান সম্রাটেরা কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। সত্য বটে, তাঁহারা যে ধন ব্যয় করিতেন, তাহার অধিকাংশই এদেশে থাকিত, এবং তদ্দ্বারা এদেশের লোকেরা সম্পত্তিশালী হইত, কিন্তু নগর বহির্ভাগে সে ঐশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি প্রায় দেখা যাইত না। রাজধানী নগরে যেরূপ ধনরত্নের ছড়াছড়ি, পল্লীবাসী প্রজা সাধারণের দুরবস্থা ঠিক্ তাহার বিপরীত ছিল। পর্ণকুটীরে দেশ সমাকীর্ণ ছিল, প্রাচীনদের মুখে শুনা যাইত, অনেক পল্লীগ্রামে ইট বাণিজ্যদ্রব্য বিশেষরূপে বিক্রীত হইত। মধ্যে মধ্যে দুই একটা দেবালয় ব্যতীত প্রায় দৃষ্ট হইত না। রাজশাসনের শিথিলতা দোষে প্রজার ধন প্রাণ সতত আপদ-সঙ্কুল থাকিত, কাহার কিছু অর্থ সঙ্গতি হইলে তাহাকে সে ধন মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখিতে হইত; প্রকাশ হইলে দস্যু তস্কর ও রাজকর্ম্মচারীরা লুটিয়া লইত। ধনের সঙ্গে প্রাণও যাইত।

বহির্বাণিজ্যের উন্নতি দেশ মধ্যে ধনাগমের প্রধান উপায়; যে দেশে তাহার অভাব সে দেশের প্রজারা কখন সম্পত্তিশালী হইতে পারে না। মুসলমান রাজত্বে বৈদেশিক বাণিজ্য অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। আকবর বাদসাহের সময়ের পূর্ব্বে ইউরোপীয় বণিকদিগের বাণিজ্যপোত ভারত সমুদ্রে প্রায় দৃষ্ট হইতনা। আকবরেরপুত্র জাহাঙ্গীর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি একটু সুদৃষ্টিপাতে

করায় ইংরাজ, পোর্ত্তুগীজ, দিনামার, ডচ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকেরা কলিকাতা, গোয়া, হুগলি, চট্টগ্রাম, শ্রীরামপুর, চুচুড়া, পণ্ডিচারী, চন্দননগর, প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যালয় স্থাপন করায় বহির্বাণিজ্যের কিছু কিছু উন্নতি হয়। সময়ে সময়ে বাদসাহের প্রতিনিধি নবাবেরা ইউরোপীয় বণিকদিগের প্রতি অত্যাচার এবং তাহাদের বাণিজ্যালয় লুণ্ঠন করায় মুসলমান পরাক্রমের পতন প্রাক্কালে বহির্বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। অন্তর্বাণিজ্যের অবস্থাও সুচারু ছিল না। দস্যু তস্করাদি দ্বারা সর্ব্বদা দেশ উপদ্রবসঙ্কুল থাকায় এক প্রদেশবাসী লোক অন্য প্রদেশে বাণিজ্য কার্য্যের জন্য যাইতে সাহস পাইত না। যে প্রদেশে যে সামগ্রী উৎপন্ন হইত, তাহা তত্তৎস্থানে থাকায় অতিশয় লঘু মূল্যে বিক্রীত হইত। শ্রমের মূল্যও অত্যন্ত কম থাকায় প্রজা সাধারণের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল।

এখন ইংরাজ রাজত্বের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। বহুকালব্যাপক হিন্দু সাম্রাজ্য-সময়ের সঞ্চিত ধন রত্নাদি মুসলমানেরা প্রথম প্রথম যেরূপ বিলুণ্ঠন করিয়াছিল, ৬০০।৭০০ বর্ষ ব্যাপক মুসলমান অধিকারের সঞ্চিত সম্পত্তি ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অধিকার সময়ে সেরূপ লুণ্ঠন করেন নাই, বরঞ্চ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন-গত সুশৃঙ্খলায় এবং কঠোর রাজনিয়মে দস্যু তস্করাদি প্রকৃষ্ট রূপে শাসিত হওয়ায় প্রজারা নির্ভয়ে কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য পরিচালন করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। দেশের সর্ব্বত্র গতায়াতের সুবিধা এবং কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রশস্ত রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মিত এবং নানা স্থানে খাল খনিত হওয়ায় অন্তর্বাহ্য বাণিজ্যের অসীম উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। দেশ ধনশালী হওয়ার অন্য প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে আমি একটি অকাট্য প্রমাণ দিতেছি। চিন্তাশীল শিক্ষিত পাঠক তাহাতেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন, ইংরাজ রাজত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ অভ্যুদয় ব্যতীত অবনতি হইতেছে না। সে প্রমাণ এই:—

মনুষ্যের শ্রমই জাতীয় সম্পত্তি। শস্য সামগ্রী এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু ইত্যাদি শ্রমের বিনিময় মাত্র। আদিম অবস্থার মানবেরা উদর পূরণ জন্য নিকৃষ্ট জীবদিগের ন্যায় সতত ব্যস্ত থাকিত। সমস্ত দিন শ্রম করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিত না। আহার আহরণ জন্য সর্ব্বদা স্বজাতীয় জীবের সহিত এবং পশ্বাদির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহ হইত, আহার অভাবে সময়ে সময়ে অনেকে মারা যাইত। আমেরিকা খণ্ডের আদিমনিবাসী তাম্রবর্ণ ইণ্ডিয়ানদের এবং আণ্ডামান ও ফিজি দ্বীপবাসী ও আসাম পর্ব্বতবাসী কুকী প্রভৃতি অসভ্যদিগের অবস্থা অদ্যাপি এইরূপ আছে। এই প্রকার অভাব জনিত ক্লেশ নিবারণ জন্য আদিম মনুষ্যেরা বুদ্ধিবৃত্তির

পরিচালনা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তখন শ্রম বিনিময় এবং শ্রম বিভাজন প্রথা অজ্ঞাত থাকায় শস্যোৎপত্তি দ্বারাও তাহাদের কষ্ট নিবারণ হইত না। মনে কর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বন পরিষ্কার, মৃত্তিকা খনন, বীজ বপন, শস্যের গাছ উৎপন্ন হইলে বন্য পশুর আক্রমণ হইতে তাহা রক্ষণ, শস্যচ্ছেদন, সংগ্রহ, সঞ্চিত শস্যের তুষ মোক্ষণাদি নানা প্রক্রিয়া সাধনান্তে উদর পূরণ করিতে হইলে জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত করিয়াও উদ্দেশ্য সফল হইত না। এত ক্লেশে শস্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিলেও তাহা সুরক্ষণের স্থানাভাব অন্য এক মহৎ কষ্টের কারণ। এই অভাব মোচনের উদ্দেশে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থান অর্থাৎ গৃহের আবশ্যক হইল। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গেলে অস্ত্রাদির প্রয়োজন হইল। এই প্রকারে নিরাপদে সুখে জীবনাতিপাতের নানা উপকরণের প্রয়োজন যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মনুষ্যেরা ততই মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা শ্রম বিনিময় এবং শ্রম বিভাজন প্রথা প্রচলিত করিতে লাগিল। কিন্তু তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকারের অসুখ অসুবিধা দূর হইল না। অধিক পরিমাণে শস্যাদি বিনিময় করিতে হইলে তাহা রক্ষার জন্য অনেক গৃহ আবশ্যক। দূরতর স্থানে প্রয়োজন সাধনার্থ দীর্ঘকালের জন্য যাইতে হইলে সে সময়ের উপযুক্ত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহ বহন করিয়া লইতে হয়, অথবা তথায় যাইয়া শ্রম বিনিময় দ্বারা খাদ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই প্রকার অসুবিধা নিবারণ উদ্দেশে শ্রম মূল্যের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর ও মহার্ঘ প্রস্তরাদির আবিষ্কার এবং সভ্যতা বৃদ্ধি সহ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র পিত্তলাদি মুদ্রার প্রচলন হয়। এতদ্দ্বারা অবিসম্বাদে প্রমাণ হইতেছে, মনুষ্যের শ্রমই সম্পত্তির মূল। অন্য সকল সামগ্রী তাহার বিনিময় মাত্র। অতএব যে দেশে শ্রমের মূল্য যে পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে শস্য সামগ্রী ও ধন রত্নাদির মূল্যও কম বেশী হইয়া থাকে। দেশে অধিক অর্থাগম না হইলে শ্রমের মূল্য কখনই বৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজ রাজত্বে শ্রমের মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, সমধিক অর্থাগমই ইহার কারণ।

পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্রমের মূল্য অল্প থাকায় সকল দ্রব্য সামগ্রীও স্বল্প মূল্য ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রার ব্যবহার কম ছিল। হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত বিবেক গ্রন্থে বিবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তে ধেনু অথবা তত্তুল্য মূল্যের বরাটিকা অর্থাৎ কড়ি দানের ব্যবস্থা আছে। মুসলমান অধিকারেও কড়ির চলন অধিক থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে হিন্দু ও মুসলমান অধিকারে ভারতবর্ষ তত ধনী ছিল না। দেশ ঐশ্বর্য্যশালী থাকিলে স্বর্ণ

রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার বেশী না হইয়া বরাটিকার চলন কেন বেশী থাকিবে? দেশের প্রজা সাধারণ সম্পত্তিশালী হইলে মূল্যবান ধাতু মুদ্রার ব্যবহার নিশ্চয় বেশী হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ প্রভৃতি দেশে বরাটিকার ব্যবহার নাই; তাম্র মুদ্রা অপেক্ষা রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার এবং নোটের চলন বেশী। কয়েক বার ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চলিত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হউক, কিন্তু ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধন সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ বটে, কিন্তু পূর্ব্ব রাজত্ব অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে ভারতের আর্থিক উন্নতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধিকারে এবং ইংরাজের প্রথম আমলে ভারতের ভদ্র মহিলারা রৌপ্যাভরণেই তৃপ্ত থাকিতেন, যাঁহারা বিশেষ অর্থশালী তাঁহাদের ঘরেই দুই এক খান স্বর্ণাভরণ থাকিত। আজ কাল চাকরাণী এবং মৎস্য বিক্রয়কারিণীরা পর্য্যন্ত স্বর্ণাভরণ-ভূষিতা হইয়াছে। যে স্বর্ণ ১৬৲ টাকা ভরি ছিল তাহাই এখন ২০।২১ টাকা ভরি হইয়াছে।* ইহা কি দেশের আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাণিজ্যের উন্নতিই দেশের ধন বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বৈদেশিক বাণিজ্যের বহুল প্রচার ব্যতীত দেশে ধনাগম হয় না। অন্তর্বাণিজ্যে এক প্রদেশের অর্থ অন্য প্রদেশে চালিত হয় মাত্র। ভারতবর্ষের বার্ষিক বাণিজ্য-বিবরণী পাঠে জানা যায়, পৃথিবীর নানা দেশবাসী বণিকেরা শত কোটি টাকার অধিক মূল্যের ভারতবর্ষজাত শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য প্রতি বর্ষে লইয়া যাইতেছে। ভারতবাসী কৃষকাদি ও বণিকেরা নগদ টাকায় ঐ সকল সামগ্রী বিক্রয় করে। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে; বিদেশীয় বণিকেরা যেমন নগদ টাকা দিয়া ভারতবর্ষজাত দ্রব্য লইয়া যায়, তেমন বিদেশজাত বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্য দিয়া ভারতবর্ষের প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে। কথা সত্য বটে, কিন্তু বিদেশে যত টাকার মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয়, বিদেশাগত দ্রব্যের মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম। ভারতবর্ষের স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু-খনি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। প্রত্যেক মেল ষ্টীমারে বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী হইতেছে। রেল রাস্তায় শত শত কোটি বিদেশের টাকা ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে। ঐ সকল রেল পথ চালনা দ্বারা বিদেশীয় বণিক প্রভৃতি যদিও বহু অর্থ লইয়া যাইতেছে, তথাচ রেল রোডের প্রসাদাৎ ভারতবাসীরাও প্রভূত অর্থ লাভ করিতেছে।

* কোন বিশেষ কারণে স্বর্ণের মূল্য সম্প্রতি কমিয়াছে। এরূপ অবস্থা কত দিন থাকিবে বলা যায় না। বা, বো, স।

সমস্ত অবস্থা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রমাণ হয়, পূর্ব্ব-রাজাধিকার অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে ভারতের ধনক্ষয় না হইয়া ধনাগম অধিক হইতেছে। যে দেশের উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি কুবের তুল্য ধনশালী এবং প্রজা সাধারণ দরিদ্র, সে দেশকে সমৃদ্ধ দেশ বলা যায় না। যে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধনের বিকাশ সমভাব, সেই দেশকেই প্রকৃত সমৃদ্ধ বলা যায়। যাঁহারা বঙ্গদেশের কৃষক ও নানা শ্রমজীবী প্রজা-সাধারণের ৫০ বর্ষ পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মনোযোগের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, ইংরাজ অধিকারে ভারতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি কি অবনতি হইতেছে? স্থূল কথা এই যে, যে দেশের মৃত্তিকা উর্ব্বরা, লোক সকল শ্রমশীল ও পরিমিতাচারী এবং রাজ-শাসনে প্রজার ধন প্রাণ সুরক্ষিত, এবং রাজা বাণিজ্যপ্রিয়, সে দেশের ধন ঐশ্বর্য্যের নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে।　　　　ম।

বৌমার জয়।

(শেষার্দ্ধ।)

শশিশেখর কঙ্কণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া কঙ্কণ আনন্দে গলিয়া গেল। বিবাহের রাত্রি ভিন্ন সে স্বামীকে দেখে নাই, আবার সেই স্বামীকে দেখিতে পাইবে। না জানি কি উদ্দেশ্যে আবার তাহাকে ডাকিয়াছেন! যে সুখ সে কখন আশাও করে নাই, তাহার ভাগ্যে তাহাই কি তবে হইবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবে যাইব না, তিনিই আসুন, আবার স্বামি-দর্শনের প্রবল ইচ্ছা তাহাতে বাধা দেয়, সে কোন মতে ঔৎসুক্য দমন করিতে না পারিয়া যাওয়াই স্থির করিল।

শৈশব কাল হইতে কঙ্কণের বাপের বাড়ীর একজন দাসী তাহাকে লালন পালন করিয়াছিল, সে তাহাকে বড়ই ভালবাসে। সে বাবু কঙ্কণকে ডাকিয়াছেন শুনিয়া তাহার বেশবিন্যাস করিয়া দিতে আসিল। কঙ্কণ বলিল ছি! স্বামীর নিকট যাইব, তা আবার বেশ বিন্যাস কেন? দাসী বিরক্ত হইয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। এইবার তাহার যাইবার সময় উপস্থিত। 'লইয়া যাইবে কে? কাহার সঙ্গে যাইব?' এতক্ষণ অন্যান্য চিন্তায় এ চিন্তা কঙ্কণের মনে আসে নাই। কি হইবে? এমন সময় বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মহাশয় আসিলেন।

খাজাঞ্চি কর্ত্তার সময়ের লোক,

ধনেশ বাবুর অপেক্ষাও কিছু বড়। ধার্ম্মিক ও সদ্‌গুণান্বিত দেখিয়া ধনেশ বাবু তাঁহাকে খাজাঞ্চির পদে রাখিয়াছিলেন ও যথেষ্ট স্নেহ করিতেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদা অন্তঃপুরে আসিতেন। ক্রমে ক্রমে কঙ্কণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। কঙ্কণ তাঁহাকে "বুড়ো ছেলে" বলিত, আর তিনি কঙ্কণকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন ও বড়ই ভাল বাসিতেন। কঙ্কণ তাঁহাকে দেখিয়া যেন অকূলে কূল পাইল। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া অবশেষে বলিল, আমি বাহিরে যাইব ঠিক্ করিয়াছি, তবে আপনার সঙ্গেই যাইব। বৃদ্ধ শুনিয়া চমকিত হইলেন, এবং বলিলেন, "আ! অবোধ মেয়ে, বাহিরে কাহার নিকট যাইবে? কাহার সহিতই বা দেখা করিবে? তুমি কুলবধূ হইয়া কি করিয়াই বা সেখানে যাইবে? সে তোমার স্বামী, তাহা কি তার জ্ঞান আছে? সে যে পাপের স্রোতে ভাসিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ইয়ার বন্ধু, সুরা, বেশ্যা এসব দেখিতে কোথা যাইবে মা? আচ্ছা! তার যদি সত্য সত্যই দেখা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই আসুক না!" কঙ্কণ অনেক ভাবিয়া দেখিল বৃদ্ধের কথাই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব নীরবে রহিল। আর বাহিরে যাওয়া হইল না।

এদিকে এক দিন দুই দিন করিয়া আরও পাঁচ দিন চলিয়া গেল। শশিশেখর যখন দেখিলেন যে কঙ্কণ আসিল না, তখন নিজেই তাহার সহিত দেখা করিতে বাড়ীতে আসিবেন বলিয়া পাঠাইলেন।

কঙ্কণ স্বামী আসিবেন শুনিয়া খাজাঞ্চিকে সংবাদ দিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া বসিল। ক্রমে শশিশেখরের বাড়িতে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। আজ তাঁহার মন কেমন কেমন করিতেছে, প্রথমতঃ অর্থের চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ কঙ্কণের সহিত দেখা হইলে কি বলিয়া তাহার নিকট টাকা চাহিবেন। যখন সে বলিবে "কি জন্য টাকা চাই?" তখন কি করিয়াই বা তাহাকে নিষ্ঠুর হইয়া উত্তর করিবেন। তৎপরে কঙ্কণের সহিত দেখা করিয়া টাকা চাহিতে গিয়াছেন, শুনিলে বন্ধু বান্ধবেরা কতই হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। আবার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা, অসৎসঙ্গে আসক্তি ইত্যাদিও এক একবার মনে হইয়া বড়ই প্রাণকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই সব ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ক্রমে তিনি অন্তঃপুরে কঙ্কণের শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহপ্রবেশ করিতে যেন সাহস হইতেছে না। পরে গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কি? একটী জ্যোতির্ম্ময়ী সুবর্ণ প্রতিমা, অযত্নে আলুথালু কেশে, বিশুষ্ক মুখে, মলিন বদনে, বহুমূল্য খাটের বাজুতে মাথা দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে। তাহার মলিন মুখে চন্দ্রকিরণ ছড়াইয়া

পড়িয়াছে, সুগন্ধ সান্ধ্য সমীরণ তাঁহার আলুলায়িত চুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছে। যুবতীর শরীরে একখানিও অলঙ্কার নাই; পরিধান একখানি মলিন বসন; তবুও তাহার রূপে গৃহে যেন এক নূতন দৃশ্য হইয়াছে। এ রূপরাশি শশিশেখর আর কখনও দেখেন নাই। কত শত বিখ্যাতা রূপসীগণ তাঁহার বৈঠকখানা শোভিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে ত তাহাদের কাহারও তুলনাই হয় না। এই কি সেই বালিকা কঙ্কণ? তাহার মধ্যেই কি এত সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত ছিল?

হায়! হায়! শশিশেখর তোমার কি ভ্রম! কোথায় পুণ্যময়ী সরলা সাধ্বী ধর্ম্মপত্নী, আর কোথায় কুটিলা বার-বিলাসিনী। উভয়ের মধ্যে স্বর্গে নরকে, আলোকে অন্ধকারে, সুবর্ণে ভস্মে, সুগন্ধ-ময়ী নলিনীতে আর সৌরভহীন পলাশ পুষ্পে যত অন্তর—তাহাই। অলঙ্কার কি সৌন্দর্য্য দিতে পারে? সৌন্দর্য্য অলঙ্কারে নাই, কেশ বিন্যাসে নাই, শরীরেও নাই। পবিত্র সৌন্দর্য্য আত্মার। আত্মার সৌন্দর্য্যেই বদন মণ্ডলে প্রতি-ফলিত হইয়া মানুষকে সুন্দর করে; উহাই প্রাণ আকর্ষণ করে, ভালবাসা আনিয়া দেয়। এই সৌন্দর্য্যই চিরস্থায়ী, অন্য সৌন্দর্য্য দুই দিনের পর চলিয়া যায়। উহা চক্ষুর সৌন্দর্য্য, পাত্‌লা পাত্‌লা, প্রাণের ঘন বিমল সৌন্দর্য্য নহে। প্রাণের সৌন্দর্য্য কখনও যায় না, চির-কাল মনে জাগে। এ সৌন্দর্য্য বারাঙ্গনার কুটিল কটাক্ষে, বা হাব ভাবে কোথায় পাইবে? এ স্বর্গের ছবি নরকের মধ্যে কোথায় দেখিবে?

পরমেশ্বর এক এক সময় মানুষের পক্ষে কি শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দুঃখীর প্রাণে সুখের স্রোত, পাপীর আঁধার হৃদয়ে স্বর্গের আলো, অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাসের বল আনিয়া তাহাদের জীবন ফিরাইয়া দেন যে তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক, অনেক ক্ষণ পরে, যখন শশিশেখরের চিন্তা শক্তির পুনরুদয় হইল। তখন একে একে নিজের পাপজীবনের কথা সকল মনে পড়িতে লাগিল। বাল্য জীবন, পিতার অসীম স্নেহ, কৈশোর কাল, যৌবন, বিবাহ, প্রাণের প্রতি প্রাণের টান্‌, ক্রমে পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া, পিতার প্রতি নিষ্ঠুরতা, অবশেষে এই সুবর্ণ প্রতিমা তাঁহারই অযত্নে আজ এত ম্লান, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া কঙ্কণের চরণে পড়িলেন।

এতক্ষণ কঙ্কণ দেখে নাই যে স্বামী আসিয়াছেন। কারণ শশিশেখর আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরে তৃতীয় লোক ছিল না, তাই সে প্রাণ-ভরিয়া ভগবানের নিকট স্বামীর জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। শশিশেখর যখন কাঁদিয়া তাহার চরণে পড়িলেন, তখন সে চমকিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া

দেখিল, স্বামী তাহার চরণে পড়িয়া কান্দিতেছেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠাইতে যাইয়া তুলিতে পারিল না; শশিশেখর দৃঢ়রূপে তাহার চরণ ধরিয়া আছেন। কঙ্কণ ক্ষণেক বিস্ময়াপন্ন ও অবাক্ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যদিও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, তথাচ জানিত না যে এত শীঘ্র তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ক্ষণেক পরে শশিশেখর কঙ্কণের নিকট ক্ষমা চাহিলেন, কঙ্কণ ধীরে ধীরে বলিল, "ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করুন। এস তুমি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাও, আর আমি তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই।" শশিশেখর নিঃশব্দে ভূতলে উপবেশন করিলেন। পাপীর প্রাণ ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে আর এক দৃশ্য দেখা দিল। যে শশিশেখর জীবনে অনুতাপ কি, তাহা জানিত না, আজ সে অনুতাপের দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত হইল। ক্রমে খাজাঞ্চি মহাশয় আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনিও শশিশেখরকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বুঝাইলেন, সংসারে থাকিলে যেমন পুনরায় পাপে পড়িবার সম্ভাবনা, সেইরূপ সংসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যত সহজ, নির্জ্জন অরণ্যে বা গিরিগুহায় তত কখনই হইবে না। আর অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে অরণ্যও নিরাপদ স্থান নহে। সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, সংসারে থাকিয়া বেশী ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যায়" ইত্যাদি ইত্যাদি। শশিশেখরের তপ্ত হৃদয় বৃদ্ধের উপদেশে ও কঙ্কণের প্রেমে অনেক শান্তিলাভ করিল। পরে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনা যায়।

একটী সামান্য সত্য ঘটনা এই উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অতি সুন্দররূপে প্রতীত হইবে যে পতিব্রতা নারীর রূপলাবণ্যে পর্য্যন্ত কি তাড়িতশক্তি লুকায়িত থাকে। নারীকে যে হিন্দুগণ "প্রকৃতি" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, বস্তুতঃ এ নামে রমণীরই সম্যক্ ও প্রকৃত অধিকার। প্রকৃতিতে যে শোভা ও শক্তি নাই, নারীর রূপলাবণ্যে ও আত্মার নির্ম্মল জ্যোতির স্রোতে তাহা বিদ্যমান। যে নারীর দেহ ও আত্মার শোভা হরিদ্বারে—পবিত্রস্বরূপের উজ্জ্বল সিংহাসনের পাদদেশে লইয়া যাইবার সোপান নহে, সে নারী নারী নামের যোগ্যা নহে। যে নারী চরিত্রের প্রভাবে পাপীকে সাধু করিতে পারে, সেই যথার্থ 'সতী' 'সাধ্বী' নামের উপযুক্ত।

উদাসীনের চিন্তা।

কাল তত্ত্ব।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলি সাধারণতঃই একটু জটিল, বিশেষতঃ আজি আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই একটু ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে ইহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে কি না সন্দেহ।

কবি "কালকে অনন্ত সাগরের" সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা কালকে সর্ব্বভুক্ সর্ব্বহন্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কবির কল্পনা-প্রসূত চিত্র দেখিয়া স্থূলবুদ্ধি দ্রষ্টা কালকে মনুষ্যের স্থায় এক ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও বা কাল দেবতা রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। নর নারী ভয়ে ভীত হইয়া কল্পিত কাল দেবতার লোল জিহ্বা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই যেন মাংস রুধির প্রদান করিয়াছে। এই সকল ভ্রান্তবুদ্ধি লোকের বিশেষ কোন অপরাধ নাই। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গূঢ় সত্যকে কল্পনার পরিচ্ছদ পরাইয়া জনসমাজে উপস্থিত করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক দোষী। কালে সকল ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া যাঁহারা কালকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পান তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। এখন কাল কি এই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

আমরা কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান উভয় দিকেই সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, তাহার এক দিকে ভূত কাল অপর দিকে ভবিষ্যৎ কাল। কিন্তু ভূত কালের এক দিকে সীমা আছে বটে, অপর দিকের সীমা নাই। কোন্ সময় হইতে ভূত কালের আরম্ভ হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু কোথায় তাহার শেষ, তাহা সকলেই বলিতে পারেন। ভূত কালের খরতর ধারা ঐ দেখ বর্ত্তমানের নিকট আসিয়া শেষ হইল। আবার ভবিষ্যতেরও এক দিকে সীমা আছে, অপর দিকে উহা অসীম ও অনন্ত। ভবিষ্যতের আরম্ভ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বর্ত্তমানের যেখানে শেষ, ভবিষ্যতের সেখানে আরম্ভ, ভবিষ্যতের শেষ কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই ত্রিকাল সমষ্টিই কবির "অনন্ত সাগর"। ইহার আরম্ভও কেহ জানে না, ইহার শেষও কেহ জানে না।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়া আসিলাম পাঠক তাহা পড়িয়া হয়ত বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমরাও কালকে একটা সত্তা বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা নহে। পাঠক! তোমরা জান জল জমিয়া বরফ হয়, অথবা জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। তোমরা জলের এই দুইটা অবস্থাই জান। কিন্তু একজন

পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহা না বলিয়া বলিবেন যে দুই আদি বস্তুর এই ত্রিবিধ অবস্থা অর্থাৎ অম্লজান এবং জলজান বাষ্পের এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সেই রূপ অন্তর্জগতে আত্মা নামক আদিম সত্তার অবস্থা অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমি দেখিতেছি। যখন দেখিতেছি, তখন শুনিতেছি না। তারপরক্ষণে আবার একটী শব্দ শুনিতেছি, তার পরক্ষণে জলের বিষয় ভাবিতেছি। এইরূপ আত্মার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অবস্থান্তর ঘটিতেছে। আত্মা যখন দেখিতেছে তখন তাহার যে অবস্থা, আত্মা যখন শুনিতেছে তখন তাহার সে অবস্থা নয় অর্থাৎ দেখা এবং শুনা এক কার্য্য নহে। মনে কর আত্মারূপ মহাসমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার এই বিভিন্ন কার্য্যগুলি তাহারই উপর দিয়া যেন তরঙ্গ রূপে বহিয়া যাইতেছে। একটি ফুল দেখিতেছি। যে মুহূর্ত্তে দেখিতেছি তাহাই বর্ত্তমান, কিন্তু মনে কর একটি লোকের দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু স্মৃতি শক্তি নাই। তাহার আশা এবং বুদ্ধি নাই, সে কি বর্ত্তমান, কি ভূত তাহা কি বুঝিতে পারিবে? না তাহা কখনও সমর্থ হইবে না। যেরূপ ভারত বর্ষকে জানিতে হইলে তাহার চতুঃসীমা জানা আবশ্যক, সেইরূপ বর্ত্তমানকে জানিতে হইলেও তাহার সীমাদ্বয় অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ জানা আবশ্যক। কিন্তু ভূত এবং ভবিষ্যৎকাল জানার অর্থ কি? তুমি এখন যাহা দেখিতেছ, পরক্ষণেই তাহা তোমার নিকট নাই, অতীতের গহ্বরে লুক্কায়িত হইল। আত্মা আবার আর একটী কাজে নিযুক্ত হইল। ইহাও অতীতের গর্ভে ডুবিল। এইরূপ আত্মার যে অবস্থা বর্ত্তমান, পরক্ষণে তাহাই অতীত। কিন্তু স্মৃতি শক্তি না থাকিলে এই অতীতের ঘটনা পুনর্ব্বার কখনও ত বর্ত্তমান হইত না। প্রত্যেকের জীবনেই এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা চিরকালের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে; আর বর্ত্তমানে ভাসিয়া উঠিতেছে না।

এখন অতীতকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের বিষয় একটু আলোচনা করি। বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতে একটা উদ্দেশ্য রাখিয়া দিতেছি। এই মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া সঙ্কল্প করিলাম কাল নৌকা যাত্রা করিব। সঙ্কল্প সাধন জন্য বর্ত্তমানে নৌকার মাঝির নিকট চলিলাম, বর্ত্তমানে তাহার সহিত চুক্তি হইল। সে নৌকা লইয়া আসিবে, নৌকা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কে বলিল যে আমার পরমুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিবে না। আশা অথবা বিশ্বাস মৃদুমধুর স্বরে বলিল তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যাহার আশা নাই, যে জানে যে পরমুহূর্ত্তেই তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতিত হইতে পারে, তাহার সঙ্কল্প শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমানই তাহাকে চালাইতেছে। ভবিষ্যৎ তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

করিয়াছে। স্মৃতি যেমন এক দিকে অতীতকে বর্ত্তমানের সহিত বাঁধিয়াছে, আশা সেইরূপ ভবিষ্যৎকে অপর দিকে তাহার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। যদি কোন মানুষ স্মৃতি এবং আশাবিহীন কল্পনা করিতে পারে, তাহা হইলে বলিব তাহার সময়জ্ঞান কিছুমাত্রও নাই। পাঠক এখন বুঝিতে পারিলেন যে স্মৃতি এবং আশা আছে বলিয়াই সময় আছে, অন্যথা সময় থাকিতে পারে না। স্মৃতি এবং আশা আবার আত্মার অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। আত্মা যদি এক অবস্থায় থাকে, আর তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হয়, অর্থাৎ আত্মা যদি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন এবং মনন প্রভৃতি কার্য্য হইতে অবসর লইতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্মৃতি এবং আশার লোপ হইবে। কারণ, আমরা কি স্মরণ করি? আত্মার যাহা ঘটিয়াছে। আমরা কি আশা করি? আত্মার যাহা ঘটিবে। যদি স্মৃতি এবং আশার বিলোপ হয়, তাহাহইলে সময় জ্ঞান থাকিবে না। সময় জ্ঞান ভিন্ন সময়ের অস্তিত্ব আছে, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। এজন্ত ভারতবর্ষীয় নিষ্ক্রিয় যোগের পক্ষপাতী মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করেন যে যতক্ষণ মানবের কাল জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ সে পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিতেছে। কাল জ্ঞানের তিরোধান হইলে আত্মা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আত্মার পরিবর্ত্তনের বিরামই নিষ্ক্রিয়তা।

সুর-সুন্দরী।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, যখন মোগল সম্রাট আকবর-সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন, সেই সময় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে একটী পর্ব্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, উহার নাম খোসরোজ বা আনন্দ বাজার রাখিয়াছিলেন। মাসের নবম দিনে ঐ পর্ব্ব হইত বলিয়া উহার অপর নাম নৌরোজা ছিল। ঐ খোসরোজ বা আনন্দ বাজার দিল্লির বেগম মহলে অর্থাৎ রাজান্তঃপুরে হইত, সুতরাং বাদসা ভিন্ন অপর কোন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। রমণীরাই ক্রেতা ও বিক্রেতা ছিলেন। ইহার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বাদশাহ ইহার দ্বারা সকল দেশের গুপ্ত সমাচার ও প্রজাসাধারণের মত জ্ঞাত হইতে পারিতেন। গোপনীয় উদ্দেশ্য সম্রাটের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই নৌরোজা বাজারে যাইয়া কত রমণীর যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে একজন রাজপুত মহিলা ইহা দেখিতে যাইয়া নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সতীত্ব রত্ন অসাধারণ বীরত্ব সহকারে রক্ষা

করিয়াছিলেন তাঁহারই বিষয় কিছু বলিব, তিনিই আমাদের সুর-সুন্দরী।

সতী সাধ্বী রাজপুত-রমণীর নিবাস-ভূমি রাজপুতানায় সতীর অভাব ছিল না। সতীত্ব রক্ষার্থ কত রমণী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, আত্মহত্যা করিয়া ও রমণীর অসম-সাহসিক কার্য্য, যুদ্ধ করিয়া যে প্রাণ দিয়াছেন তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক এখন মূল বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই।

যখন সমস্ত রাজপুতনার রাজাগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজ নিজ দুহিতা ও ভগ্নীগণকে সম্রাটকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় এক-মাত্র মিবার-রাজ প্রতাপ সিংহই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মোগল বাদসার সহিত তনয় তনয়াদিগের বিবাহাদি কোন সম্বন্ধই করেন নাই। ঐ সুর-সুন্দরী তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী বীরবর শক্তি-সিংহের দুহিতা ও রাঠোররাজ রায়-মল্লের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের বনিতা ছিলেন। আকবর শাহ যখন বারবার প্রতাপের তনয়তনয়াদিগের সহিত বিবাহ প্রস্তা-বাদি করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন এই সুরসুন্দরীকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, পবিত্র মিবারের রাজকুলে কলঙ্কার্পণ। দ্বিতীয়তঃ অসাধারণ-রূপ-লাবণ্য সম্পন্না সুরসুন্দ-রীকে লাভ করা। কথিত আছে যে সেই সময়ে সুরসুন্দরী রাজপুতনার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রূপসী ও গুণবতী ছিলেন।

আকবরের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহজ হইল। কারণ পৃথ্বীরাজ সেই সময় দিল্লিতে বাস করিতেন, অধিকন্তু তাঁহার বন্দী ছিলেন। তিনি প্রথমে রায়মল্লের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া পরিশেষে তাহার দ্বারাই ছলনা পূর্ব্বক সরলা সুরসুন্দরীকে নৌরোজার বাজারে আনাইলেন।

সরলা বালা ইহার মধ্যে যে কি অভি-সন্ধি আছে, তাহা জানিত না। সমস্ত দিন আনন্দমনে আনন্দ বাজার দেখিয়া ও দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোন স্থানে রাশি রাশি পুষ্পের গন্ধে বাজার আমোদিত করি-তেছে, কোথায় বা সুন্দর সুন্দর পশু, পক্ষী, পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে। কোনখানে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র, নানারূপ অলঙ্কার, মনোহর বস্ত্রাদি, অপরূপ সুগন্ধ দ্রব্য, নানাপ্রকার কারুকার্য্য ও শিল্পকার্য্য খচিত খেলানা ও পুত্তলিকাদি সজ্জিত হইয়া দর্শকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, কোন স্থানে নানারূপ আহার সামগ্রী ইত্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, আর অনেক নারী একত্র হইয়া ক্রয় বিক্রয় ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। এই সব দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কাল-সর্পিণী রাঠোর-মহিষী সুরসুন্দরীকে বাজারে একলা রাখিয়া ছলক্রমে বাদ-সাকে সংবাদ দিলেন। এদিকে যখন

সুরসুন্দরী দেখিলেন যে রাঠোর মহিষী সেথায় নাই, তখন ব্যাকুল ভাবে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা-স্থান খুঁজিয়া তাঁহার অন্বেষণ না পাইয়া ভীত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। বাহিরে আসিবার পথ একটু জটিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। একে সন্ধ্যা, তায় অপরিচিত স্থান, সুরসুন্দরী ভীত মনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্রমে একটী প্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই গৃহটীর পর একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইলেই বাহিরে আসা যায়, গৃহের মধ্যে এক-খানি প্রকাণ্ড মুকুর। চারিদিকে নানা-বিধ সুগন্ধে গৃহ আমোদিত, এবং প্রকোষ্ঠ "যুড়িয়া" একখানি সুন্দর মখমল বিস্তৃত আছে। তিনি গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র হঠাৎ চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল ও সমগ্র ভারতের অধিপতি আকবর সাহ মনোহর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। বাদসাহ প্রথমতঃ সুন্দরী সতীকে নানাবিধ স্তোকবাক্যে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। পরে নানারূপ মণিরত্ন, অপূর্ব্ব কৌষেয় বস্ত্র সকল, ও মহামূল্য কোহিনুর তাঁহার চরণে অর্পণ করিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় দিল্লীশ্বরের উপর প্রভুত্ব প্রভৃতিরও বার বার উল্লেখ করিতে লাগিলেন। বীররমণী অতর্কিত ভাবে এইরূপ বিপদ দেখিয়া ভীত হইলেন না। সমস্ত মণিরত্ন পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! তুমিই না ধীর, বীর, ধর্ম্মনিষ্ঠ আকবর্? তুমিই না কি সকল লোককে সমান ভাব? তুমি না কি জগৎগুরু বলিয়া আখ্যা পাইয়াছ? তোমারই যশঃখ্যাতিতে না কি ভারতভূমি প্লাবিত হইয়াছে? এই কি তোমার পুণ্য-রাশির পরিচয়? দুর্ব্বলা অবলার উপর আক্রমণেই কি বীরত্ব? আমার রক্ষার্থে জগদীশ্বর রহিয়াছেন। আমি তোমার প্রলোভনকে গ্রাহ্য করি না, বা তোমার ভয়ে ভীত নই, পথ ছাড়, আমি বাহিরে যাই।" আকবর্ সাহ শুনিয়াই অবাক্—মনে করিলেন এ কিরূপ নারী? দেখা যাউক ইহার সতীত্বের বল কত দূর! সুরসুন্দরীর কথা শুনিয়া তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দমন হইল না। মোহাচ্ছন্ন বাদসাহ যখন দেখিলেন প্রলোভনে কিছু হইল না, তখন উন্মত্ত-ভাবে হস্ত প্রসারিত করিয়া সতীকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। সুরসুন্দরী তাঁহার গ্রীবায় হস্তার্পণপূর্ব্বক বাদসাহকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইলেন এবং চক্ষুর পলকে বস্ত্র-মধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ অসি বাহির করিয়া আকবরের বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন "তবে পিতৃব্যের অসাধ্য কার্য্য এইবার শেষ করি। এইবার তৈমুর বংশ ধ্বংস হউক।

এইবার তুমি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কর।” এই বলিয়া যেমন তাঁহার গলদেশে প্রহার করিবেন, আকবর কাতর কণ্ঠে বলিলেন, “না! আমাকে হত্যা করিও না, রক্ষা কর। আমি তোমার প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। আমি তোমাকে মাতৃরূপে স্বীকার করিতেছি।” বাদসাহের কাতরোক্তিতে সতীর হৃদয় কথঞ্চিৎ দ্রব হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, অদ্য হইতে, বল বা ছলনাপূর্ব্বক কোনও রাজপুত রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিবে না।” আকবর নিষ্কৃতির জন্য তাহাই স্বীকার করিলেন। পরে সম্মানপুরঃসর সতী সুরসুন্দরীকে নিজালয়ে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। সতীও সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লইলেন।

রাজপুত রমণীগণের মানসিক বলের সহিত শারীরিক বীর্য্যও যথেষ্ট ছিল, নতুবা বীরেন্দ্র আকবরকে ভূমিতে নিক্ষেপ করা কখনও দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের সাধ্য হইত না। তাঁহারা যদিও আজ কালকার রমণীদিগের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা পান নাই, তথাচ যে সকল উচ্চগুণ থাকিলে রমণী প্রকৃত “নারী” নামের যোগ্যা হয়েন, সেই সকল গুণ তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। ইতিহাস পাঠে রাজপুত রমণীর সতীত্ব বিষয়ক সুন্দর সুন্দর গল্প অনেক অবগত হওয়া যায়।

বীরাঙ্গনা।

কর্ম্মদেবী, কর্ণবতী ও কমলাবতী।

বীরভূমি চিতোরের বীরাঙ্গনাগণ,
অসংখ্য যবনসেনা করিছে নিধন।
দুর্ভেদ্য কবচ পরি অশ্বে আরোহণ করি
করিতেছে অবিশ্রান্ত গোলা বরিষণ,—
গাছের আড়ালে থাকি, করি প্রাণপণ;
তিনটী বীর ললনা,—(ধন্য ধন্য বীরপনা!)
‘সম্রাট’* বিস্মিত হেরি তাদের সে রণ,
কত সাধুবাদ মনে করিছে তখন!
অঙ্কলের নিধি মা’র যুদ্ধক্ষেত্রে আগুসার
স্নেহের পুতলি ‘পুত্র’—হৃদয়ের ধন
সঁপিয়ে শত্রুর করে, জননীর মন
কেমনে তিষ্ঠিবে ঘরে?—কন্যা বধূ
সাথে করে
গিয়াছেন কর্ম্মদেবী নাশিতে যবন,
জগৎ—এ দৃশ্য আর দেখেছ কখন?
একাকী যুঝিবে রণে লক্ষ লক্ষ সেনা সনে
মায়ের পরাণে বল সহিবে কেমনে?
তাই আজ পশিছেন সমর প্রাঙ্গণে।
প্রাণাধিক প্রিয়তম,—(রূপে গুণে অনুপম)
যবনের সনে একা যুঝিছেন আজ,
প্রাণের সঙ্গিনী তাই ধরে রণ সাজ।

* আকবর।

অকপট-স্নেহাস্পদ—ভ্রাতার ভাবী বিপদ
ভাবিয়ে ভগিনী বসে থাকিবে কি ঘরে ?
পশিছে উৎসাহে মাতি সম্মুখ সমরে !
অহো ! কি অপূর্ব্বভাব ! (ধন্য রমণী স্বভাব !)
স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবার তরে,
যুঝিছে ক্ষত্রিয় নারী নির্ভয় অন্তরে !
প্রাণের মমতা ছাড়ি রণে মত্ত বীরনারী
বধিছে মোগল সেনা থাকিয়ে অন্তরে,
ছিন্ন ভিন্ন শত্রুগণ পলাইছে ডরে।
দেখিলা জননী হায় ! প্রাণাধিক দুহিতায়,
ভূতলশায়িনী এবে বীর্য্যবতী বালা,—
অতুল সৌন্দর্য্যরাশি জগত উজলা !
দৃকপাত নাহি তায় গোলা চালাইছে মায়
অকাতরে অবিশ্রান্ত শত্রুর উপর,
নিপাত করিছে রণে সেনা বহুতর !
ধন্য ধন্য কর্ম্মদেবী ! যেন গো তোমারে সেবি
জনম সফল করে ভাবী বংশধর,
তোমার সুযশ গায় যুগ-যুগান্তর।
কমলাবতীর করে বিপক্ষের গোলা প'ড়ে
কাতর করিল অতি ভীষণ আঘাতে,—
সহসা মূরছা গেলা পতির সাক্ষাতে।
যাই সে ধরাশায়িনী ছুটিয়ে পতি অমনি
দ্রুতবেগে এসে তুলি লইলেন করে,
অহো কি অপূর্ব্বভাব সতীর অন্তরে !
বারেক পতির পানে চাহি তৃষিত নয়ানে
অভিভূত হইলেন অনন্ত নিদ্রায় !
এমন পবিত্র ভাব আছে কি ধরায় ?
নিরখি স্বর্গীয় দৃশ্য অবাক্ স্তম্ভিত বিশ্ব !
বীরত্ব কাহিনী আজ কহিব কাহায় ?
ভারত সন্তান সব শৃগালের প্রায়।
নির্জীব ভারত আজ !—রমণীর রণসাজ
শৌর্য্য বীর্য্য কি বুঝিবে ?—কল্পনার কথা
নিশ্চয় ভাবিবে মনে,—নাহিক অন্যথা।
জাতীয় জীবন শূন্য, বিলোপ প্রতিষ্ঠা পুণ্য,
আর্য্যের শোণিত আর বহে না শিরায়,
নীচবৃত্তি হীনাচারে জীবন কাটায়।
পতিত অধম জাতি কি সুখে রয়েছ মাতি ?
দ্বেষ হিংসা পরস্পর একান্ত প্রবল,—
নাহি সে ধরম ভাব,—হৃদয়ে গরল।
শৃগালের বাসভূমি হয়েছ ভারত তুমি,
ভীরুতা আলস্য পাপ এবে দুর্নিবার,
রসাতলে গেল দেশ হল ছারখার।
কে জাগাবে এ জাতিরে, হেন বীর আছে কিরে
একটীও এ ভারতে ?—যাহার জীবন,
নিরখি জাগিবে এই মোহ-মুগ্ধ মন !
কোথা সে ধরম বীর প্রিয় পুত্র ভারতীর
শুনায়ে ধরম গাথা মাতাইবে সবে ?
আবার ভারতভূমি জাগিবে এ ভবে।
"ভারত হবে উদ্ধার" শুনিতে চাহিনা আর
কল্পনার কথা—শুনে জাগে না পরাণ,
কল্পনায় কবে দেশ পায় পরিত্রাণ ?
কথা কার্য্য দুই চাই, (শুধু) কথায় হবে না ভাই,
শুনেছি অনেক কথা—(ভাষা মনোহর !)
ভেসে ভেসে যায় সব—ভেজে না অন্তর।
দেও দুটি খাঁটি প্রাণ, স্বার্থ কর বলিদান,
দেশহিতে সবে মিলি কর প্রাণ পণ,
নিশ্চয় সফল হবে আশার স্বপন।
জাগগো ভগিনীগণ কর এই দৃঢ় পণ
"পরসেবা মহাব্রত পালিব সবায়,"
তবে যদি এ ভারত পরিত্রাণ পায়।

প্রাণি-তত্ত্ব।

৯ম সংখ্যা।

সূর্য্য মৎস্য।

সমুদ্রে গোলাকার আলোকময় এক প্রকার মৎস্য আছে, উহাদিগকে সূর্য্য মৎস্য বলিয়া থাকে। রাত্রিকালে জল মধ্যে বহুসংখ্যক সূর্য্য মৎস্যের ক্রীড়া অতি সুন্দর দেখায়। রাত্রিতে জলমধ্যে একটী সূর্য্য মৎস্য দেখিলে বোধ হয় যেন স্থির সমুদ্রে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। সূর্য্য মৎস্যের আলোকের বর্ণ অনেকটা চন্দ্র-কিরণের ন্যায়, তজ্জন্য ইহাকে কেহ কেহ চন্দ্র মৎস্যও বলিয়া থাকেন। এই জাতীয় মৎস্যের শরীরের কোন্ উপাদান হইতে আলোক নির্গত হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয়রূপে জানা যায় নাই। সূর্য্য মৎস্যের শরীর জ্যোতির্ম্ময় করিবার (সৃষ্টিকর্ত্তারই) বা কি উদ্দেশ্য, তাহাও এপর্য্যন্ত কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

গায়ক মৎস্য।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নৌ-বিভাগীয় কর্ম্মচারী হোয়াইট্ সাহেব আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত নামক পুস্তকে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন:—"এক দিবস কম্বোডিয়ার একটী নদীতে ভ্রমণ করিতে করিতে আরোহিগণ জাহাজের চতুর্দ্দিকে সহসা এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিলেন। সুদূরে অনেকগুলি ঘণ্টা যুগপৎ বাজিলে বা একটী বৃহৎ বীণাযন্ত্র বাজাইলে যে প্রকার মধুর ধ্বনি হয় এই শব্দ অবিকল সেইরূপ। শব্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পোতের দুই পার্শ্বে এক সুমিষ্ট তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। আর উহা শুনিতে পাওয়া গেল না। দুঃখের বিষয় যত লোক এই মৎস্যের বিষয় লিখিয়াছেন, কেহই ইহার আকার প্রকারের কথা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এই মৎস্য দুষ্প্রাপ্য নহে, লিস্বন্ নগরের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রভাগে, টেম্স্ ও মিসিসিপি নদীতে, মেক্সিকো উপসাগরের উত্তরে, নিউজিলণ্ডের অন্তর্গত গ্রে টাউন নামক বন্দরে ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে এবং অন্যান্য স্থানেও এই মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বাশিকোয়ে পিপীলিকা।

ইহারা অতি ভয়ানক জীব। এক মাত্র মৃত্যু ভিন্ন পৃথিবীতে ইহাদের শত্রু নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বড় বড় জন্তুগণ, সিংহ, ব্যাঘ্র,হস্তী প্রভৃতি ইহাদের ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়া থাকে। এই পিপীলিকারা উড্ডয়নশীল। ইহারা দল বাঁধিয়া সর্ব্বদা উড়িয়া থাকে। অন্যান্য পিপীলিকার ন্যায় ইহারা বাসা করিতে জানে না। আহার যখন পায়,

তখন দলে দলে আসিয়া ভক্ষণ করিয়া, আবার অন্যত্র আহার অন্বেষণ করে। ইহাদিগের দংশন অতি ভয়ানক। যখন কোন পশুকে ইহারা আক্রমণ করে, তখন দংশনকালে খানিকটা করিয়া মাংস কাটিয়া লইয়া নিমেষমধ্যে তাহার কঙ্কাল বাহির করিয়া দেয়। সেই জন্যই জন্তুগণ ইহাদিগকে বড় ভয় করে। ইহাদের দল খুব বড়, এমন কি এক এক দল পিপীলিকা আছে, তাহারা সমস্ত দিন এক স্থান দিয়া যাইলেও দল ফুরায় না। কাফ্রিরা তাহাদের কোন শত্রুকে হত্যা করিবার জন্য বাশিকোয়ে পিপীলিকার চলিবার পথে বৃক্ষেতে রজ্জু দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া রাখে। পিপীলিকারা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার শরীর নিঃশেষ করিয়া কঙ্কাল বাহির করে। মধ্য আফ্রিকার বন্য পশুরা ইহাকে যত ভয় করে, এত আর কোন জন্তুকে করে না। তাহারা কোন অজ্ঞাত উপায় দ্বারা ইহাদের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া দলে দলে ভীতির চিরপ্রসিদ্ধ নিদর্শন লাঙ্গুলধ্বজ উত্তোলনপূর্ব্বক সুদূর বনে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

আখ্যান মালা।

৮ম সংখ্যা।

১। কোন মহিলা এক ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ছেলেটীর চারি বৎসর বয়স হইল। ইহার শিক্ষা কখন আরম্ভ হইবে?" ধর্ম্মযাজক উত্তর করিলেন, "যদি তাহার শিক্ষা ইহার মধ্যেই আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে আপনি এই চারি বৎসর হারাইয়াছেন। শিশুর অধরে যখন প্রথম শৈশবের হাসির রেখা দেখা দেয়, তখন হইতেই তাহাকে শিক্ষা দিবার সুযোগ আরম্ভ হয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুর জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে, সদসৎ বিচার আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে শিশুর মন চতুর্দিক্ হইতে ভাব সকলকে স্পঞ্জের মত চুষিয়া লয়। এই সময়ে তাহার মানস-সরোবরে যে ভাব প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গমালার মত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে স্তন্যজীবী দার্শনিকের "দর্শন"শিক্ষা আরম্ভ হয়।

২। জর্ম্মণ দেশীয় মহা কবি গেটে (Goethe) শিলারের মত জননীর স্তন্যের সহিত যেন মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জনৈক পরিব্রাজক গেটের জননীর সহিত পরিচিত হইলে পর বলিয়াছিলেন, "এখন বুঝিতে পারিতেছি, গেটে এত বড় লোক কি ক'রে হলেন?" যিনিই অস্মদ্দেশীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর সহিত পরিচিত

ছিলেন, তিনিও ঐ কথা বলিতে পারেন।

৩। একটী বালক ঘুড়ি উড়াইতেছিল। সেই সময় একজন ধর্ম্মযাজক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "দড়ি ধরিয়া কি করিতেছ ?"

বালক—"ঘুড়ি উড়াচ্চি, মশাই।"

ধর্ম্মযাজক—"ঘুড়ি উড়াচ্চ ? কই ঘুড়ি দেখা যাচ্চে না ত,তুমিও কোন ঘুড়ি দেখ্‌তে পাচ্চ না।"

বালক,—"আমি দেখ্‌তে পাচ্চি না বটে,কিন্তু আমি জানি যে উহা রহিয়াছে, কারণ দড়িতে টান্ লাগ্‌ছে তাই বুঝ্‌তে পাচ্চি।"

ধর্ম্মযাজক। পরমেশ্বরও প্রাণের মধ্য হইতে টানেন, তাই মানুষ না দেখিলেও বুঝিতে পারে যে তিনি রহিয়াছেন।

৪। মহাত্মা পেরিক্লিস্ (Pericles) এত ধীর ও ক্ষমাশীল ছিলেন যে কিছুতেই তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারিত না। এক ব্যক্তি দিবারাত্রি পেরিক্লিসের কুৎসা করিয়া বেড়াইত। পেরিক্লিস্ কিন্তু তাহার বিষয় গ্রাহ্যই করিতেন না। সমস্ত দিন বিচারকার্য্যাদি করিয়া তিনি সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এক দিবস সেই ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গৃহ পর্য্যন্ত আসিল। পেরিক্লিস্ স্বাভাবিক ক্ষমা ও দয়াবশতঃ ঘোর অন্ধকার দেখিয়া নিজ ভৃত্যকে একটী দীপ লইয়া তাঁহার কুৎসাকারীকে গৃহে পৌঁছিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

৫। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডদেশে গৃহের দ্বারের উপর সৎচিন্তাপূর্ণ বচন লেখা থাকিত। চে সায়ারে এখনও পর্য্যন্ত ওয়াল্‌সাল্ এবং ট্রেটসীর মধ্যে * খৃঃ ১৬৩৬ সালে নির্ম্মিত একটী গৃহ আছে। উহার একটী জানালার উপরে একটী লাটিন বচন খোদিত আছে। তাহার অর্থ এই যে "তুমি কেবল আর এক মাস বাঁচিবে জানিলে কত কাঁদ, কিন্তু এক দিনও বাঁচিবে কি না জান না অথচ হাসিয়া বেড়াইতেছ!!"

৬। ফরাসিস দেশীয় মহাত্মা ফেনিলন (Fenelon) বড় পুস্তকপ্রিয় ছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার পুস্তকাগারে আগুণ লাগিয়া উহা পুড়িয়া যায়। এই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন "পরমেশ্বর! তুমি ধন্য যে ইহা কোন দীন দুঃখীর মস্তক রাখিবার গৃহ নহে। যদি এই পুস্তকগুলির মায়া ছাড়িতে না পারি,তবে বৃথাই উহা পাঠ করিয়াছি।"

৭। রোমের সুবিখ্যাত বীর কেয়স ডেন্টাটস তিনবার কন্সল বা শাসনকর্ত্তা পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি যুদ্ধে সামনাইট জাতিকে পরাভূত করিলে তাহারা উৎকোচদ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে বীরবর বলেন,—"নিজে ধনী না হইয়া ধনীদিগের শাসনকর্ত্তা হইতে অধিক ভালবাসি। আর যে লোক সমরক্ষেত্রে পরাভব স্বীকার করে নাই, সে অর্থের নিকটে পরাভব স্বীকার করিবে না।"

* Walsall and Tretsay.

গৃহধর্ম্ম।

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারং বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধু নেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৩

যত্নশীল হবে গৃহী ভার্য্যার পালনে,
সাবধানে বিদ্যাশিক্ষা দিবে সুতগণে।
পোষিবে আদরে সদা আত্মীয় স্বজন,
গৃহস্থের এই সার ধর্ম্ম সনাতন ॥

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ২৪

যত্নসহ কন্যার পালন—শিক্ষা দান,
পিতার কর্ত্তব্য এই ধর্ম্মের বিধান।
হইলে বিবাহযোগ্যা সহ রত্ন ধন,
বিদ্বান্ পাত্রেতে কন্যা করিবে অর্পণ ॥

যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ২৫

পতি অনুরূপ গুণ ধরে নারীগণ,
সমুদ্রের সহ যথা নদীর মিলন।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা অজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং ॥ ২৬

পতিভক্তি, পতিসেবা, ধর্ম্মজ্ঞানহীন
বালিকা বিবাহযোগ্যা নহে শাস্ত্রাধীন।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥ ২৭

জ্ঞানী পিতা কন্যাতরে পণ নাহি লয়,
পণগ্রাহী অপত্যবিক্রয়ী দুরাশয়।

বিন্ধ্যাচল।

ছাড়ি বঙ্গদেশ—যেখানে প্রকৃতি
সৌন্দর্য্যের ডালী মাথায় করে,
শ্যামল আসনে—কুসুম খচিত
সেবিছে পবন আনন্দ ভরে ॥

২

—যেখানে কৃষক—হল ল'য়ে কাঁধে
মধুর রবেতে ধরিছে তান।
যেখানে বিহঙ্গ সুকণ্ঠে সতত
শ্রবণ-জুড়ান গাইছে গান ॥

৩

যেখানে পাদপ শত শাখা মেলি
ক্লান্ত গাভীগণে দিতেছে ছায়।
যেখানে রাখাল তরু-তলে বসি
সেবিছে সুমন্দ মধুর বায় ॥

৪

শীত গ্রীষ্ম যথা নহে খরতর,
বসন্ত যেখানে সতত রাজে।
যেখানে প্রকৃতি লাজশীলা বালা—
যদিও সজ্জিতা বিবিধ সাজে ॥

৫

ছাড়ি হেন দেশ—এই দূর দেশে
কেন আছ গিরি কাহার লাগি,
কেন বা নিভৃতে রয়েছ দাঁড়ায়ে
কেন বা সংসার-বাসনাত্যাগী ?

৬

সু-উচ্চ আকাশ—ধরিয়াছ মাথে,
তবুও নিস্পন্দ নিশ্চল কেন ?
মানব-মহিমা একটু বাড়িলে
কভুত নীরব থাকেনা হেন !

৭

কত পদ ধূলি—বক্ষেতে তোমায়
নীরবে সহিছ কেন এ সব ?
তব অঙ্গ কাটি করে খণ্ড খণ্ড,
তবু মুখে নাহি একটী রব।

৮

কার ধ্যানে গিরি আছ নিমগন,
সহিছ এসব কাহার তরে ?
কেন শত ধারে তব বক্ষ ভেদি
ওই বারি ধারা সতত ঝরে ?

শরৎ ও সরোজিনীর কথোপকথন।

শরৎ। আমি যদুর উপর এত চটিয়াছি, যে আমি অবশ্য—

সরো। তুমি অবশ্য—কি তাকে মারিবে ?

শ। না বোন্ তা বলিতেছিলাম না। আমি বলিতেছিলাম যে আমি অবশ্য আমার 'কৃতজ্ঞতার পুস্তক'খানি দেখিব।

স। "কৃতজ্ঞতার পুস্তক" সে কি রকম বই আমি জানিতে চাই।

শ। (এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমার জেব হইতে বাহির করিয়া) এই সে পুস্তক। আমি ইহা হইতে কিছু পাঠ করিব শুনিবে ?

স। পাঠ কর।

শ। ৮ই জ্যৈষ্ঠ—"যদু আমাকে তাহার নূতন ভূগোল পড়িতে দিয়াছিল। আমি একটী টাকা হারাইয়াছিলাম, যদু খুঁজিয়া দিয়াছিল।"

৩০এ জ্যৈষ্ঠ—"যদুদের বাগানে লিচু ফল পাকিয়াছে, যদু আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল এবং কত খাওয়াইল।" যদু বড় দয়ালু বালক।

স। শরৎ তোমার এ বইয়ে তুমি আর কি কথা লিখিয়া থাক ?

শ। যিনি আমার প্রতি যে কোন দয়ার কার্য্য করেন, ইহাতে তাহা লিখি। সে কার্য্যগুলি যে কত, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে। এ সকল লিখিয়া রাখাতে আমার বড় উপকার হয়। কেবল স্মরণ করিয়া রাখিতে গেলে ভুলিয়া যাইতে হয়। বোধ হয় আমি লোকের দয়া পাইয়া বড় অকৃতজ্ঞ হই না। আমার যখন মন খারাব হয় বা কাহারও প্রতি বিরক্ত হয়, তখন আমার এই পুস্তক দেখিয়া মন বড় খুসী হয়।

স। তুমি কি রকম কথা সকল লেখ, আমি দেখিতে চাই। শরৎ, তোমার বই খানি কি একবার পাই ?

শ। কেন পাইবে না বোন্ (এই বলিয়া তাঁহার হাতে বই দিল।)

স। (বই লইয়া পড়িতে লাগিল) "হরি এক দিন তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা

করিল।" "শ্যামের মা আমাকে ১০টী ফুল দিয়াছিলেন।" "আমার যখন পীড়া হইয়াছিল, সুশীল প্রতিদিন আসিয়া খবর লইয়াছে এবং আমি আরোগ্য হইলে দেখিতে আসিয়াছে।" "আমার এক দিন জলখাবারের পয়সা ছিল না, যাদব দুইটী পয়সা ধার দিয়াছে।" বা। এত কথা লিখিয়া রাখিয়াছ। আচ্ছা শরৎ, প্রত্যেক পাতার উপরে "পিতা মাতা" বলিয়া লিখিয়াছ কেন?

শ। তাঁহারা আমার প্রতি এত দয়ালু, প্রতিদিন এত দয়ার কার্য্য করেন, যে আমি সব লিখিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের অবিরত দয়া ও স্নেহ স্মরণ রাখিবার জন্য কেবল তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখি। আমি জানি তাঁদের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। বইয়ের প্রথমে কি লিখিয়াছি একবার পড়িয়া দেখ।

স। (প্রথম পাত খুলিয়া পড়িতে লাগিল) "প্রত্যেক দয়ার কার্য্য ঈশ্বর হইতে।"

শ। আমি যত সুখ ভোগ করি, তাহার জন্য সর্ব্বসুখদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করা উচিত, এইটী স্মরণের জন্য ওকথা লিখিয়াছি। পিতা মাতার ন্যায় ঈশ্বরের দয়ার কার্য্যও গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

স। শরৎ, তোমার এ বই খানি আমার বড় ভাল লাগিল। আমি মাকে বলিব আমাকে এক খানি বাঁধান সাদা বই কিনিয়া দেন। তোমার মত আমিও "কৃতজ্ঞতার পুস্তক" সঙ্গে সঙ্গে রাখিব।*

রোমান্ জাতির পাশব ক্রীড়া।

রোমানেরা যখন সসাগরা বসুন্ধরা করতলস্থ করিল, তখন ঘোরতর অহঙ্কারী ও ভোগবিলাসী হইয়া উঠিল। তাহাদিগের [illegible]মেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য এক আশ্চর্য্য ক্রীড়া-মঞ্চ প্রস্তুত করিল। ইহার নাম কলিসিয়ম। রোমনগরের সপ্তশৈলের মধ্যস্থলে প্রায় ২০ বিঘা জমী যুড়িয়া এক গ্যালারী তৈয়ার হইল। তাহা এত বড় যে ৮৭০০০ লোক এককালে তাহাতে বসিতে পারিত এবং এরূপ ভাবে গঠিত, যে প্রত্যেক দর্শক আপনার আসন হইতে সম্মুখস্থ ক্রীড়া-ভূমির সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিতে পারিত। সম্মুখস্থ এই ক্রীড়াভূমির নাম এরিণা বা বালুময় ক্ষেত্র। শ্বেত প্রস্তরের গুঁড়াতে তাহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইত যে দেখিতে যেন তুষারময় ভূমিখণ্ড। তাহার চারি ধার দিয়া একটী প্রবল বেগশালী জলস্রোত প্রবাহিত। স্রোতের ধার হইতে একটী প্রস্তর প্রাচীর খাড়া হইয়া উঠিয়া

* বালক বালিকাদিগের জন্য অনুবাদিত।

উপরে এক প্রশস্ত (প্লাটফরম) পীঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহার উপর সম্রাটের সিংহাসন এবং চারি ধারে প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, সেনেটর ও বেষ্টা * কুমারীদিগের জন্য হস্তিদন্ত ও স্বর্ণখচিত আসন। তাহার পশ্চাতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আসন, তৎপশ্চাতে রোমের স্বাধীন অধিবাসীদিগের বসিবার স্থান। তৎপশ্চাতে আর একটী প্রস্তর পীঠের উপর রমণীগণের আসন। তৎপরে সাধারণ লোকদিগের বসিবার জন্য কাষ্ঠাসন। আসন সকলের উর্দ্ধে ছাদ ছিল না, কিন্তু স্থূল রজ্জু সকল টাঙ্গান থাকিত, রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণার্থ ধূমল বর্ণের রেসমী চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত। নাবিকগণ এই কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল।

রোমকদিগের যখন কোন আমোদের উপলক্ষ উপস্থিত হইত, তখন কলিসিয়মে ধুম ধামের সীমা থাকিত না। নগরবাসী সকলে তথায় একত্র হইত এবং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কৌতুক দর্শন করিত। একাদিক্রমে বহুদিন ক্রীড়া প্রদর্শনী হইত। সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়ারম্ভের আদেশ করিতেন। যেরূপ প্রণালীতে সচরাচর ক্রীড়া সম্পন্ন হইত, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। প্রথমে কাছির উপর হাতীর নাচ। হস্তী অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া রজ্জু অবলম্বনে নাচিতে নাচিতে অবতরণ করিত। তৎপরে একটী ভল্লুক রোমীয় প্রাচীন রমণীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একখানি কেদারায় বাহিত হইত, অপর একটী ভল্লুক উকীলের পোষাক পরিয়া পশ্চাতের দুই পায় দণ্ডায়মান হইয়া রমণীর সম্মুখে বক্তৃতার অভিনয় করিত। কখন কখন এক সিংহ মস্তকে রত্নোজ্জ্বল মুকুট, কণ্ঠে হীরক হার, জটায় সোণার পাত পরিধান করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত নখর প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবিধ ক্রীড়া করিত, তাহার সম্মুখে একটী শশক নির্ভয়ে নৃত্য করিত। তৎপরে ১২টী হস্তী দর্শন দিত। তাহাদের ৬টী পুং হস্তী টোগা * এবং ৬টী স্ত্রী হস্তী অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া সুসজ্জিত পালঙ্কে বসিয়া হস্তিদন্ত নির্ম্মিত টেবিলে ভদ্রলোকের ন্যায় পান ভোজন করিত এবং শুঁড়ে করিয়া গোলাপ জল চারিদিকে ছড়াইয়া দিত। তৎপরে আরও অনেক গুলি হস্তী নৃত্যের পোষাক পরিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিকে ফুল ছড়াইত এবং নৃত্য করিতে থাকিত। কখনও কখনও উঠানে জল ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং তথায় বিবিধ অদ্ভুত জন্তুপূর্ণ জাহাজ আসিয়া ভগ্ন হইয়া যাইত এবং জন্তু সকল চারিদিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত। কখনও কখনও

* বেষ্টাদেবীর কুমারীগণ চিরকাল অবিবাহিত থাকিতেন এবং পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। রোমানেরা তাঁহাদিগের বিশেষ সম্মান করিত।

* রোমের রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা টোগা নামক পরিচ্ছদে শরীর আচ্ছাদন করিতেন।

ভূমি বিদীর্ণ হইয়া তাহার মধ্য হইতে সহসা স্বর্ণফল সমন্বিত বৃক্ষরাজী উৎপন্ন হইত। অরফিয়স * নামধারী একটী সুগায়ক বীণা বাজাইয়া গান করিত, বৃক্ষ সকল তাহার চারি দিকে নৃত্য করিতে থাকিত। পরে কতকগুলি জীবন্ত ভল্লুক আসিয়া এই গায়ককে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিত।

উপরে যে সকল আমোদ বিবৃত হইল, তাহার অধিকাংশ নির্দ্দোষ, ইহাতে রোমানদিগের সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইত না। এই জন্য নানা প্রকার নিষ্ঠুর ও বীভৎস আমোদের সৃষ্টি হয় এবং আমোদ বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃ সে গুলি প্রদর্শিত হয়। পোষা ভল্লুক, সিংহ, হস্তী প্রভৃতির নৃত্য শেষ হইলে প্রাঙ্গণের চারিদিকের কতকগুলি কবাট খুলিয়া দেওয়া হইত এবং বন্য গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বৃষ, সিংহ, চিতাবাঘ ও বরাহ সকল যাহাদিগকে অল্পদিন হইল বন হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সরোষে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইত। দর্শকগণ কৌতূহলপূর্ণ নয়নে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আক্রমণ প্রণালী দর্শনার্থ ব্যগ্র হইত। যাহারা আক্রমণে উদ্যত না হইত, তাহাদিগকে লাল বা শ্বেত বস্ত্র দেখাইয়া, কশাঘাত করিয়া বা তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উত্তেজিত করা হইত। যখন বন্য জন্তুগণ পরস্পরের আক্রমণে হতাহত হইত ও বিকট চিৎকার করিত, রোমানদিগের চক্ষু কর্ণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। যখন একটী জন্তু আর সকলকে মারিয়া ফেলিতে পারিত, তখন রোমানেরা তাহার জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটাইয়া মৃতদেহ সকলের উপর মুক্ত ভাবে তাহাকে বিচরণ করিতে দিত। এই প্রকার নিষ্ঠুর আমোদের জন্য অসংখ্য জন্তু আনীত হইত। রোমান শাসনকর্ত্তারা বিদেশ হইতে বিশেষ যত্ন সহকারে দলে দলে সিংহ, হস্তী, উটপক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন—যত বিচিত্র, ভয়ঙ্কর ও নূতন জন্তু পাইতেন, ততই তাঁহারা অধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন, কারণ রোমানেরা তদ্দ্বারা অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। রোমানেরা রক্তস্রোত প্রবাহিত দেখিতে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারিত না। এজন্য ক্রীড়ামঞ্চের স্তম্ভাবলী হইতে নানাবিধ সুগন্ধ মসলা মিশ্রিত সুরার ফোয়ারা সকল খুলিয়া দিত, তাহার গন্ধে রক্তের গন্ধ ঢাকিয়া ফেলিত।

(ক্রমশঃ)

---

* গ্রীক পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, অরফিয়স নামে গায়ক যখন গান করিতেন, বনের পশু সকল নিস্পন্দ হইয়া শ্রবণ করিত এবং তরুগণ চারিদিকে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত।

শিশুশিক্ষা।

এই সকল ব্যতীত শিশু শিক্ষার বিষয়ে অন্য ক্রটীও লক্ষিত হয়। শিশু কোনও দূষণীয় কার্য্য করিলে তাহার মা হয় ত যৎপরোনাস্তি উত্তম মধ্যম দিয়া নিজ ক্রোধবৃত্তি চরিতার্থ করেন। কথা না শুনিলে মার ভ্রূকুটী বা চপেটাঘাতে শিশুর অন্তরাত্মাকে জড় সড় করিয়া দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার উপর শিশুর প্রেম ও শ্রদ্ধা হ্রাস পায় এবং প্রেম, শ্রদ্ধা হ্রাস পাইলে তাঁহাদের উপদেশেও আর তত ফলোদয় হয় না। অন্য দিকে বরং তাহারা যথেষ্ট কুশিক্ষা লাভ করে। ভৃত্যের প্রতি ব্যবহারের বিষয়েও জনক জননী সাবধান হইবেন। বাবুরা হয় ত "শ্যালকের অপভাষা" ইত্যাদি নীতিগর্ভ বাক্য দ্বারা ক্রোধ পরবশ হইয়া ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিতেছেন, বাড়িতে সর্ব্বদাই পরনিন্দা ও হিংসা, দ্বেষ ও নীচতার কথা হইতেছে, শিশু তবে কিরূপে নীতি শিক্ষা করিবে? বালক বালিকা শৈশব হইতে চতুর্দ্দিকে মিথ্যা ও অপবিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখিলে জীবনে ঘোর দুরাচার ভিন্ন আর কি হইবে? গৃহে দোল দুর্গোৎসব পূজার সময়, বিবাহাদি ঘটার সময় এবং হয়ত বার মাসই রীতিমত সুরাদেবীর পূজা হইতেছে এবং বেশ্যার নাচত থাকিবেই, তবে শিশু সন্তান কিরূপে নীতিমান ও সুরুচিসম্পন্ন হইবে? মা হয়ত "বাসর ঘরে" ছড়া, গান, সুরুচিসম্পন্ন উপহাসাদি দ্বারা কন্যাদিগকে সদাচার শিক্ষা দিতেছেন—এদিকে লজ্জায় জড়সড়, কিন্তু এমন কদর্য্য সঙ্গীত নাই যা ঘোমটার মধ্য হইতে বাহির হয় না। এরূপ মার ছেলে মেয়ে কি কখনও ভাল হইতে পারে? শিশুকে "কুকথা মুখে আনিও না" কেবল বলিলেই চলিবে না। অতএব প্রত্যেক জনক জননীর আপনার আচরণ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

ছেলে মেয়েকে ভৃত্যের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে। তাহারা চাকর চাকরাণীর নিকট থাকিলে তাহাদেরই চরিত্র অনুকরণ করে। বহুমূল্য হীরক কি ভৃত্যকে রাখিতে দেন? তবে প্রাণের প্রিয় বস্তু বালক বালিকাদিগকে অন্যের হস্তে দেন কিরূপে? চাকর চাকরাণীর উপর নির্ভর করার যে কি বিষময় ফল, তাহা ধনীদের পুত্রাদির বিষয় ভাবিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। আমি বলিতে পারি যে ভৃত্যের নিকট তাঁহারা যত কুশিক্ষা লাভ করেন, এমন আর কোথাও নহে। অতএব এ বিষয়েও শতবার সাবধান!!!

জননীগণ! শিশুদের প্রতি কখনও উদাসীন হইবেন না। যাহারা আপনাদের হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু, তাহাদিগকে কিরূপে চিরদুঃখের রাজ্যে ভ্রমণ করিতে দিবেন? যদি কাহাকেও সুস্থ হইতে

হয়, তবে আপনাদিগের সর্ব্বাগ্রে সুস্থ হওয়া আবশ্যক। যদি কাহাকেও জ্ঞানী, ও পবিত্রচরিত্র হইতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে আপনাদিগের হৃদয় ঘরকে মার্জ্জিত করিতে হইবে। আপনাদের চরণে বসিয়া মানব জাতি প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান লাভ করিবে। আমাদের মধ্যে একটী গুরুতর অভাব আছে। আমাদের "Good home" বা সুপরিবার প্রায় নাই বলিলেই হয়। ইয়োরোপীয় জাতির এই জিনিষ আছে বলিয়া তাহাদের এত উন্নতি। নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের আকর্ষণে সকলেই আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের সঙ্গ প্রিয়তম বোধ হয় বলিয়া ইয়ুরোপে পারিবারিক সুখ এত অধিক। যদি জাতিকে পরিবার-সমষ্টি বলিয়া ধরা যায়, তবে বুঝা যাইবে যে জাতীয় উন্নতির মূল কোথায়। নারীগণ যদি জ্ঞান ও চরিত্রে উন্নতা না হয়েন, তবে পরিবারস্থ সকলে তাঁহাদের নিকট থাকিতে চাহিবে কেন? পরিবারের ছেলে মেয়েরা বাহিরের সঙ্গ চাহিবে, এবং অজ্ঞানতা-বশতঃ কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দেরই দিকে যাইবে। এক দিন শ্রদ্ধেয় হাইকোর্টের জজ বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে 'তাঁহার জননীর সঙ্গ এমনই মধুর ও স্বাস্থ্যকর ছিল যে তিনি বিদ্যালয় হইতে আসিলে সকল সময়ই মার সহিত কাটাইতেন, আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। মাতার দৃষ্টান্তের অনুকরণে নিজ পরিবারকে বালক বালিকাদের আকর্ষণের বস্তু করাতে তাঁহার সন্তানেরা অন্য সঙ্গের জন্য লালায়িত নহে।' বলা বাহুল্য যে তাঁহার ও তাঁহার জননীর এই সন্তান-আকর্ষণী শক্তির যে কি মধুময় ফল ফলিয়াছে তাহা যিনি তাঁহার পরিবারের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই বেশ জানেন। বালক বালিকাদের মার উপর অধিক শ্রদ্ধা ও প্রেম, অতএব মার শিক্ষাই অধিক ফলদায়িনী হইবার সম্ভাবনা। ইহা একরূপ অভ্রান্ত সত্য যে সুপরিবারে, সুমাতার নিকট থাকিলে যেমন শিক্ষা হয় এমন আর কোথাও হয় না। জননীগণ! ভগ্নীগণ! আপনারা নিজ নিজ পরিবারকে এক একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে সচেষ্ট হউন, যেন সেখানে পরিবারস্থ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই আসিবার জন্য লালায়িত হন এবং আসিয়া আনন্দ ও উপকার লাভ করিতে পারেন; এবং বাহিরের কোন লোক আসিলেও যেন আপনাদের জীবনের সৌরভে আকুল ও আকৃষ্ট হয়েন।

প্রেম, ক্ষমা ও ধৈর্য্যে মানব সমাজ পালিত ও রক্ষিত হইয়াছে ও হইবে। রমণীগণ! আপনারা এই সকল গুণের জীবন্ত মূর্ত্তি। আপনাদিগকেই ভগবান আমাদের রক্ষণ পালন ও শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনারা নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিবেন না, উহার

গুরুত্ব বিস্মৃত হইবেন না। চিরদিনই মানব সমাজের উন্নতি আপনাদেরই দ্বারা সাধিত হইয়া আসিতেছে। চিরদিনই মানব সমাজে ধর্ম্মের হোমাগ্নি আপনাদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। আজ মার্কিন রমণীগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যা,ভাই ভগ্নীদিগের জ্ঞান শিক্ষা ও নীতি শিক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইয়াছেন, তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন। সত্য ও পবিত্রতা এবং পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা মানব সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। মানুষের মুক্তি আপনাদের হস্তে। বাইবেল বলেন নারী হইতে পাপ পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাই স্বর্গের দূতেরা আর পৃথিবীতে আইসে না। ইহা ঠিক্ কথা নহে। আমি বিশ্বাস করি নারীগণ দ্বারা জনসমাজ হইতে পাপ তাড়িত হইবে। স্বর্গের দূতগণ আপনাদেরই গুণে লজ্জিত হইয়া আর পৃথিবীতে মুখ দেখান না। নারীর সৃষ্টির পর তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভারতের রমণী। ভারত চিরদিন সতীনারী ও ধর্ম্মের জন্য জগতে বিখ্যাত। আজ কি ভারতী মাতা জগতে তাঁহার কন্যাদিগকে দেখাইতে লজ্জিত হইবেন? দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় সুসভ্য ইংরাজ এদেশে আসিয়াছে বলিয়া নারীকুলের বিলুপ্তপ্রায় গৌরবসূর্য্য আবার ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতা উষাকালের সহিত পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে এবং ভারতাকাশের ঘন তমোরাশি ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। আমাদের জননীকুল যখন জাগিতেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ যখন তাঁহাদের ও ভগবানের হস্তে, তখন আর আমাদের ভয় ভাবনা কি? আমরা রক্ষা পাইবই পাইব।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২১এ জুলাই কলিকাতার টাউন হলে মহা সমারোহে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনা হইয়াছে। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েকটী বঙ্গমহিলাও সভাধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

২। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্ম মন্দিরে আফ্রিকা পর্য্যটক ষ্টানলী সাহেবের সহিত কুমারী ডোরথী টেনাণ্টের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনেক মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৩। ভারতের রমণীগণ যাহাতে চিকিৎসার সাহায্য পান, সেই উদ্দেশে লণ্ডনে এক সভা আছে। সম্প্রতি এই সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে সার গ্রাণ্ট ডফ সভাপতির কার্য্য করেন। লর্ড রিয়াই প্রভৃতি ভারতহিতৈষী উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ মহিলাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

৪। বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় এ বৎসর যে ৫টী ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

১৯।	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৮০
২১।	অরবিন্দ ঘোষ	১৮৫৭
৪২।	জি মাড গেওকর (বোম্বাই হিন্দু)	১৫৮৩
৪৩।	মহম্মদ যুজফ (বাঁকীপুর)	১৫৬৭
৪৫।	মহীমোহন ঘোষ	১৫৪৯

৫। কোন সাহেব গণনা করিয়াছেন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের গড় ওজন ১॥৫ এক মণ পঁচিশ সের এবং স্ত্রীলোকের ১।৫ এক মণ পনর সের মাত্র। পুরুষের শরীরের গড় উচ্চতা ৫ ফিট, ৯ ইঞ্চ; স্ত্রীলোকের ৫ ফিট, ৪ ইঞ্চি মাত্র। আশ্চর্য্য, জর্ম্মণির কোন বিদ্যালয়ে একটী ছাত্রীর বয়স ১১ বৎসর মাত্র, ইতিমধ্যে তাহার শরীর দীর্ঘে ৬ ফিট বা ৪ হস্ত হইয়াছে।

৬। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ডেহোমি রাজ্যের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ হইতেছে। ডেহোমিরাজের ৮০০০ রমণী সৈন্য আছে, তাহাদের বিক্রম দেখিয়া ফরাসী সৈন্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে।

বামারচনা।

তিন দিনের কথা।

একদিন দুইদিন তিনদিন যায়,
　　দিন যায় রাতি আসে,
　　রবি গেলে শশী হাসে
ধরণী তেমনি ভরা স্নেহ মমতায়।
　　নিঠুর আমারি মন,
　　তোরে ছেড়ে প্রাণধন,
আসিয়াছি কত দূর মাগিয়া বিদায়,
স্নেহের প্রতিমা মোর রয়েছে কোথায়? ১

বোঝে না পাষাণ মন অপরের জ্বালা,
　　যাহারা হৃদয়হীন,
　　তারা বলে "তিন দিন"
বোঝে না এ তিন দিন কি আগুণ ঢালা;
　　তিন দণ্ড তিন ক্ষণে,
　　তিন যুগ লাগে মনে,
না হেরিলে তোরে প্রিয়, মণিময় মালা,
কাঙালের সবে ধন তুই প্রিয়বালা! ২

নয় বছরের মেয়ে প্রিয়টী আমার,
　　স্বরগের কচি উষা,
　　বসন্তের নব ভূষা,
আশীর্ব্বাদী ফুলটুকু ইষ্ট দেবতার!
　　কত সুখ কত দুখ
　　মাখানো ও চাঁদমুখ,
কত স্মৃতি প্রীতি কত আলোক আঁধার!
পরে কি তা বোঝে প্রিয় কি তুমি আমার? ৩

সরলা সোণার মেয়ে সুখের আধার,
　　কখন মলিন মুখে
　　ভূতল ভাসায় দুখে,
কখন হাসিয়া ওঠে উজলি সংসার!
　　দেখিয়া দেখিয়া তাই
　　হেসে কেঁদে মরে যাই,
কত কথা মনে জাগে কারে ক'ব আর—
সোণার সরলা মেয়ে প্রিয়টী আমার! ৪

একটী বাঁধন তুই এ উদাস প্রাণে,
আজিও সংসারে থাকা,
সুখ-সাধ বুকে রাখা,
সে কেবল চেয়ে তোর অই মুখ পানে;
আমার ভবিষ্য রেখা
তোরেই কপালে লেখা,
আশার নিভন্ত আলো মাখা ও বয়ানে,
তুই তো অমৃত-কণা এ মরু শ্মশানে। ৫
অবোধ বালিকা মোর, কিছুই বোঝ না,
আজিও সাথীর সনে
খেলা করে বনে বনে,
আজিও পুতুল পেলে পুলকে মগনা;
সহপাঠী সহ যুটি
কত কর ছুটো ছুটি
নাই ও বিমল বুকে বিষাদ ভাবনা,
সংসারের ধার প্রিয়, কিছুই ধার না! ৬
নিঠুর সংসার এ যে নিঠুর সংসার,
ভরা কত দুখ, পাপ,
কত শোক কত তাপ,
কত হিংসা দ্বেষ আর কত হাহাকার;
তোরে হায় স্নেহলতা,
লুকায়ে রাখিব কোথা,
আশীর্ব্বাদী ফুল টুকু ইষ্ট দেবতার,
কোথায় রাখিলে তোরে ছোঁবে না
সংসার? ৭
তোরে ত সঁপেছি প্রিয়, বিধাতার পায়,
তোর ও হৃদয় মন,
তাঁহারি পবিত্রাসন,
হো'ক হো'ক চির দিন দেব-করুণায়!
আর চাই অবিরত
যাঁর প্রিয় তাঁরি মত
হয় যেন, দেখে সুখে মরে যাই হায়,
অন্তিমের শান্তি হো'ক প্রাণ প্রতিমায়। ৮
একে একে তিন দিন হল অবসান,
দিন যায় রাতি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে,
দেখিনি সে মনোরমা আমিরে পাষাণ!
কত দিনে ঘরে গিয়ে,
তোরে প্রিয়, কোলে নিয়ে
জুড়াব তাপিত-বুক, ব্যথিত পরাণ,
এলায়ে চিকণ চুল,
দোলায়ে গোলাপ ফুল,
ছুটিয়া আসিবি, মেখে হাসি অভিমান!—
সহস্র চুম্বনে প্রাণ
হবেনা'ক সমাধান,
জাগিবে মরমে কবে সে পুরবী তান,
ক'দিনে হেরিব প্রিয়, তোর সে বয়ান?
সে সোহাগ মাখা হাসি
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাশা পাশি!
দেব নর ছোঁয়া ছুঁয়ি, হয় না বাখান!—
ক'দিনে হেরিব প্রিয়, তোর সে বয়ান? ৯

(প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী)

ময়ূর

কি সুন্দর পাখী, এর চেয়ে নাকি
কোন পাখী আর সুরূপ নয়,
সুরঞ্জিত পাখা, অপরূপ আঁকা,
চমৎকার কারু কৌশলময়।
পুচ্ছ পসারিয়া, নাচিয়া নাচিয়া
দেখ না বেড়ায় গরবে কত,
লাজে হেঁট মুখ, প্রিয় শারী শুক,
বুল্‌বুল্ ময়না পাপিয়া যত।
কিন্তু বাহ্য সার, শোভা যে ইহার,
নাহি গুণ শিখি-শরীরে হয়ে,
কেকারবে তার, বহে বিষ-ধার,
সবার শ্রবণ তাপিত করে।
বাহ্য রূপে নয় মন মুগ্ধ হয়,
গুণের প্রভাবে মানিন হরে,
কাল কোকিলের মধুর স্বরের
কত না মহিমা প্রকাশে নরে।

সুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৮ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৯৭—সেপ্টেম্বর ১৮৯০। ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর সপ্তবিংশ জন্মোৎসব।

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতার কৃপায় আজি বামাবোধিনী ২৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৮ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আজি বামাবোধিনী সেই পরম দেবতার চরণে প্রণত হইয়া ইহার হিতৈষী বন্ধুগণকে অভিবাদন করিতেছেন এবং এই শুভদিনে সকলে ইহার শুভকামনা করিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই প্রার্থনা করিতেছেন।

বর্ষে বর্ষে এই জন্মোৎসব উপলক্ষে বামাবোধিনীর ও নারীজাতির সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু বলিয়া থাকি,এ বৎসরও সেই প্রথানুসারে দুই এক কথা বলিব। ঈশ্বর-কৃপায় বামাবোধিনীর জীবন পথের বিঘ্ন অনেক কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ইহা যে আরও দীর্ঘজীবিনী হইবে আশা করা যায়। বামাবোধিনীর বিশেষ আনন্দের বিষয় এই, কয়েকটী সহৃদয়া ভগিনী ইহার উন্নতিকল্পে প্রাণগত যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা নিয়মিতরূপে ইহার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং তাঁহাদের লেখা এরূপ সুন্দর, বিচিত্র ও চিন্তাপূর্ণ যে, তাহা দ্বারা পত্রিকা পরিপুষ্ট ও নব নব শোভায় অণুরঞ্জিত হইতেছে। ইহাঁদের সাহায্য বামাবোধিনী অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া বোধ করেন এবং তজ্জন্য আজি ইহাঁদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছেন।

নারীজাতি সম্বন্ধে বামাবোধিনীর অনেক আশা পূর্ণ হইয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের রমণীগণের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার কত উন্নতি হইয়াছে ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সময়ান্তরে তাহার সমালোচনা করিব। এখন এই মাত্র বক্তব্য যে, কি মানসিক, কি নৈতিক, কি সামাজিক সকল বিষয়ে নারীজাতির উন্নতির পথ প্রসারিত দেখিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী দলের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সপক্ষ দলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে; জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সুখে ও স্বাধীনতায় নারীগণের স্বত্বাধিকার ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে, এবং নারীগণ আপনাদিগের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ পরিচয় দিয়া অনেক বিষয়ে পুরুষগণের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইতেছেন। নারীজাতি এখন নিজে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া আপনাদিগের এবং দেশের হিতব্রতে নিযুক্ত হইতেছেন, আর তাহাদিগের উন্নতির পথ অবরোধ করে কাহার সাধ্য?

আমরা আশার অতীত অনেক ফল লাভ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আশানেত্রে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি, আমাদের দেশের নারীগণের সকল দুর্গতি ও দুরবস্থা কবে দূর হইবে এবং ভারতরমণী জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া পুরুষজাতির প্রকৃত সহায় ও সঙ্গিনী হইয়া পূর্ণোন্নতির দিকে কবে অগ্রসর হইবেন? মঙ্গলময় বিধাতার করুণার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমাদের হৃদয়ের উচ্চ আশা একদিন তিনি সুসিদ্ধ করিবেন,—একদিন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পূর্ণ জয় লাভ হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য ভগিনীদল—চিনদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক দল রমণী চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনী ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ১০ জন। বিবাহিত জীবনকে তাঁহারা অপবিত্র ও শোচনীয় মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী কুমারীকে পিতামাতা বলপূর্ব্বক বিবাহ দেন। বালিকা বিবাহের পর পলাইয়া ভগিনীদলে আসিয়া মিশে। ভগিনীদল দুর্ভাগিনী ভগিনীর সহিত একত্র হইয়া সকলে 'ডেগন' নামক নদীতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চিনে আরও অনেক ভগিনী-দল আছে, তাহারা জীবনে মরণে পরস্পরের সহিত এইরূপ দৃঢ়সম্বন্ধে আবদ্ধ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর আদর্শ বন্ধু—ইলাইয়ের মার্কুইস পত্নী সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। মহারাণী তাঁহাকে আদর্শ বন্ধু মনে করিতেন।

মুসলমান স্ত্রী-বিদ্যালয়—হায়দ্রাবাদে উচ্চশ্রেণীস্থ বয়স্কা মুসলমান রমণীদিগের জন্য এক অন্তঃপুর শিক্ষালয় হইয়াছে, তাহার ছাত্রী সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৮৫ জন।

নাপিতদিগের ধর্ম্মঘট—বোম্বাইয়ের নাপিতদিগের দৃষ্টান্তে মোরাব নগরবাসী নাপিতেরা ব্রাহ্মণ বিধবার মস্তক মুণ্ডন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যে এ অপকর্ম্ম করিবে, তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে এইরূপ কঠিন নিয়ম হইয়াছে।

স্বর্ণ পালঙ্ক—তুরুস্কের ডামস্কস ও বিরটের মধ্যে এক গহ্বরে একখানি আশ্চর্য্য পালঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্বর্ণ রৌপ্যে খচিত এবং নানাবিধ মণিমুক্তা জড়িত। ইহাতে ইংলণ্ডেশ্বরী এলেনোরের নাম খোদিত আছে। ৬০০ বৎসরকাল ইহা ভূগর্ভজাত ছিল।

একটী গোল আলুর মূল্য ৬০ টাকা—বালা নামক স্থানে একটী বালক তাহার খুড়ীর ক্ষেত্রে একটী গোল আলু এই বলিয়া পুতিয়াছিল যে ৪ বৎসর পরে ইহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা কোন প্রচারক সমাজে দান করিবে। বৎসরে বৎসরে ইহার ফসল হইতে লাগিল, ৪ বৎসর পরে দেখা গেল ৭০ ছালা গোল আলু হইয়াছে। ইহার বাজার দর ৬০ টাকা এবং তাহা প্রতিজ্ঞামত সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাল ইচ্ছা থাকিলে কত ভাল কাজ অনায়াসে হইয়া যায়।

ষ্টান্‌লীর উচ্চপদ লাভ—আফ্রিকা-পর্য্যটক ষ্টান্‌লী কঙ্গের গবর্ণর মনোনীত হইয়াছেন। তিনি আমেরিকা দর্শন করিয়া ১৮৯১ সালে কর্ম্মস্থানে যাইবেন।

বালকদিগের জন্য সভা—(১) মিলিত আশালতার এক জুবিলী উপলক্ষে লণ্ডনের এক্সিটার হলে এক বৃহৎ বাজার বসে। ১৭০০০ ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত ২০ লক্ষ বালক এই দলভুক্ত। ৫০০০ পাউণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা তোলা এই বাজারের উদ্দেশ্য। ১৮৮৯ সালে এইরূপে অনেক টাকা তুলিয়া বালকবালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

(২) পিট্‌সবর্গে অন্তর্জাতিক রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সমিতির এক অধিবেশন হয়। উত্তর আমেরিকার সর্ব্বস্থান হইতে ৩০০০ লোক আসে, তন্মধ্যে ১২০০ জন ৯০ লক্ষের অধিক ছাত্রের প্রতিনিধি। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন অধিবেশনের উদ্দেশ্য।

স্ত্রী-কেরাণী—কোচিনের পোষ্টমাষ্টার জেনারলের আফিসে এক রমণী কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁর নাম লিলিয়ান ডস, ইনি কালিকটের ডাক

বিভাগের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একমাত্র কন্যা। ভারতবাসিনীরা আশান্বিত হউন।

নারী সমাজে স্থরেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা—গত ৬ই আগষ্ট ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্যোগে তাঁহাদিগের বাটীতে একটী সুন্দর সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে অনেক বঙ্গমহিলা মিলিত হইয়াছিলেন। স্থরেন্দ্র বাবু "মহাসমিতি (কন্‌গ্রেস) সম্বন্ধে নারীজাতির কর্ত্তব্য" বিষয়ে সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। রমণীগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মাননা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন তক্ষশীলা।

ভারতের অতি পুরাকালের ইতিহাস অতীত কালের গর্ভে নিমগ্ন। মহাপ্রলয়ের পরেই মনুষ্যের প্রথম বাস ভারতে ও ভারতবর্ষের নিকটস্থ পর্ব্বতে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং আর্য্যজাতি যে সকল বিষয়েই জগতের আদর্শ তাহা দেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাস লেখকগণের দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আদিম আর্য্যগণের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ না থাকায় তাঁহাদের কার্য্য কলাপ, রীতি, নীতি, রাজ্য কি রাজধানী স্থির করা বড় কঠিন। ইহার কারণ বোধহয় তথনকার সময়ে ইতিহাস বা জীবনী লেখা প্রচলিত ছিল না অথবা ভারতে একজাতির পর অন্যজাতি প্রবল হওয়াতে পূর্ব্বজাতির কীর্ত্তিকলাপ নবজাতিদ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতের অদৃষ্টচক্রে যে কত জাতি ও কত ধর্ম্ম ঘূর্ণিত হইয়াছে তাহা স্থির করা সহজ নহে। তবে আর্য্য মুনিগণকৃত যে অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যায়, তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত যে কিছু ঐতিহাসিক বিবরণের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। আধুনিক পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের আনুমানিক প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া কিছুই স্থির করা যায় না। কিন্তু যদিও এই আর্য্যগণের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া কঠিন,তথাপি আর্য্যমুনিগণের কবিত্ব ও রূপক বর্ণনার ভিতর হইতে যে ঐতিহাসিক বিবরণ টুকু পাওয়া যায়, তাহা আনুমানিক পৌরাণিক ইতিহাস অপেক্ষা মুল্যবান্ বলিয়া গ্রহণ করা কি উচিত নহে ? পুরাণ গ্রন্থ হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের যে সত্য ইতিহাসটুকু প্রাপ্ত হই, তাহা মূল্যবান বলিতে চাহি যে কেন তাহা আমাদের আলোচ্য প্রাচীন তক্ষশীলাই মীমাংসা করিবে।

তক্ষশীলা দেশ অথবা নগরী অতি প্রাচীন, এই দেশস্থ লোকদিগকে তক্কক, তাতার ও তুর্কি ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। এই তক্ষকগণ কোন্ বংশোদ্ভূত

ও ইহাদের নগর প্রতিষ্ঠাতাই বা কোন্ মহাপুরুষ তাহাই স্থির করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড্ বলেন, "প্রাচীন কালে যে সকল বীর অভিযানোদ্যত হইয়া সুদূর শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তক্ষক সর্ব্বপ্রধান, ইঁহারই বিশাল বংশতরু হইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমুদ্ভূত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।" আবুল গাজি বলেন, "নোয়া নৌকা ত্যাগ করিয়া ধরাতলে অবতরণ পূর্ব্বক পুত্রত্রয়কে অবনীমণ্ডল ভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রথম তনয়দ্বয় অন্যান্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে কনিষ্ঠ জাফেট "কত্তম সামাথ" নামে একটী প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কাস্পিয়ান্ হ্রদ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী দেশ এই "কত্তম সামাথ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জাফেটের আট পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তুর্কের প্রথম তনয় তক্ষক হইতে তক্ষশীলা স্থাপিত ও তক্ষক বংশ সমুদ্ভূত হয়।" কবিগুরু বাল্মীকি বলেন সিন্ধুনদের পশ্চিমে বর্ত্তমান কাশ্মীরেম—এমন কি হিমালয়েরও উত্তর প্রদেশস্থ সমুদয় স্থান গন্ধর্ব্বগণের আবাসভূমি ছিল। এই প্রদেশ পুরাণ লিখিত কেকয় রাজ্যের (বর্ত্তমান কাশ্মীরও কুমায়ুন) সহিত সংলিপ্ত থাকায় উভয় রাজ্যের ও জাতির মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ চলিত। কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ শৈলুষ গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইয়া সাহায্য প্রার্থনায় নিজ কুলগুরু গার্গকে রঘুকুলধুরন্ধর ভগবান রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। অযোধ্যাধিপ রামচন্দ্র সে সময়ে লঙ্কাপতি রাবণকে বধ করিয়া স্বীয় মিত্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ রাজ্যের একাধিপতি বালিকে বধ করিয়া তৎসিংহাসনে তাঁহার অন্যতম মিত্র সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদয় দক্ষিণ ভারত বিশাল কোশল রাজ্যের অধীন করিয়া রাজ-রাজেশ্বর হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার প্রবল পরাক্রমের নিকট দণ্ডায়মান হয়, তৎকালে এমন নৃপতি কিম্বা জাতি কেহই ছিল না এবং তাঁহার পরন্তপ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ স্ব স্ব বল-বিক্রমে নূতন নূতন দেশ জয়পূর্ব্বক আপনাপন রাজধানী সংস্থাপন করিতেছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন সিন্ধু-নদের পরপারে ও হিমগিরির উত্তরে পরম রমণীয় সুবিস্তৃত এক গন্ধর্ব্ব রাজ্য আছে এবং তদ্দেশীয় রাজগণ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার মাতুলের অপকার করিতেছে আর মাতুল তাঁহার শরণাগত ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, তখন তিনি উৎসাহিত হইয়া অনুজ বীরবর ভরতকে কোশল রাজ্যের দুর্দ্ধর্ষ অনীকিনী সমূহের অধিনায়ক করিয়া গন্ধর্ব্বদেশ জয়ার্থে প্রেরণ করিলেন এবং মাতুল যুধাজিৎকে ভরতের সহায়তা করিতে অনুরোধ

করিয়া পাঠাইলেন। সসৈন্য ভরত গন্ধর্ব্ব দেশ জয় করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার পুত্রেরা দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। জ্যেষ্ঠ তক্ষের নামানুসারে তদীয় রাজ্য তক্ষশীলা ও কনিষ্ঠ পুষ্কলের নামানুসারে তাঁহার রাজ্য পুষ্কলাবৎ নামে অভিহিত করিলেন।

মহাকবি বাল্মীকির কবিত্বসমুদ্র মন্থন করিয়া আমরা যে ঐতিহাসিক রত্ন টুকু প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র তক্ষ হইতে তক্ষশীলা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই তক্ষকই তক্ষক কুলের প্রতিষ্ঠাতা। কালক্রমে এই তক্ষক বংশ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই তক্ষকের বংশাবলীকে তক্ষক বলা হইয়া থাকে, সুতরাং তক্ষক বলিলে একটী ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া একটী কুলকে বুঝায়। কবি বেদব্যাসের কুহকিনী কবিতাজাল উদ্ঘাটন করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে এই বংশের কোন তক্ষক কর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিত কোন রূপ কুটোপায়ে হত হইয়াছিলেন। রাজস্থানে যে আশীরগড়ের তক্ষকগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা এই তক্ষক। আবুল গাজি যে তনয়কে তক্ষশীলা স্থাপয়িতা ও যাহার বংশাবলীকে তক্ষক বলেন, এই তক্ষক আর পুরাণোক্ত তক্ষক একই। মহাত্মা কর্ণেল টড এই তক্ষক বংশ তক্ষর বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, তবে তাঁহার "রাজস্থানে" অনেক স্থলে তক্ষকগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। টড় "রাজস্থানে" তক্ষশীলা সম্বন্ধে আবুল গাজির মতটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাল্মীকির মতটী উদ্ধৃত করেন নাই। যখন বাল্মীকি লিখিত অযোধ্যা, বিদেহ ও কেকয় প্রভৃতি দেশ আজও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার লিখিত ইতিহাসের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে, তখন কি তাঁহার তক্ষশীলা একেবারেই অর্থশূন্য হইবে? ইহা কখন সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে মহাপ্রলয় ঘটনা প্রায় ৪০০০ হাজার বৎসর হইল হইয়াছে এবং সেই মহাপ্রলয়ে কেবল নোয়া জীবিত ছিলেন এবং এই নোয়া হইতে সমুদয় মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। যখন তক্ষকগণ মনুষ্য জাতি, তখন কাজে কাজে আবুল গাজি ঐ নোয়ার কোন বংশ হইতে তক্ষকগণের উৎপত্তি বলিতে পারেন। কি খৃষ্টান, কি হিব্রু, কি মুসলমান, কি হিন্দু সকলেই স্বীকার করেন যে সেই মহাপ্রলয় কালে যে মহাপুরুষ জীবিত ছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষাভেদে যে এই মহাপুরুষকে কেহ মনু, কেহ নু, কেহ নোয়া ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত করেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমরা আবার পুরাণোক্ত ইতিহাসে দেখিতে পাই যে কুরু পাণ্ডবের মহাসমরও ৪০০০

হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে পৃথিবীস্থ সমুদয় বীর জাতি ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। আর বাল্মীকি লিখিত রামচন্দ্রের বিষয় পাঠ করিয়া জানা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এবং রামের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে উক্ত মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল। যখন পাশ্চাত্য ইতিহাসের বহু পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত, তখন বাল্মীকি লিখিত তক্ষশীলা কি "কিছুই না" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে? মহর্ষি বেদব্যাসের পুরাণ ও আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ইতিহাস পাঠ করিয়া বোধ হয় যে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যদুগণ শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন এই যদুগণ ইহুদি নামে খ্যাত এবং এই ইহুদিগণ আজও আমেরিকা ও ইয়ুরোপে উপনিবিষ্ট আছেন। কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে বসুমতী প্রায় বীরশূন্যা হইয়াছিলেন, কারণ সেই কাল সমরে পৃথিবীস্থ কি সভ্য কি অসভ্য সকল রাজগণই সসৈন্যে কুরু পাণ্ডবীয় উভয় পক্ষের পুষ্টিসাধন করেন—এমন কি সুদূর শাকদ্বীপ, স্কন্দদেশ, দরদ, পারদ, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশের রাজগণ স্বদলবলে আসিয়াছিলেন। এই সর্ব্বসংহারক যুদ্ধে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। তাহার কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় এবং এই বিবাদে ধ্বংসাবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কএক দলে সিন্ধু নদ পার হইয়া জাবালিস্থান, কহিস্থান ও তক্ষকস্থানে উপনিবিষ্ট হয়েন। ইঁহাদেরই একটী শাখা ইস্রায়েল যদু (ইহুদি) বলিয়া অভিহিত। তৎকালীন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের মুখে; কিন্তু যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যে শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি লইয়া যান, বোধ হয় তাহাই ইস্রায়েল যদুদিগের ধর্ম্ম এবং এই ইস্রায়েল ধর্ম্ম প্রায় পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্মের মূল। এই ইস্রায়েল বংশে বিদেশীয় কৃষ্ণ (যিশুখ্রীষ্ট) জন্ম গ্রহণ করেন। দেখা যাইতেছে যে যদুগণ সিন্ধুর পরপারে বিস্তৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে তক্ষকগণ পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিলেন এবং ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ তক্ষ হইতে প্রাচীন তক্ষশীলা স্থাপিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহাদের ইতিহাস ও ধর্ম্ম, উপনিবিষ্ট যদুগণের ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ভারতীয় কবিগুরু বাল্মীকির কাল ও কবিত্বে দৃষ্টি রাখিয়া জগতের ইতিহাস লিখিয়াছেন আদৌ বোধ হয় না। এ বিষয়ে এখন **তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক।** কু, রা।

দুইখানি ছবি।

সরলা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া বীণা আর করুণা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। সরলা মহেশপুরের জমীদারের একমাত্র পুত্রবধূ, সুতরাং তাহার গায়ে গহনা ধরে না; গহনা কতক ঢাকাই, কতক কটকী, কতক দেশী এবং কতক বা জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের দোকানের। যেমন গহনা তেমনি নামও শুনিতে মনোহর, আমরা ছাই সে সব মনে করিয়াও রাখিতে পারি না। যাহা হউক সরলার গলার একছড়া হার, হীরা মুক্তা-খচিত, আঁধার ঘরে রাখিলে আলো হয়, এমন হার না পরিলে রমণী-জীবন বিফল, বিফল, মহা বিফল! হারের বাহারে বীণার মাথা ঘুরিয়া গেল! বীণা শীঘ্র বাড়ী যাইবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইল।

বীণার তবু গহনা আছে। বীণার গহনার বাক্সে তবু পাঁচ ছয় শত টাকা দামের গহনা সাজান রহিয়াছে, করুণার তাও নাই। করুণার স্বামী তো খুব বিদ্বান,টাকাও ঢের রোজগার করেন, তা হইলে কি হয়? স্ত্রীকে গহনা দেওয়া প্রবৃত্তিটী হেমচন্দ্রের যেন একবারেই নাই। করুণার গায়ে ভদ্রোচিত যে দুই চারি খানি গহনা আছে, বাক্সে কিছুই নাই, অতএব সরলার মত গহনার বিশেষতঃ সেই মনভুলান হারের উপর করুণার যে আন্তরিক পিপাসা জন্মিবে এ আর বিচিত্র কি?

বীণা করুণায় সখীত্ব ছিল, উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিল। অনেক দিনের পরে দেখা হইয়াছে বলিয়া সরলা তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহে না, করুণাও চক্ষু লজ্জায় উঠিতে পারে না। কিন্তু বীণা ভারি চালাক, সে নানা রকম ছল ছুতা করিয়া করুণাকে লইয়া গাড়িতে উঠিল। বীণা বাড়ী গেলেই যেন বাঁচে, বাড়ী গেলেই যেন একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়। বীণা কি ঠাওরাইয়াছিল, এবং গাড়ীর ভিতর করুণার সহিত তাহার কি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ হইয়াছিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা অনুমান করাও কঠিন।

বাড়ী আসিয়া বীণা করুণায় একটীও কথা হইল না, ঝি চাকরেরা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একেবারে নিজ নিজ শয়ন কক্ষে গেল। বীণার মেয়েটীর বয়স তিন বছর, সে একটু আগে "মা'র কাছে যাব" বলিয়া কান্না ধরিয়াছিল, এখন মা'কে দেখিয়া সে বুলি ভুলিয়া গেল, এখন বলে "রাস্তায় যাব।" চাকর তাহাকে কোলে লইয়া রাস্তার দিকে গেল।

শ্রীপতি হেমচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা। হেমচন্দ্র এম, এ, বি, এল, উপাধিধারী,

হাইকোর্টে ওকালতি করেন, দশ জনের কাছে বেশ মান সম্ভ্রম আছে। শ্রীপতিকে তিনিই যোগাড় যন্ত্র করিয়া একশত টাকা মাস মাহিনায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে একটী চাকরী যুটাইয়া দিয়াছেন। এক শত টাকা মাহিনা, শ্রীপতির খরচপত্র অনেক। বাড়ীতে বিধবা মাতা, সধবা ভগ্নী—তাহার স্বামী মাতাল, দুইটী ভাগিনেয়ী, দুইটী গরু, একজন চাকর। ইহাদিগের ভরণপোষণ শ্রীপতিকে নির্ব্বাহ করিতে হয়। আবার কর্ম্মস্থান কলিকাতায় আপনারা দুইজন, একজন চাকর,একজন পাচক, একজন ঝি এবং একটী ছোট মেয়ে। এক শত টাকায় চালান দুষ্কর; তবে সুবিধার মধ্যে হেমচন্দ্র নিজের (ভাড়াটীয়া) বাড়ীতে শ্রীপতিকে বাস করিতে দিতেছেন, তাই শ্রীপতির বাড়ীভাড়া দিতে হয় না। সেই জন্যে সময়ে সময়ে তিনি স্ত্রীকে "চেন হার" "পালঙ্ক পাতার বালা" "মাধবী লতার অনন্ত" প্রভৃতি গহনা দিয়া সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু পরম্পর শুনা যাইতেছে হেমচন্দ্র পূর্ণিয়া জেলায় ওকালতী করিতে যাইবেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীপতিরই দুর্ভাগ্য!

আজি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে শ্রীপতি ঘরে ফিরিলেন। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটীর সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন; একি! আজ অসময়ে দরজা বন্ধ কেন? কপালে কিছু আছে নাকি? শ্রীপতি একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন "বীণা!"

কেউ উত্তর দিল না। সন্দেহে বিশ্বাস জন্মিল; আবার ডাকিলেন "বীণা, দরজা খোল,আমার বড় অসুখ হইয়াছে।"

কেউ দরজা খুলিল না। কাতর কণ্ঠে পুনরায় মিনতি হইল "বীণা, দরজা খুলিলে না, তোমার জন্যে কি আনিয়াছি দেখিলে না, আমার অসুখ করিয়াছে শুনিলে না?"

"তোমার জন্যে কি আনিয়াছি" কথাটী বড় উপেক্ষণীয় হইতে পারে না—তাই বীণা—কবির ভাষায় বলিতে গেলে "বীরাঙ্গনার ন্যায় বাহুবলে" দরজা খুলিল, তেজস্বিনীর তীব্র আক্রমণে ভীরু দরজা—যদি বৈয়াকরণিকেরা ক্ষমা করেন তবে বলিতে পারি যে "কাষ্ঠাধম কাপুরুষ" দরজা ঝন ঝন করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—ও হরি! এক তোড়া ফুল! এক তোড়া ফুল আনিয়া আবার "কি আনিয়াছি!" শ্রীপতির সহৃদয়া গৃহলক্ষ্মী ছিলেন পঞ্চমে, উঠিলেন সপ্তমে; দরজা খুলিয়াই বীণা আবার বিছানায় পড়িল।

শ্রীপতি আফিসের সাজ খুলিতে খুলিতে আপনার অব্যাহতির উপায় ভাবিতে লাগিলেন। বাসায় না আসাই শ্রীপতির পক্ষে ভাল ছিল, আসিয়া পড়িয়াছেন এখন আর উপায় কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন, শেষে ফুলের তোড়াটী খুঁটিতে খুঁটিতে

ধীরে ধীরে বলিলেন "বীণা, এখন শুয়েছ কেন, কোন অসুখ হয়নি তো?"

বীণা অনেক পারে—তাঁহার প্রাণাধিক স্বামীকে আন্তরিক ব্যথা দিতে পারে, স্নেহের পুতলী মেয়েটাকে কীল চড়ে আধমরা করিতে পারে, চাকরকে ঝিকে খুব কটু ভাষায় গালি দিতে পারে, রাগের বশে দুই তিন দিন ভাত না খাইয়া কড়িকাঠ গণিয়া থাকিতে পারে, বীণার মত বীরনারীর যাহা কর্ত্তব্য বীণা তাহা সকলই করিতে পারে, কেবল অধিকক্ষণ নীরবে থাকিতে পারে না। ঐটুকুই বীণার দুর্ব্বলতা! এমন চাঁদে অই একটু কলঙ্ক!

সুতরাং বিনীত স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া অভিমানিনী উত্তর করিল "আমার অসুখে তো বড় ভাবনা, আমি ম'লে এখন কত লোকের হাড় জুড়ায়!"

শ্রীপতি নীরব। একটু পরে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন "তুমি রাগ করেছ কেন বীণা?"

আগে খুব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তার পরে উত্তর বাহির হইল "আমি কার উপরে রাগ করিব, আমার কে আছে?"

রাগ হইলেও কথাটা অনেক লক্ষ্মী ব্যবহার করেন।

বীণার চক্ষে জল আসিয়াছিল কিনা তা বীণাই জানে, কিন্তু শ্রীপতি দেখিলেন বীণা চোক মুছিল। শ্রীপতি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন "বীণা, তোমার জন্যে আজি এইটী আনিয়াছিলাম।" বীণার মুখের কাছে ফুলের তোড়াটী ফেলিয়া দিলেন।

এ ধৃষ্টতা সে তেজস্বিনী দেবীর সহ্য হইল না। বীণা ফুলের তোড়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল, গ্রথিত কুসুমের কোমল দলগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, ফুলের গায়ের ব্যথা শ্রীপতি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিলেন—বলিবেন কাহাকে, সম্মুখে পাষাণময়ী প্রতিমা!

কিছুক্ষণ পরে শ্রীপতি কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বীণা, আমার কি দোষ হইয়াছে জানি না; আমি তোমাগত প্রাণ; যদি কোন ত্রুটী পেয়ে থাক, তুমি অনুগ্রহ করে মাপ কর; আমি কি অন্যায় কাজ করেছি তা বল, আমি যথাসাধ্য প্রতিকার করি। বীণা, বীণা! গরিব শ্রীপতির সর্ব্বস্ব তুমি, তুমি অমন করিলে হতভাগার মরণই মঙ্গল"।

দেবী স্তবে তুষ্টাও হইলেন, আশ্বস্তাও হইলেন। তখন অপেক্ষাকৃত মিঠা আওয়াজে উত্তর বাহির হইল "তোমার আর কাজ নাই, আমার উপর তোমার যত ভালবাসা তা আমি জানি, আজ তা দশ জনেও বলিল"।

যুবকও আশ্বস্ত হইলেন—বলিলেন "আমি তোমায় ভালবাসি না বীণা? আমি তোমার সুখের জন্যে অকাতরে জীবনটা ছুড়িয়া ফেলিতে পারি—তুমি জান না এমন নয়। দশ জনে তোমায় কি বলিয়াছে?"

আশায় বিশ্বাস করিয়া, সোহাগে গলা গলা হইয়া শ্রীপতির সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণা ঠাকুরাণী দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগলেন—"আজি সরলার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া যে অপমান হইয়াছে, তাহা এ জনমে ভুলিব না। তার প্রায় পাঁচ সাত হাজার টাকার গহনা, দশ জনে ধন্য ধন্য করিতেছে; আর এক ছড়া হার দেখ্‌লেম, অমন তর হার আমার জন্মেও দেখি নাই—আমার গহনা দেখিয়া দশ জনে তোমায় কত নিন্দা করিতে লাগিল, তোমার নিন্দা শুনার চাইতে আমার মরণও ভাল।"

ধন্য বীণা! ধন্য তোমার পতিভক্তি!

এত ক্ষণের পর শ্রীপতি বুঝিলেন ঘটনাটা কি! বুঝিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেক কষ্টে যুবক সেভিংস ব্যাঙ্কে দুই শত আশী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহা তো গেছেই! এখন বুঝি ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে। শ্রীপতির বুকে এতটা হইতে লাগিল, কিন্তু মুখে একটী চিহ্নও প্রকাশ পাইল না। আমাদের রাজকর্ম্মচারী পেটের দায়ে প্রভুর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করিতে পারেন না—করিলে চাকরীটা যায়। নিরীহ শ্রীপতি প্রাণের দায়ে বীণার অন্যায় ইচ্ছার প্রতিকূল হইতে পারেন না, হইলে বীণা উপবাস করে!

বীণা পুনরপি বলিল, "তা আমায় সেই রকম এক ছড়া হার দিতেই হবে, না দিলে আমি লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না, আমি কোনও জিনিসের জন্যে এমন করি না, আজ বড় মনোকষ্ট পেয়েছি।"

শেষ কথাটা শুনিয়া শ্রীপতি মনে মনে হাসিলেন। বীণার এ ভাব তো মাঝে মাঝে আছেই, তবু বীণা বলে "আজ নূতন"!

যাহাহউক কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনাকে সামলাইয়া শ্রীপতি উত্তর করিলেন "এ আর কত বড় কথা বীণা, এর জন্যে আমায় এত কষ্ট দিলে? কা'ল সরলার হার আনাইয়া দেখিব।"

কথা মনের মত হইল। আজিকার মত শ্রীপতি ক্ষমা পাইলেন। হাজার হউক বীণা পতিপরায়ণা কিনা, তখন স্বামীর মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া স্বামীর মাথায় অডিকলম ঢালিয়া, পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

যথা সময়ে হেমচন্দ্র বাসায় পৌঁছিলেন। তাঁহার জন্যে জল কাপড় প্রভৃতি হীরে চাকর বাহির বাড়ী রাখিয়াছিল; তিনি সেইখানে হাত মুখ ধুইয়া কাপড় পরিয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন; ঘরে ঢুকিতে দেখেন দরজা বন্ধ। বিস্মিত হইয়া ডাকিলেন "করুণা!"

উত্তর নাই। ব্যগ্র হইয়া হেমচন্দ্র ডাকিলেন "করুণা, ঘুমিয়েছ নাকি? ভাল আছ তো? কোন অসুখ হয় নাই তো?"

হেমচন্দ্রের সে স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া করুণার মাথা ঘুরিয়া গেল, বীণার আদেশ,

বন্ধুত্বের অনুরোধ, নিজের সাধ্ব ক্ষণ-কালের জন্যে সবই ভুলিয়া, অপ্রতিভ হইয়া করুণা দরজা খুলিয়া দিল।

হেমচন্দ্র ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে করুণার মাথায় একটী টোকা মারিয়া বলিলেন "দরজা বন্ধ করিয়াছিলে কেন ক্ষেপি? আমি কতই দুর্ভাবনা ভাবিতেছিলাম।"

করুণা একটু ভদ্রতা গোচের হাসি হাসিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া ধীরে ধীরে "আমার কিছু হয়নি, দরজা বন্ধ করিয়াছিলাম"—বলিয়া শেষ কথা খুঁজিয়া পাইল না।

হেমচন্দ্র চেয়ারের উপর বসিয়া বলিলেন "খাবার আছে নাকি করুণা?" করুণা ঘরে খাবার তয়েরি করিয়া হেমচন্দ্রকে দেয়, বাজারের জলখাবার হেম ভাল বাসেন না।

বলা বাহুল্য করুণা আজি জলখাবার রাখে নাই। সুতরাং উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন "খাবার নাই?—তাহাতে এত দুঃখিত হইতেছ কেন করুণা? পাগ্‌লি! তোমার এইটুকু বুদ্ধি নাই, তুমি আমার স্নেহ-প্রতিমা, তোমায় সুস্থ ও সুখী দেখ্‌লেই আমার পরম সুখ।—ছি! তোমার স্বামীকে তুমি বড় বেশী ভাল বাস। দেখি তুমি কেমন আছ?" যুবক করুণার হাত টিপিয়া নাড়ীর গতি দেখিতে লাগিলেন।

করুণার মাথায় যদি একটা কড়িকাঠ খসিয়া পড়িত, তথাপি করুণার অতটা বাজিত না। করুণা এই স্নেহময় দেবতার উপর রাগ করিতে গিয়াছিল! করুণা রাক্ষসী! করুণা পাষাণী! সরলার সেই হার—সে তো ছাই! সে তো ভস্ম! নন্দন কাননের লোভেও কি করুণা হেমচন্দ্রের মনে এক বিন্দু কষ্ট দিতে পারে? না না না, কখনই না। আজ হারের কুহকে পড়িয়া স্বামীকে ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়াছে, যিনি করুণার জন্যে এত উৎকণ্ঠিত, এত চিন্তিত, করুণাই তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে, আত্ম গ্লানিতে বিবশা হইয়া করুণা কাঁদিতে লাগিল। তাহার সুন্দর মুখখানি শিশির-সিক্ত পদ্ম ফুলের মত অশ্রুধারায় ভাসিতে লাগিল।

দেখিয়া যুবক ব্যথিত হইলেন। ব্যথিতের উপরে বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিও করুণা?" করুণা নীরব। যুবক আদর করিয়া করুণার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, পোড়া চক্ষের জল তো আদর পাইলে শত গুণে বাড়ে, করুণারও তাই হইল, করুণার এক একটা চোখে পাঁচ পাঁচটা ধারা বহিল।

কত ক্ষণের পর করুণা অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইল। তখন ধীরে ধীরে ষোড়ষবর্ষীয়া সুন্দরী, বিনীত ভাবে আপনার দোষ বিবৃত করিল; সব কথা বলা হইলে স্বামীর পদতলে মাথা লুটাইয়া ক্ষমা চাহিল।

হেমচন্দ্র নিস্পন্দ ভাবে শুনিতেছিলেন। যখন করুণা তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল, তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন, তাহার হাত আপনার হাতে লইয়া বলিলেন "করুণা অত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? এই পৃথিবীতে ক্রুটি হয় না কার? তুমি দোষ করিয়া যে অনুতাপিত হয়েছ, তাতেই আমার সকল দুঃখ গিয়েছে। আর তোমারই বা দোষ কি? গহনা পরার চাইতে জগতে যে অনেক বড় ও ভাল কাজ আছে, সে কথা আমিই তোমায় বলি নাই। আমার ক্রুটীর জন্যই তোমার এ রকম হয়েছে।"

এর চাইতে দুটা গালি দেওয়াও ভাল ছিল। করুণার চক্ষে হেমচন্দ্র দেবতা। করুণার মনে হইল সে হেমচন্দ্রের তুলনায় কীটাণুকীট! করুণা চক্ষু মুছিয়া কষ্টে বলিল "তুমি ক্ষমাময়, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে, জগদীশ্বর ন্যায়বান্, তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন?—"কথা না ফুরাইতেই হেমচন্দ্র বলিলেন "ছি! করুণা ও কি বলিতেছ? আমি ক্ষমা করিতে পারি, জগদীশ্বর ক্ষমা করিতে পারেন না? প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর কত ক্ষমা কত দয়া পাইতেছ মনে কর না? এত দিন ধরিয়া যাহা শিখাইয়াছি সব কি ভুলিয়া গিয়াছ?"

অপ্রতিভ হইয়া করুণা চুপ করিল।

পরদিন বীণা করুণায় কথা হইল। বীণা করুণাকে "মনুষ্যত্বহীন" দেখিয়া উপহাস করিল। করুণা বীণাকে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইতে অনুরোধ করিল। সুখের এবং দুঃখের বিষয় কেউ কারও কথা শুনিল না।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে করুণা স্বামীর সহিত পূর্ণিয়া জেলায় গেল। শ্রীপতি ও বীণা কলিকাতাতেই রহিলেন।

দিনে দিনে দিন যায়। ক্রমে দশ বছর অতীত হইল। দশ বছরের পরে শ্রীপতি ও বীণা, হেমচন্দ্র ও করুণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পূর্ণিয়ায় আসিলেন। করুণা দেখিয়া শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল। শ্রীপতি ঋণ জালে জড়িত, উত্তমর্ণেরা নালিস করিতে উদ্যত হইয়াছে; ঋণ পরিশোধের কোন উপায় নাই; সম্ভবতঃ শ্রীপতিকে জেলে যাইতে হইবে।

বীণা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, হেমচন্দ্র কলিকাতার দ্বিগুণ অর্থোপার্জ্জন করেন, কিন্তু করুণার সেই কয়খানি গহনা আজিও রহিয়াছে। করুণার প্রকাণ্ড বাড়ীতে অনাথনিবাস, অতিথিশালা, বালক বালিকাদিগের জন্য নৈতিক শিক্ষা গৃহ; সেই সকল তত্ত্বাবধানে আর নিজের সংসারের সকল অভাব দূরীকরণে করুণা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। করুণার মনে নিজের জন্য বোধ হয় একটুও স্থান নাই, খালি পরের সুখ শান্তির জন্য করুণা জীবনোৎসর্গ করিয়াছে। করুণাকে নিজের জন্যে কোন বস্ত্রালঙ্কার করিতে

বলিলে করুণা সস্মিত মুখে কাঙ্গাল গরীবদিগের দিকে চাহিয়া বলে "অমন মানুষ গুলি খাইতে পরিতে না পাইয়া এত কষ্ট পাইতেছে, আমরা কোন্ মুখে নিজের বিলাসের জন্য অপব্যয় করিব?" করুণার দুইটী ছেলে, তারা বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিমান, বিনীত, সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ। বীণা দেখিয়া অবাক্। বীণার সন্তানগুলি ঘোর বাবু, সহজে কথা শুনে না, তাহাদের আবদারে বীণা মহা জ্বালাতন!

শ্রীপতি হেমচন্দ্রের কাছে আপনার দুঃখের কথা বলিয়া অশ্রুপাত করিলেন। বীণার দুর্নিবার ভোগলালসা যে তাঁহার এই দুর্দ্দশার মূল, তাহাও বলিলেন। শ্রীপতির দুঃখে হেমচন্দ্র বিশেষ দুঃখিত হইলেন—বলিলেন "দাদা,শুধু বৌদিদীর অপরাধ দিও না। যদি আগে থেকে বৌ-দিদীকে সুশিক্ষা দিতে ও সুদৃষ্টান্ত দেখাইতে, তাহলে এমন হইত না। স্ত্রীকে সুখে রাখিতে হইবে বলিয়া স্ত্রীর অন্যায় ইচ্ছা পূর্ণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা করা, ইহা না বুঝিয়াই আমরা বিপদে পড়ি। সকলের উপর ধর্ম্ম, তার পরে সংসার। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, সেইরূপ চেষ্টা কর। আমাদ্বারা তোমার কোন সাহায্য হইলে আমি পরম সুখী হইব।"

শ্রীপতি নিজের দোষ বুঝিলেন।

বীণা করুণাকে আর মাটীর মেয়ে না ভাবিয়া স্বর্গীয়া দেবী বলিয়া মনে করিল। করুণার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বীণার স্বভাব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের পরামর্শে শ্রীপতি বীণার গহনা বিক্রয় করিয়া, হেমচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ও নিজে প্রাণপণ উপার্জ্জন করিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। যে হারের জন্যে শ্রীপতির এত বিপদ, বীণার এত সাধ, সেই সোহাগের হারও বীণা অম্লানমুখে বিক্রয় করিতে দিল!! বীণার সন্তান গুলিও ক্রমে সত্য সত্যই "সোণার চাঁদ" হইয়া উঠিল। শ্রীপতি সপরিবারে হেমচন্দ্রের কাছে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ছবি দুইখানি আমরা দেশীয় ভগিনীগণকে প্রীতি-উপহার স্বরূপদিতেছি, তাঁহারা নিজে দেখিবেন ও নিজ নিজ স্বামীকে দেখাইবেন,ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।—মা।

প্রাণিতত্ত্ব।

১০ম সংখ্যা।

চতুষ্পদ মৎস্য।

সেরমান ও কলেরেডোর নিকট সমুদ্র সমতলের ৮২০০ ফিট উর্দ্ধে একপ্রকার চতুষ্পদ মৎস্য দেখা যায়। এই মৎস্যগণ উভচর চতুষ্পদ। স্থলে চরিবার সময় ইহারা পদ ব্যবহার করে এবং জলে